The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 858 | 21 February 2025 | শুক্রবার ০৮ ফাল্গুন ১৪৩১

González-Rojas, advocates push for SNAP fraud protections
>> Page 19

NYC Doctor convicted of $24M Medical Fraud
>> Page 18

Scammers exploiting NYC Rental Websites with Fake listings
>> Page 18

Groups offer guidance to undocumented immigrants in New York amid ICE raids
>> Page 19

তারেককে নিয়ে নানামুখি ষড়যন্ত্র

মাসুদ করিম, *ঢাকা থেকে*

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ছাত্ররা এখন দল গঠনে ব্যস্ত। এ মাসেই দল ঘোষণা করা হবে। এই নিয়ে বিএনপি'র মধ্যে আপত্তি প্রবল। বিএনপি বলছে, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দল গঠন করে নির্বাচনে অংশ নেওয়া গ্রহনযোগ্য নয়। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং বিএনপি অনেকটা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে, বিএনপি'র ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদি ছাত্রদলের সঙ্গে জামায়াতের ইসলামী ছাত্র শিবিরের মধ্যে মারামারি পর্যন্ত হচ্ছে। নির্বাচনের দিনক্ষণ এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক মেরুকরণ স্পষ্ট হচ্ছে। প্রেক্ষপটেও বদল হচ্ছে যথেষ্ঠ। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে কিনা সেই প্রশ্নও সামনে আসছে। পরিস্থিতি সামনে এমনভাবে অগ্রসর হচ্ছে যে, একটা অনিশ্চয়তা চারদিকে ঘিরে আছে। কঠিন এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এখন বাংলাদেশ।

ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে সংগঠিত লড়াই চলার সময়ে সবাই ছিলো ঐক্যবদ্ধ। এখন সেই ঐক্যে ফাটল ধরেছে। সরকার জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করেছে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সবাইকে এক সঙ্গে থাকার আহবান জানিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে ঐক্য নেই। ছাত্র এবং বিএনপি মুখোমুখি হওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা সবচেয়ে বেশি। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেওয়াদের মধ্যে বিভাজন নিয়ে উদ্বেগ-উৎকন্ঠা যাদের বেশি; তারা ছাত্র এবং বিএনপি'র মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনার উপায় খোঁজছেন। অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের সুযোগ নিয়ে কোনও কোনও মহল দেশের ভাবমূর্তির জন্যে ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হয়েছেন। মাজারে হামলা, বইমেলা, লালন উৎসব এমনকি নাটকের মতো সাংস্কৃতিক উৎসব হুমকি এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে মহান একুশ উদযাপিত

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে মহান একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয়েছে। বিভিন্ন সংগঠন, ব্যক্তি ও পরিবার-পরিজন নিউইয়র্কে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ফুল দিয়ে ভাষার জন্য যারা শহীদ হয়েছেন তাদেরকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন। বাংলাদেশ কমিউনিটির আমব্রেলা সংগঠন হিসেবে পরিচিত 'বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক' প্রধানতম আয়োজনটি করেছিল নিউইয়র্কের উডসাইডের তিব্বতি কমিউনিটি সেন্টারে। সংগঠনের সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, আহবায়ক মহিউদ্দিন দেওয়ান, প্রধান সমন্বয়কারী এরপর ৩০ পৃষ্ঠায়

সিটিতে 'কনজেশন টোল' বাতিল করল ট্রাম্প

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটির বিতর্কিত কনজেশন টোলের পরিকল্পনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করেছে ট্রাম্প প্রশাসন।

১৯ ফেব্রুয়ারি (বুধবার) কনজেশন টোলের পরিকল্পনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করা হয়। চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া কনজেশন টোল লোয়ার ম্যানহাটনে প্রবেশ করা গাড়িচালকদের প্রতিবার ৯ ডলার করে দিতে হতো।এছাড়া ভিন্ন গাড়ি ও ট্রাক এবং মোটরবাইকদের জন্য ছিল আলাদা টোল ফি।ট্রাম্প প্রশাসনের মতে, এই ব্যবস্থা সাধারণ জনগণ, কর্মজীবী মানুষ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য অর্থনৈতিক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহন সচিব শন ডাফি এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

শহীদ মিনারে প্রধান উপদেষ্টার শ্রদ্ধা নিবেদন

আজকাল রিপোর্ট

অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এরপর ৩৭ পৃষ্ঠায়

পোস্টাল এ্যামপ্লয়িজ এসোসিয়েসনের অভিষেক

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশী আমেরিকান পোষ্টাল এ্যামপ্লয়িজ এসোসিয়েসন ইউএসএ ইনক-এর নব নির্বাচিত নির্বাহী কমিটি ২০২৫ -২০২৬ এর বর্ণাঢ্য অভিষেক গত ১৬ ফেব্রুয়ারী জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্ট এন্ড পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যেও অবৈধ অভিবাসী ধরপাকড় : চারদিকে আতঙ্ক

আরিফ মাহফুজ, *লন্ডন থেকে*

যুক্তরাজ্যে অবৈধ অভিবাসী ধরতে সাঁড়াশি অভিযান চলছে। দেশটির বিভিন্ন শহরের রেস্টুরেন্ট, শপিংমল, সেলুন, কারওয়াশ, গ্রোসারিশপসহ নানান প্রতিষ্ঠানে ইউকে বর্ডার এজেন্সির ইমিগ্রেশন পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। বিশেষ করে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টগুলো হোম অফিসের টার্গেটের টপ চার্টে রয়েছে। ট্রেন স্টেশনগুলোতেও রেইড দেয়া হচ্ছে। গোপন তথ্যের এরপর ৩৭ পৃষ্ঠায়

ছাত্র রাজনীতিকে লাল কার্ড

আজকাল রিপোর্ট

সন্ত্রাসী, ভিসি এবং রাজনীতিকে 'লাল কার্ড' দেখিয়েছেন খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) শিক্ষার্থীরা । একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাকারীদের অবিলম্বে বহিষ্কার দাবি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারি) এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem.
Hamaspik Managed Care
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health.

FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP

SNG SHAH NAWAZ GROUP

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW: 718-516-3425

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425 | FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com | intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C Ozone Park, NY 11416

ড. মাহবুব উল্লাহ্-এর কলাম এই চাপ কীভাবে সামলাবে ভারত
১২ পৃষ্ঠায়

শাহাব উদ্দীন-এর কলাম মোদিজীর ভ্রমণে 'মেইক আমেরিকা গ্রেইট এগেইন'
০৫ পৃষ্ঠায়

এ কে এম জাকারিয়া-এর লেখা রাজনীতির অনিশ্চয়তা এখন কতটা গভীর
০৭ পৃষ্ঠায়

জেলেনস্কিকে ট্রাম্পের উপদেশ

যুদ্ধ শুরু করাই ঠিক হয়নি আপনার

আজকাল রিপোর্ট

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে তীব্র ভাষায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উপদেশ বাণি দিয়ে বলেন, আপনার কখনোই এই যুদ্ধ শুরু করাই উচিত ছিল না। আপনি একটি চুক্তি করতে পারতেন। আমি ইউক্রেনের জন্য একটা চুক্তি করতে পারতাম।
রিয়াদে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে বৈঠকের পর গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের পাম বিচে নিজের মালিকানাধীন মার-এ-লাগো রিসোর্টে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

রোকেয়া হায়দারের মাতৃভাষা পদক লাভ

আজকাল রিপোর্ট

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক ২০২৫-এ মনোনীত হয়েছেন ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ও সাংবাদিক রোকেয়া হায়দার। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে নারী সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য 'হিউম্যান রাইটস রিভিউ সোসাইটি' কর্তৃক মাতৃভাষা পদক ২০২৫-এ মনোনীত হয়েছেন এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্ক কনস্যুলেটে আলোচনা সভায় বক্তারা

প্রবাসীদের দেশে বিনিয়োগের আহ্বান

আজকাল রিপোর্ট

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে দেশে ব্যবসা ও বিনিয়োগের পথ সুগম করতে কাজ করছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এ অবস্থায় দেশ পুন:গঠনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও সাবেক অর্থসচিব মোহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন। নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের উদ্যোগে গত মঙ্গলবার ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক আলোচনা সভায় তিনি এ আহ্বান জানান। 'তারুণ্যের উৎসব-২০২৫', ব্যবসায় ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা : প্রেক্ষিত বদলে যাওয়া বাংলাদেশ শীর্ষক এ আলোচনা সভায় দেশের অর্থনৈতিক ও ব্যবসায় পরিচালনার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার বিষয় উঠে আসে। অনুষ্ঠানে সোনালী ব্যাংক পিএলসি, বাংলাদেশ ও সোনালী এক্সচেঞ্জ কোং ইনক, যুক্তরাষ্ট্র এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি এক্সচেঞ্জ হাউসের প্রতিনিধি, দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ী সংগঠন, রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক, সংস্কৃতি ও মিডিয়া অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ বান্ধব সংস্কারের উপর একটি ওয়েবিনারের ভিডিও প্রদর্শন করা হয় যেখানে বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফেসিদ্দিকীর বক্তব্য তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয় দেশের বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা, অবকাঠামোর অভাব, নীতির ধারাবাহিকতা না এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

আটাব সদস্যদের কাছ থেকে টিকিট ও সেবা নেয়ার আহ্বান

আজকাল রিপোর্ট

দেশে-বিদেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভোগান্তির হাত থেকে বাঁচতে গ্রাহকদেরকে 'আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' (আটাব)-এর সদস্যদের কাছ থেকে বিমান টিকিটসহ সব ধরনের সেবা নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে আটাব এ আহ্বান জানায়। জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আটাবের প্রেসিডেন্ট ও কর্ণফুলী ট্রাভেলসের সত্ত্বাধিকারী মোহাম্মদ সেলিম হারুন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আটাবের সেক্রেটারি ও স্কাইলাইন ট্রাভেলসের সিইও মাসুদ মোর্শেদ, রহমানিয়া ট্রাভেলসের এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

ইমাম কাউন্সিল অব ব্রঙ্কস'র সেমিনার

আজকাল রিপোর্ট

পবিত্র রমজানকে সামনে রেখে নিউইয়র্কে 'মহিমান্বিত মাহে রামাদান ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করেছে নিউইয়র্কের আলেম-উলামাদের সংগঠন ইমাম কাউন্সিল অব ব্রঙ্কস। গত ১৭ ফেব্রুয়ারী সোমবার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের নিরব পার্টি হলে আয়োজিত এ সেমিনারে মাহে রমজানে শারীরিক, মানসিক প্রস্তুতিসহ হালাল খাবারের বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।
সেমিনার পরিচালনায় ছিলেন ইমাম কাউন্সিল অব ব্রঙ্কস'র এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

বগুড়া সমিতির কার্যকরী কমিটি গঠিত

আজকাল রিপোর্ট

বগুড়া সমিতি অব নর্থ আমেরিকার সদস্যদের উপস্থিতিতে মাসুদুল হক রুবেলকে সভাপতি এবং ইউসুফ আলীকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ২৫ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্কের জ্যামাইকার একটি রেস্টুরেন্টে সমিতির ২০২৫ - ২০২৬ বর্ষের কার্যকরী কমিটি ছাড়াও ১০ সদস্যের উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়।
সমিতির পূর্নাঙ্গ কমিটি হচ্ছে- সভাপতি মাসুদুল হক রুবেল, সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাডভোকেট সুরাইয়া মনিরা, সহ-সভাপতি (৫জন) মো. আব্দুল বারী, রোকেয়া বেগম, শারমিন আখতার মুন, রবিউল ইসলাম ও এম. এইচ মোস্তফা (বিপ্লব), সাধারন সম্পাদক মো. এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

মনির হায়দারকে নিউইয়র্কে উষ্ণ শুভেচ্ছা

আজকাল রিপোর্ট

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় সাংবাদিক মনির হায়দারকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নিউইয়র্কের বিশিষ্টজনরা। নিউ ইয়র্ক প্রবাসী মনির হায়দার বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরে নতুন দায়িত্ব পাবার পর তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সাপ্তাহিক আজকাল পত্রিকার এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনে বাড়ি
পাবলিক অকশনে বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শরট-সেল ও REO প্রপার্টি
কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
150 Groat Nack Road, Groat Nack, New York-11021
nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যুর ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
IATA Accredited
Approved Travel Agent সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা নিউইয়র্ক ৬৪৯+ Tax
HAJ TOURS
ওমরাহ্
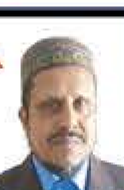
মোঃ আব্দুল খালেক
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road, Bronx, NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন
Dream Cottage Realty Inc
আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড লোন সহ সকল ব্যবস্থা করে থাকি।
গ্যারান্টি সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে সহযোগীতা প্রদান করা হয়

OneKey MLS
Fazle
SHOHAG KHAN
Licensed Real Estate Sales
Cell : 1- 917 770 1341
Office : 1- 516 800 5160
Email: shohag. khan@hotmail.com

OPEN 24 HOURS
PANSHI NEVER SLEEP
আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি
ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস, কমদামে উপভোগ করুন।
$6.99 Midnight & Driver Special
PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL
168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
LAILAC INSURANCE BROKERAGE INC.
One Stop Services
Chandan Gupta
President
347-239-3408
Mostafezur Rahman
Vice President
646--361-0250

37-47 73rd Street. Suite # 217
Jackson Heights, NY-11372
Tel: 718-255-6783
Fax: 718-255-6783
Authorized IRS e-file Provider
usbanglatax@yahoo.com
lailacinsuranceinc@yahoo.com
Services: Individual & Business Tax Services, Immigration Services
Loan Modification, Auto, Home & Business Insurance, Real Estate

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

সম্পাদকীয়

আগষ্ট ২৪ কি কিনারা হারাচ্ছে?

সেই আগস্ট অভূতপূর্ব এক পরিবর্তন। কোটা নয় যেখানে দাসত্ব থেকে মুক্তির আন্দোলন। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ। ব্যাপক জনজোয়ার। একের পর এক ব্লকেড। আসে রাষ্ট্র সংস্কারের এক দফা। জনরোষে শেখ হাসিনার পলায়ন। প্রফেসর ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারের যাত্রা। নতুন পরিবর্তনের আশায় দিন গুনতে থাকে মানুষ। ইতিমধ্যে ছয় মাস অতিক্রান্ত। এ সময়কালে রাজনীতি, অর্থনীতির বাইরে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ মানুষকে ভাবিয়ে তোলে অনেক বেশি। ৫ই আগস্ট থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারি। এই ৬ মাসের মধ্যে দেশ একটি নির্বাচনী রোডম্যাপে যাত্রার বদলে মবোক্রেসিতেই যেন বেশি আক্রান্ত। বিশেষত ভারতে পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল বক্তব্যকে ঘিরে সারা দেশে টানা তিনদিন যে ধরনের তাণ্ডব, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে জনমনে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। সরকার প্রথমদিকে শৈথিল্যের পরিচয় দেয়ায় বিষয়টি নিয়ে জল গড়িয়েছে অনেক দূর। কথা থাকে মবোক্রেসিই যদি সবকিছুর নিয়ন্তা হয় তাহলে সরকার থাকা না থাকার ফারাক কোথায়? শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এখনো ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে তাণ্ডব চলছে। প্রধান উপদেষ্টা দেরিতে হলেও উদ্বেগ জানিয়েছেন কিন্তু কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। সংঘটিত ঘটনার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে যখন গাজীপুরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন 'অপারেশন ডেভিল হান্ট' ঘোষণা করে সরকার। এ নিয়েও বিতর্ক চলছে। এ ধরনের পদক্ষেপ কতোটা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে তা নিয়ে বিশিষ্টজনরা প্রশ্ন জারি রেখেছেন। বিশেষত বিএনপি'র প্রথম জমানায় 'অপারেশন ক্লিনহার্ট' নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক জন্ম দিয়েছিল। সরকার জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করেছেন। নেতৃত্বে আছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং সহ-সভাপতি আছেন সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রধান অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ। ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে এই কমিশন সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংস্কার নিয়ে ধারাবাহিক বৈঠকে বসবে, ঐকমত্য গঠনে কাজ করবে। বিএনপি'র সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বৈঠকে আশ্বস্ত করেছেন ডিসেম্বরের মধ্যেই জাতীয় নির্বাচন। শান্তিপ্রিয় জনগণেরও আশা একটাই, দেশে দ্রুত একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে।সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংস্কারের কথা বারবার উচ্চারিত হচ্ছে। বিভিন্ন পক্ষ থেকে দাবি তোলা হচ্ছে, এবার সত্যিকারের পরিবর্তন আসবে আর পুরোনো শাসনপদ্ধতির পুনরাবৃত্তি হবে না। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি সত্যিই কোনো পরিবর্তনের দিকে এগোচ্ছি? নাকি কেবল নতুন মোড়কে পুরোনো ধারাতেই পথ চলছি? আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি দুঃখজনক বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়, কিন্তু শাসনের ধরন বদলায় না। যাঁরা বিরোধী দলে থাকেন, তাঁরা গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করেন; আর যাঁরা ক্ষমতায় আসেন, তাঁরা একই পুরোনো কৌশলে শাসন চালিয়ে যান। এ যেন একটি চক্র, যার কোনো পরিসমাপ্তি নেই। বর্তমান ক্ষমতাসীন পক্ষের বক্তব্যে পরিবর্তনের আশা থাকলেও, প্রয়োগের ক্ষেত্রে কি পুরোনো ধারা লক্ষ করা যাচ্ছে না? প্রশাসনিক কঠোরতা কিংবা জনবিচ্ছিন্ন আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কি সত্যিই গণতান্ত্রিক সংস্কার সম্ভব? বিশ্লেষকেরা বলছেন, প্রকৃত রাজনৈতিক সংস্কার তখনই সম্ভব, যখন সংস্কারের উদ্যোগ রাজনৈতিক দলগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আসবে। শুধু প্রশাসনিক নির্দেশনা দিয়ে বা কঠোর নিয়ম চাপিয়ে দিয়ে কোনো টেকসই পরিবর্তন আনা যায় না। সংস্কারের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রকৃত সংলাপ, পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে ঐকমত্য এবং সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় তা কতটা ঘটছে? ঐকমত্যের জন্য আহূত সভায়ও কি অনৈক্যের সুর ধ্বনিত হচ্ছে না? রাজনৈতিক সংস্কারের নামে ভয় দেখানো, হুমকি দেওয়া কিংবা রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত উপেক্ষা করা-এসব কি গণতন্ত্রের ভিত শক্ত করার নমুনা? গণতন্ত্র তখনই কার্যকর হয়, যখন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও স্বচ্ছতা থাকে। আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অবিশ্বাস ও অনাস্থার যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধানের কোনো নির্মোহ চেষ্টা কি হয়েছে? দোষারোপ করা হয়, পুনরায় যাতে দোষ সংঘটিত না হয় তার উপায় খোঁজা হয় না। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে এ প্রশ্ন ওঠে-সংস্কারের নামে কি কেবল শাসনের ধরন বদলানো হচ্ছে, নাকি সত্যিকারের কোনো পরিবর্তন আনা হচ্ছে?

> আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অবিশ্বাস ও অনাস্থার যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধানের কোনো নির্মোহ চেষ্টা কি হয়েছে? দোষারোপ করা হয়, পুনরায় যাতে দোষ সংঘটিত না হয় তার উপায় খোঁজা হয় না। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে এ প্রশ্ন ওঠে-সংস্কারের নামে কি কেবল শাসনের ধরন বদলানো হচ্ছে, নাকি সত্যিকারের কোনো পরিবর্তন আনা হচ্ছে?

মোদিজীর ভ্রমণে 'মেইক আমেরিকা গ্রেইট এগেইন'

শাহাব উদ্দীন

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্প ও নরেন্দ্র মোদির বহু কাংখিত মিটিং সম্পন্ন হলো। ভারত ও আমেরিকার দ্বীপাক্ষিক বৈঠকের বাংলাদেশ আলোচনা ও ছিল প্রাসঙ্গিক। কারণ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে পরিবর্তন হয়েছে, তা ভারত কোন অবস্থায় মেনে নিতে পারেনি। সেজন্য কি ভাবে আমেরিকার বিরাগভাজন করা যায় সেটা ও ছিল এই মিশনের উদ্দেশ্যে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী ওয়াদা 'মেইক আমেরিকা গ্রেইট এগেইনত আমেরিকা ফার্ষ্ট। সেজন্য ক্ষমতা গ্রহণ করেই বেশ কয়েকটি এক্সিকিউটিভ অর্ডার দিয়েছেন। বাইডেন আমলে বানের জলের মতো আমেরিকায় অবৈধ লোক আসা বন্ধের জন্য বর্ডারে নজিরবিহীন কড়াকড়ি করেছেন। আমেরিকার ভিতর অবৈধদের ব্যাপকভাবে ধরপাকড় করে স্ব স্ব দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হাতকড়া পরিয়ে সামরিক বিমানে দুই চালান ভারতে পাঠানোর সেখানে পর পার্লামেন্ট সহ জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। সুতরাং ভারতের বিভিন্ন ইস্যু সুরাহা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনার আগে মোদি বৈঠক করেন বিশ্বের ধনকুবের ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ ইলন মাস্ক'র সাথে। সেখানে দেখা যায় ইলন মাস্ক তার ছোট ছোট বাচ্চা ,নেনী সহ আলাপে আসেন। মোদির হাই প্রফাইল লোকের সাথে ইলন মাস্কের বসায় মনে হয়েছে সেখানে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হয়নি। পরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে মিটিংগে মূলত মোদির আলোচনার মধ্যে ছিল, ডিফেন্স, ব্যবসা বানিজ্য, আঞ্চলিক সম্পর্ক ইত্যাদি। ভারতের ডিফেন্সের জন্য বায়বহুল এফ -৩৫ ক্রয় এবং নিউক্লিয়ার রিয়েক্টার ট্রাম্প কৌশলে বিক্রয় করেন। কারন স্মার্ট প্রেসিডেন্ট জানেন আগামী দিনে যুদ্ধ বিমান থেকে ড্রোন আক্রমণ অনেক শক্তিশালী হবে। ইতিমধ্যেই ইলন মাস্ক ঘোষণা দিয়ে অনেক পাওয়ার ফুল ড্রোন বানানোর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। আর এই নিউক্লিয়ার রিয়েক্টারের চাইতে রাশিয়ার কাছে অনেক উন্নত মানের মজুত আছে। সামরিক বিশেষজ্ঞদের দাবি এই ক্রয়কৃত রিয়েক্টোর সেফটি ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে। দীর্ঘদিন থেকে ভারত তেল ও গ্যাস মধ্যপ্রাচ্য ও রাশিয়া থেকে অনেক কমদামে ক্রয় করে। কিন্তু এখন তিনি তা আমেরিকা থেকে কিনবেন। সুতরাং আমেরিকা থেকে তেল ও গ্যাসের দাম যে অনেক বেশি পড়বে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভারত আমেরিকার পন্যের উপর ৩০% কর বসিয়েছেন। মোদির সামনে ই ট্রাম্প বলেন, আমেরিকায় ভারতীয় পন্যের উপর ৩০% কর বসিয়ে দেবেন। মূলত বাইডেন প্রশাসনের ট্রাম্পিক সুবিধার ধারাবাহিকতা চেয়ে তা পাননি। ভারতীয় উৎপাদিত গাড়ির বাজার বর্তমানে খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। উপরোক্ত আমেরিকান গাড়ি ভারতীয় বাজারে বিক্রির চুক্তি সম্পাদিত হয়। এবং অবৈধদের ব্যাপারে কোন কথা নেই যে ভাবে পাঠানো হবে সে ভাবেই গ্রহণ করতে হবে। একজন সাংবাদিক বাংলাদেশের পটপরিবর্তনে আমেরিকার ভূমিকার (ডিপষ্টেটের কথা বললে) ডোনাল্ড ট্রাম্প সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। ভারতীয় উচ্চারনে ইংরেজিতে আরেকজন কিছু বলতে চাইলে ট্রাম্প বুঝতে অসুবিধে হয়। যে কারণে আরেকজন দোভাষীর প্রয়োজন পড়ে। এব্যাপারে তিনি কথা বলতে উৎসাহী না হওয়ায় কৌশলে প্রেসিডেন্ট মোদির উপর ছেড়ে দেন। মোদি বুঝতে পেরে আলোচনা না বাড়িয়ে রাশিয়া ইউক্রেন প্রসঙ্গে চলে যায়। সাংবাদিক সম্মেলনের পুরো সময় জুড়ে মোদিকে খুব বিষন্ন মনে হচ্ছিল। আর ডোনাল্ড ট্রাম্প ছিলেন খুব ই বেপরোয়া ফুরফুরে মেজাজে। যে ভাবে জাপান ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর সাথে মিটিংগে ছিলেন। বাংলাদেশকে বিপাকে ফেলতে এসে নিজেই ফেঁসে গেলেন। এতদিন ধরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে বন্ধুত্বের যে প্রচার ভারত সহ আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় ফলাও করে প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু এখানে এসে কোন পাত্তাই পেলেন না। এবং দেশের জন্য তিনি কি নিয়ে গেলেন? মোদিজীর সফরের ২৪ ঘন্টা মধ্যে অবৈধ ১১২ জনকে সামরিক বিমানে হাত কড়া পরে অমানবিক ভাবে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এদিকে ইলন মাস্ক ট্রাম্পের বিশেষ দায়িত্ব প্রাপ্ত (ডি ও জি) আমেরিকার নাগরিকদের ট্যাক্সের টাকা বাচানোর দায়িত্বে। তিনি মিশর ও ইসরায়েল ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে ভারতের ভোটার উপস্থিতি বাড়ানোর সংক্রান্ত প্রকল্প বাবত দুই কোটি দশ লাখ ডলারের অর্থায়ন বাতিল করেন। এত ঢাকঢোল পিটিয়ে এসে ভারতীয় দের জন্য কি নিয়ে গেলেন? তার এই সফরকে কেন্দ্র করে নিজ দেশেই সমালোচনার ঝড় বইছে। তামিলনাড়ু শত বর্ষের পুরনো ভিকাতান পত্রিকায় ট্রেম্পের পাশে লোহার চেইন দিয়ে হাত এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

> বাংলাদেশের বর্তমানের সকল দলগুলোকে এই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে অত্যন্ত সুচতুরভাবে মোকাবিলা করতে হবে। এব্যাপারে ইসলামী দলগুলো বিশেষ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। তা না হলে বাংলাদেশের জন্য সমুহ বিপদের আশংকা আছে। আমেরিকা গায়ে পড়ে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে কিছু করবে না। কিন্তু আমাদের কার্যকলাপের দ্বারা যদি সুযোগ সৃষ্টি করে দেই তবে অবশিষ্ট আর থাকবে না

দুনিয়াটাই কি ট্রাম্পের খাসতালুক

এম আর রহমান

দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় বসার পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে যেন দখলের উন্মাদনায় পেয়ে বসেছে। কানাডা, পানামা খাল, গ্রিনল্যান্ড, সর্বশেষ ফিলিস্তিনের গাজা দখলের পরিকল্পনার ঘোষণা তিনি দিয়েছেন। এ যেন মামাবাড়ির আবদার। প্রতিবেশী রাষ্ট্র কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করে দেশটির প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে সেই অঙ্গরাজ্যের গভর্নরের দায়িত্ব নেওয়ার মতো উদ্ভট প্রস্তাব দিয়ে পুরো বিশ্বে রীতিমতো শোরগোল ফেলে দেন ট্রাম্প। অবশ্য ক্ষমতার প্রথম মেয়াদেও তিনি কানাডা দখল করতে চেয়েছিলেন। ২০১৯ সালে ট্রাম্প কানাডার প্রতি এক্ধরনের 'অদ্ভুত' আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কানাডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সমঝোতা নীতির জন্য 'ভুল পথে' চলছে এবং যদি কখনো তার দখলে আসে, তাহলে তাকে 'নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা' যাবে। এর মধ্যে ট্রাম্পের রাজনীতির মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠে। তিনি বিশ্বাস করতেন, বিশ্বের শক্তিশালী দেশ হিসেবে, আমেরিকাকে তার নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার জন্য আরও আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নিতে হবে।

এবার ওভাল অফিসে বসার আগেই ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড কিনে নেওয়ার ঘোষণা দেন। বিক্রির প্রস্তাবে রাজি না হলে ডেনমার্কের পণ্যে বাড়তি শুল্ক আরোপের হুমকি দেন তিনি। ট্রাম্প দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতে গ্রিনল্যান্ডকে নিজেদের ভূখণ্ডে পরিণত করা খুবই জরুরি। ২০১৯ সালে ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ডও কিনতে চেয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে ডেনমার্কের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। ট্রাম্প ও তাঁর উপদেষ্টারা মনে করতেন, গ্রিনল্যান্ডের বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ (যেমন খনিজ ও জ্বালানি) এবং ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ডেনমার্ক সরকার ট্রাম্পের এই প্রস্তাবকে হাস্যকর বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। গ্রিনল্যান্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কিম কিলসেন বলেছিলেন, 'গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়'। এ নিয়ে বিশ্বজুড়ে মজার আলোচনার সূত্রপাত হয়। অনেকেই একে ট্রাম্পের উপনিবেশবাদী মানসিকতার প্রতিফলন বলে সমালোচনা করেন। উল্লেখ্য, ১৯৪৬ সালে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানও গ্রিনল্যান্ড কেনার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেটিও প্রত্যাখ্যাত হয়।

ওভাল অফিসে প্রবেশের আগেই ট্রাম্প মেক্সিকো উপসাগরের নাম বদলে আমেরিকা উপসাগর রাখার ঘোষণা দেন। এরই মধ্যে এই ঘোষণা বাস্তব রূপ নিয়েছে।

এদিকে গাজাকে একটি 'বড় রিয়েল এস্টেট সাইট' হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, গাজা পুনর্নির্মাণের দায়িত্ব নিতে চায় তাঁর প্রশাসন। অঞ্চলটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গোলাবারুদ সরিয়ে শহরটি ঢেলে সাজানোর কথা জানান। তিনি চান গাজাবাসীকে অন্য কোনো স্থানে সরিয়ে নিতে। ট্রাম্প বলেছেন, 'হামাস ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত আমরা এটির মালিকানা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যদিও হামাসের ফিরে আসার মতো কিছুই নেই এখানে। জায়গাটি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।' তবে হামাস ইতিমধ্যে ট্রাম্পের এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছে।

এ ছাড়া ট্রাম্প পানামা খাল দখলের হুমকি দিয়েছেন এবং এটি করার জন্য সামরিক শক্তি ব্যবহারের কথা বলেছেন। হুমকি অনুযায়ী, পানামা খাল দখলে ট্রাম্প যদি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেন, তা গুরুতর যুদ্ধে রূপ নিতে পারে। অবশ্য ট্রাম্পের হুমকির পরদিনই জাতিসংঘে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ জানিয়েছে পানামা।

বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নৌরুটগুলোর একটি পানামা খাল। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে এই খাল। এর মাধ্যমে কমেছে কয়েক হাজার কিলোমিটারের দূরত্ব। পানামা খালের মধ্য দিয়ে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের দূরত্ব মাত্র ৮২ কিলোমিটার। পানামা খাল না থাকলে এক মহাসাগর থেকে আরেক মহাসাগর পাড়ি দিতে ঘুরতে হতো অতিরিক্ত আরও ১৩ হাজার কিলোমিটারের জলপথ। এই দূরত্ব কমানোর মাধ্যমে পানামা খাল পরিণত হয়েছে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথে।

প্রতিবছর আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরগামী হাজার হাজার জাহাজ পাড়ি দেয় এই খাল দিয়ে। বহন হয় কোটি কোটি টন পণ্য। গত বছরের প্রথম ৯ মাসে পানামা খাল পাড়ি দিয়েছে ১০ হাজার জাহাজ। বহন হয়েছে ৪২ কোটি টন পণ্য। উত্তর-পূর্ব এশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের মধ্যে আদান-প্রদান হওয়া পণ্যের ৪০ শতাংশই পরিবহন হয়েছে পানামা খাল দিয়ে। বছরে পানামা খাল দিয়ে বহন হওয়া পণ্যের তিন-চতুর্থাংশই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তবে পানামা খাল ব্যবহারে যুক্তরাষ্ট্রের ঠিক পরেই আছে চীন।

বর্তমানে পানামা খালের মালিকানা মধ্য আমেরিকার দেশ পানামার হাতে থাকলেও একসময় এই খালটি পরিচালনা করত যুক্তরাষ্ট্র। বিগত শতাব্দীর একদম শুরুর দিকে ১৯০৩ সালে পানামাকে প্রতিবেশী কলম্বিয়ার নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন হতে সাহায্য করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। বিনিময়ে পানামা খাল খননের অধিকার গ্রহণ করে ওয়াশিংটন। ১৯০৪ সালে শুরু হয় খাল খোঁড়ার কাজ। প্রায় এক এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

> ফলে সংঘাত বৃদ্ধি এবং বিশ্বের অন্য দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কে তিক্ততা তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে, গ্রিনল্যান্ডের মতো একটি ভূখণ্ড দখল করার উদ্যোগ আমেরিকার সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ও সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এ ধরনের পদক্ষেপগুলো অনেক ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কূটনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে, যা কোনো ভালো ফল বয়ে আনবে না

Editor & Publisher	: Shah Nawaz	সম্পাদক ও প্রকাশক	: শাহ্ নেওয়াজ
Managing Editor	: Rano Nawaz	ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	: রানো নেওয়াজ
City Editor	: Anik Raj	সিটি এডিটর	: অনিক রাজ
General Manager	: Abubakar Siddique	জেনারেল ম্যানেজার	: আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751, Fax: 718-865-9130
web: www.ajkalnewyork.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

মুক্তিযুদ্ধ বাদ দিয়ে বাংলাদেশে রাজনীতি করা সম্ভব নয়

একেএম শামসুদ্দিন

জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের মাসিক প্রকাশনা 'ছাত্র সংবাদ'-এর ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রবন্ধের নাম, 'যুগে যুগে স্বৈরাচার ও তাদের করুণ পরিণতি'। আহমেদ আফগানী এ প্রবন্ধের লেখক। প্রবন্ধে লেখক মন্তব্য করেছেন, 'সে সময়ে অনেক মুসলিম না বুঝে মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল, এটা তাদের ব্যর্থতা ও অদূরদর্শিতা ছিল। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন।' তাঁর এই মন্তব্যটি খুবই স্পর্শকাতর ও আপত্তিজনক। এ মন্তব্য নিয়ে চারদিকে যে তীব্র সমালোচনা হয়েছে তার জবাবে লেখক ফেসবুকে যা লিখেছেন তাতে মনে হয়েছে, তিনি তাঁর আত্মবিশ্বাস থেকেই মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের কটাক্ষ করেছেন, যা পক্ষান্তরে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতি কটাক্ষ করার শামিল। যদিও লেখক মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে তাঁর নিজস্ব গবেষণার কথা উল্লেখ করেছেন। গবেষণায় যে ফলাফল পেয়েছেন, তার ভিত্তিতেই এ মন্তব্য করেছেন বলে তিনি দাবি করেন। সাক্ষাৎকারভিত্তিক গবেষণা করতে গিয়ে এ ধরনের মন্তব্য পেয়েছেন বলে তিনি জানান। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ১৫৬ জন মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'অতএব আমি আমার মন্তব্যের জন্য বিব্রত নই। আমার এ মন্তব্য নতুন নয়। বহু মুক্তিযোদ্ধা, বহু গবেষক, বহু বিশ্লেষক স্বীকার করেছেন, তাঁরা যদি এ ইসলামবিদ্বেষ সম্পর্কে আগে বুঝতে পারতেন, তাহলে মুক্তিযুদ্ধে জড়াতেন না।'

লেখক যে ১৫৬ জন মুক্তিযোদ্ধার কথা উল্লেখ করেছেন তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাননি। এসব মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতাযুদ্ধের কোন পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন এবং যুদ্ধের সময় কোন সেক্টরে এবং কমান্ড স্ট্রাকচারের কোন সারিতে তাঁদের অবস্থান ছিল-এসব উল্লেখ নেই। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের বর্তমান অবস্থান এবং তাঁরা কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী, ফেসবুকের স্ট্যাটাসে তিনি তা উল্লেখ করেননি। এসব প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত লেখকের গবেষণাকর্মের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে, তা তিনি যত যুক্তিই দেখান না কেন। এ লেখা নিয়ে চারদিকে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার পরও তিনি দাবি করেন, তিনি যা বলেছেন তাই-ই সঠিক। তবে লেখক একটি কাজ খুব সচেতনভাবেই করেছেন তা হলো, এই বিতর্ক থেকে জামায়াত এবং ছাত্রশিবিরকে বাইরে রাখতে লেখার সব দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গ কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমার লেখা ও মন্তব্যের দায় আমার; অন্য কারও নয়। আমি মনে করি লেখাটি সঠিক। আমার লেখা কেউ ছাপাতে চাইলে আমার শর্ত থাকে যে, আমার লেখা বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন করা যাবে না। সে ক্ষেত্রে "ছাত্র সংবাদ"ও আমার লেখায় সম্পাদনা করেনি বা করতে পারেনি।'

পরবর্তী সময়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার মধ্যে 'ছাত্র সংবাদ'-এর সম্পাদকমণ্ডলী লেখাটি প্রত্যাহার করে নেয়। এ প্রসঙ্গে পত্রিকাটির নিজস্ব ফেসবুক পেজে বলা হয়, 'প্রবন্ধের বক্তব্যটি একান্তই লেখকের "ব্যক্তিগত মতামত" এবং এর সঙ্গে পত্রিকার কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পাদকমণ্ডলীর অসতর্কতার জন্য একটি প্রবন্ধে মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্কিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত কয়েকটি লাইন প্রকাশ হয়ে যায়। এই লাইনগুলো নিয়ে সম্প্রতি বিতর্ক তৈরি হওয়ায় প্রবন্ধটি পত্রিকা থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো।' অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য তারা দুঃখ প্রকাশও করে।

প্রবন্ধটি প্রত্যাহার করে নিলেও ছাত্রশিবিরের মাসিক প্রকাশনা 'ছাত্র সংবাদ' তাদের দায়িত্ব এড়াতে পারে না। তারা এই লেখাটিকে 'অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল' বলে ভালো সাজার যত চেষ্টাই করুক; লেখাটি যে ইচ্ছাকৃত এবং সচেতনভাবেই প্রকাশ করেছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যেকোনো প্রকাশনায় একটি লেখা প্রকাশের আগে দায়িত্বপ্রাপ্তরা অন্যান্য অনেক বিষয়ের পাশাপাশি বেশ যত্নের সঙ্গে লক্ষ করে দেখেন, লেখার বিষয়বস্তু গ্রহণযোগ্য কি না। লেখার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে কি না, যেসব বিষয় বা যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে তা যথাযোগ্যভাবে খণ্ডন করা হয়েছে কি না, লেখার ভেতর এমন কোনো শব্দ বা বাক্য আছে কি না, যা সমাজ বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যায় এবং পত্রিকার আদর্শ বা নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক কি না। তা না হলে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ লেখা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে। ছাত্রশিবিরের মুখপত্র 'ছাত্র সংবাদ'ও নিশ্চয়ই এমন কিছু নীতিমালা অনুসরণ করে লেখা প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু আহমেদ আফগানীর লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনার ক্ষেত্রে তারা যে যত্নবান ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। লেখাটিতে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এমন সব অযৌক্তিক এবং আপত্তিকর বিষয় উত্থাপন করা হয়েছে; তা পত্রিকার লোকজনের চোখ এড়িয়ে গেছে-এ কথা কাকপক্ষীও বিশ্বাস করবে না। পাঠক হিসেবে মনে হয়েছে শুধু দল ও পত্রিকার আদর্শ ও নীতিমালার সঙ্গে মিলে যাওয়ায় তারা আহমেদ আফগানীর এই লেখাটি নির্দ্বিধায় প্রকাশ করে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে লেখার বিষয়বস্তু এবং বিতর্কিত মন্তব্যটি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কি না কিংবা ওই মন্তব্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে কটাক্ষ করা হয়েছে কি না, সে কথা বিবেচনা করেনি। তাদের এই আচরণ, একাত্তরে তাদের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বিতর্কিত এই লেখা প্রকাশের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তাদের আসল চরিত্র ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে যে তারা মনেপ্রাণে আজও মেনে নিতে পারেনি, এটি তারই বহিঃপ্রকাশ। বলতে দ্বিধা নেই,

এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

> 'যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছে, সেহেতু এই মৌলিক বিশ্বাস ও চেতনার ভিত্তিতে শোষণমুক্ত ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের উদ্দেশে বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামীর এই গঠনতন্ত্র প্রণীত ও প্রবর্তিত হইল।' গঠনতন্ত্রে শুধু সংশোধন আনলেই হবে না। একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কর্মকাণ্ডের কথা তাদের স্বীকার করে নিতে হবে। সেদিন তারা বাঙালি জাতির সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা ও জঘন্য অপরাধ করেছিল, তা স্বীকার করে নিয়ে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। শুধু ক্ষমা চাইলেই হবে না; বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে জামায়াত-শিবির যে মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছে, তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তা প্রমাণও করতে হবে

কুয়েটে কেন এমন সংঘাত, কী হচ্ছে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে

> স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে গণতান্ত্রিক কাঠামোর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে গেলে সংস্কার বলি, পরিবর্তন বলি, তার সূচনা এখান থেকেই করা দরকার। কিন্তু সেটা করা হয় নাই। সে কারণেই প্রশ্নটা উঠেছে, সম-সুযোগ ও সম-অধিকারের কথা বলা হলেও কেউ কেউ কেন বেশি সুবিধা পাবে? গণ-অভ্যুত্থান সবখানেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির প্রশ্নটাকে সামনে এনেছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে রাজনৈতিক শিক্ষকদের নিয়োগ দিয়ে, কথিত রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস আশা করা কতটা যুক্তিসংগত? চূড়ান্ত বিচারে এখানে রাজনীতি সমস্যা নয়, সমস্যা পুরোনো ধারার লেজুড়বৃত্তিক ও কর্তৃত্ববাদী কাঠামোর রাজনীতি। কেননা, ছাত্র-জনতা রাজনীতি নিয়ে হাজির না হলে, শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের অবসান হতো না

মনোজ দে

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে এক পক্ষ আরেক পক্ষের ওপর ইটপাটকেল, লাঠিসোঁটা নিয়ে আক্রমণ করছে।

গণ-অভ্যুত্থানের ছয় মাস পার হতে না হতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্রদের পক্ষগুলোর মধ্যে উত্তেজনা ছড়াতে দেখা যাচ্ছে। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) ছাত্রদল ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীদের মধ্যে মঙ্গলবার দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে দুই পক্ষের অন্তত শতাধিক জন গুরুতর আহত হন। ছাত্রদের সংঘাতে স্থানীয়রা ও রাজনৈতিক কর্মীরা জড়িয়ে পড়লে সেটা ভয়াবহ রূপ নেয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে এক পক্ষ আরেক পক্ষের ওপর ইটপাটকেল, লাঠিসোঁটা নিয়ে আক্রমণ করছে। যুবদলের কাউকে কাউকে রামদা-চাপাতির মতো ধারালো অস্ত্র নিয়েও হামলা করতে দেখা গেছে। এই সংঘর্ষ ও হামলা নিয়ে ছাত্রদল ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন পরস্পরকে দায়ী করেছে।

কুয়েটের এই সংঘর্ষের উত্তাপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েটসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি মিছিল হয়। বুয়েটে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারেও একদল শিক্ষার্থী প্রতিবাদ মিছিল করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কুয়েটে ছাত্ররাজনীতি পুরোপুরি নিষিদ্ধ, হামলাকারীদের শাস্তি এবং উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও ছাত্র কল্যাণ পরিচালকের পদত্যাগের দাবি জানান। অন্যদিকে ছাত্রদলের দাবি, 'বৈষম্যবিরোধী আর সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানার অপব্যবহার করে গুপ্ত সংগঠন শিবির "মব" তৈরি করছে।'

কুয়েটের ঘটনায় কোন পক্ষ দায়ী, তা নিয়ে ফেসবুকে পরস্পরবিরোধী ভাষ্য আসছে। কে প্রথম উসকানি দিয়েছে, তা নিয়েও পাল্টাপাল্টি বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে। বুধবার ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে কুয়েটে সব ধরনের রাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিন্ডিকেট।

ছাত্র প্রশ্ন হচ্ছে, অভ্যুত্থানের পক্ষের শক্তিগুলো, যারা জান বাজি রেখে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, অভূতপূর্ব এক ঐক্যের নজির স্থাপন করেছেন, তাঁরাই কেন এ রকম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লেন? তাঁদের মধ্যে কেন এমন অবিশ্বাস, চাপা অসন্তোষের পরিবেশ তৈরি হলো?

কুয়েটের ঘটনাকে রোগ নয়, রোগের লক্ষণ হিসেবেই দেখা দরকার। কেননা, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েও এমন সব ঘটনা ঘটেছে যেগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার সুযোগ কম।

দুই.

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়টির হল ও একাডেমিক ভবনগুলোর নাম পরিবর্তন করেছে। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নাম বাদ দেওয়ার কারণ আমরা বুঝতে পারছি। এখানে 'ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা'র বিষয়টি আছে; কিন্তু তাজউদ্দীন আহমদ, শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. আলীম চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জগদীশ চন্দ্র বসু থেকে শুরু করে নিতান্ত নিরীহ কবি জীবনানন্দ দাশের নাম পরিবর্তনের কারণ কী থাকতে পারে? সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সিন্ডিকেটের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ট্রল হয়েছে; প্রতিবাদ, সমালোচনাও হয়েছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে নাম পরিবর্তনের ব্যাপারটা রাজনৈতিকভাবে পপুলিস্ট বা জনতুষ্টিবাদী প্রকল্প। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের নামকরণ ও নাম পরিবর্তনের হিড়িক চলে। কেননা, এখানে মূলধারার রাজনীতি মূলত এক নেতার ভাবমূর্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে চলতি হাওয়াপন্থীরা খুব ভালোভাবেই জানেন, নামকরণের রাজনীতি তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত বিনিয়োগ।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে রাজনৈতিক শিক্ষকদের নিয়োগ দিয়ে, কথিত রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস আশা করা কতটা যুক্তিসংগত? চূড়ান্ত বিচারে এখানে রাজনীতি সমস্যা নয়, সমস্যা পুরোনো ধারার লেজুড়বৃত্তিক ও কর্তৃত্ববাদী কাঠামোর রাজনীতি। কেননা, ছাত্র-জনতা রাজনীতি নিয়ে হাজির না হলে, শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের অবসান হতো না।

আওয়ামী লীগ জোর করে চাপিয়ে দিয়ে এবং আইন করে এ ভূমির ইতিহাসকে একাত্তরে, তা-ও আবার একটিমাত্র বয়ানে আটকে রেখেছিল। চব্বিশের অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব যে ব্যাখ্যা-বিবৃতি দিয়েছেন, সেখানে ইতিহাসের সেই এককেন্দ্রিক অচলায়তনকে ভেঙে ফেলার কথাই বলা হয়েছে। ইতিহাসের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বহুত্ববাদী যে সম্ভাবনা, তারই তালাশের কথা তাঁরা জোরেশোরে উচ্চারণ করেছেন। এখন অন্তর্ভুক্তিমূলক আর বহুত্ববাদের সংজ্ঞা যদি কারও পক্ষের, কারও চিন্তার বাইরের সবাইকে বাদ দেওয়া কিংবা মুছে ফেলা, কিংবা তার চিন্তার ছাঁচে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সমাজে নতুন ফ্যাসিবাদের জন্ম হওয়াটা কি অস্বাভাবিক? আমাদের ইতিহাস নিশ্চিত করেই একাত্তরের একমাত্রিক বয়ানে আটকে থাকার নয়। গত ১৫০ বছরের ইতিহাস বিচার করলে নিঃসন্দেহে যাঁরা এ ভূমির ভূখণ্ড ছাপিয়ে বৈশ্বিক পরিসরের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জগদীশ চন্দ্র বসু আর সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে প্রথম কাতারেই রাখতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের বহুমুখী স্রোতকে স্বীকৃতি দিতে হলে তাজউদ্দীন কিংবা আলীম চৌধুরীকে স্থান দিতে হবে। আর কোনো কবি যদি চিন্তায় এ ভূমির মানুষের

এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

রাজনীতির অনিশ্চয়তা এখন কতটা গভীর

এ কে এম জাকারিয়া

অন্তর্বর্তী সরকার ছয় মাস পার করেছে, ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হবে-এমন একটি ধারণাও তারা দিয়েছে। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস অবশ্য দ্য ন্যাশনাল সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সবচেয়ে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে সংস্কারের প্রয়োজনে আরও তিন মাস লাগতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। মূল ছয়টি সংস্কার কমিশন এরই মধ্যে তাদের প্রতিবেদন দিয়ে দিয়েছে।

সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। দেশে একটা নির্বাচনী আবহাওয়া তৈরি এবং এই পরিস্থিতি স্বস্তি দেওয়ার কথা। কিন্তু দেশের রাজনীতিতে তো টের পাওয়া যাচ্ছে অনিশ্চয়তা ও অস্বস্তি। কেন এই অনিশ্চয়তা ও অস্বস্তি? সাধারণভাবে উত্তরটি হচ্ছে, সবাই এখন নিজ নিজ চাওয়া-পাওয়া নিয়ে এগোতে চাচ্ছে এবং গণ-অভ্যুত্থানের শক্তিগুলোর এই চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। কখন নির্বাচন, কোন পর্যন্ত সংস্কার বা সরকারের মেয়াদ-এসব নিয়ে আসলে পক্ষগুলোর মধ্যে বড় মতপার্থক্য রয়েছে।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মূল ভূমিকা পালনকারী পক্ষগুলোকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি এভাবে-গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রসমাজ (অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনগুলো বাদে), সরকার, বিএনপি ও সহযোগী কিছু রাজনৈতিক দল, জামায়াতে ইসলামী ও কিছু ইসলামি রাজনৈতিক দল এবং সেনাবাহিনী।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস গত ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের ভাষণে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর অথবা ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে নির্বাচনের কথা বলেছিলেন। এর আগে তিনি এমন ধারণা দিয়েছিলেন, যাতে মনে হয়েছিল যে অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ তিন থেকে সাড়ে তিন বছর হতে পারে। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যেও মেয়াদ নিয়ে মতভিন্নতার কথা শোনা যায়।

সেনাপ্রধান বলেছিলেন, ১৮ মাসের মধ্যেই নির্বাচন হওয়া উচিত। এ বছর ডিসেম্বরে নির্বাচন হলে তাঁর চাওয়ার সঙ্গে মিলে যাবে। বিএনপি যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন চায়। তাদের পক্ষ থেকে এ বছর জুলাই-আগস্টের মধ্যে নির্বাচন আয়োজনের দাবিও তোলা হয়েছে। তাদের সহযোগী ও সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোও তা-ই চায়। ছাত্ররা দ্রুত নির্বাচনের পক্ষে নন, তাঁরা প্রয়োজনীয় সংস্কার করে নির্বাচন করার পক্ষে। জামায়াতে ইসলামী বা অন্য ইসলামি দলগুলোর দ্রুত নির্বাচন নিয়ে কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। তারা সরকারকে সময় দিতে চায়।

২.

গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রদের দল গঠনের উদ্যোগ রাজনীতিতে নতুন মাত্রা দিয়েছে। দলের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখন সময়ের ব্যাপারমাত্র। গণ-অভ্যুত্থান বা এ ধরনের যেকোনো আন্দোলনে দেশের ছাত্রসমাজ সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কী অবস্থান নিয়েছিল, তা আমরা জানি। কিন্তু ২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের চরিত্র আলাদা।

নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্রসংগঠনগুলো নিজেদের মূল রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থানের প্রতিই অনুগত থেকেছে। এরপরের রাজনৈতিক ইতিহাস আমাদের সবারই জানা। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেরা মিলে 'তিন জোটের রূপরেখা' তৈরি করলেও তারা জনগণকে দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে।

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্ররা দেশের কোনো প্রচলিত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করেন না। এসব ছাত্রের নেতৃত্বে দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও তাদের সহযোগী সংগঠনগুলো (ছাত্রসংগঠনসহ) গণ-অভ্যুত্থানে শামিল হয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় না থাকায় দেশের সব স্তরের জনগণও কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে থাকা রাজনৈতিক শক্তি ও জনগণ-এই দুই পক্ষ ছাত্রদের নেতৃত্বে মাঠে নামায় হাসিনার মতো নিপীড়ক শাসককে সরানো গেছে।

দেশের বর্তমান রাজনীতিতে বেশ কিছু পক্ষের ভূমিকা থাকলেও গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রসমাজ ও সবচেয়ে বড় সহায়ক রাজনৈতিক শক্তি বিএনপিকে কেন্দ্র করেই বাকি পক্ষগুলোর হিসাব-নিকাশ চলবে। ছাত্রনেতাদের সঙ্গে বিএনপির যেকোনো বিরোধ, ভুল-বোঝাবুঝি বা সন্দেহ-অবিশ্বাস তাই দেশের রাজনীতিকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিতে পারে। দুই পক্ষের মধ্যে মৌলিক ও ন্যূনতম কিছু ইস্যুতে মতৈক্যে আসার কোনো বিকল্প নেই। তা না হলে গণ-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

এবারের গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশের রাজনীতিতে ছাত্ররা শুরু থেকেই একটি শক্তি বা অংশীদার হিসেবে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে সচেষ্ট আছে। সব রাজনৈতিক দলের সম্মতিতে যে অন্তর্বর্তী সরকার হয়েছে, সেখানে কোনো দলের প্রতিনিধি না থাকলেও ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব আছে। এটা স্পষ্ট যে সেই ধারাবাহিকতায়ই ছাত্রদের নেতৃত্বে দল গড়ে উঠছে।

ছাত্ররা শুরু থেকেই বলে আসছে যে গণ-অভ্যুত্থানের চাওয়া-পাওয়াকে তাঁরা ব্যর্থ হতে দিতে

এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

> নাকি আগের পুরোনো ধারায় আওয়ামী লীগের বদলে বিএনপি- এই রাজনীতিই ফিরে আসবে? সাধারণ মানুষের মনে কিন্তু এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এবং পুরোনো রাজনীতি ফিরে আসা নিয়ে তাদের মধ্যে ভয় আছে। দেশের বর্তমান রাজনীতিতে বেশ কিছু পক্ষের ভূমিকা থাকলেও গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রসমাজ ও সবচেয়ে বড় সহায়ক রাজনৈতিক শক্তি বিএনপিকে কেন্দ্র করেই বাকি পক্ষগুলোর হিসাব-নিকাশ চলবে। ছাত্রনেতাদের সঙ্গে বিএনপির যেকোনো বিরোধ, ভুল-বোঝাবুঝি বা সন্দেহ-অবিশ্বাস তাই দেশের রাজনীতিকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিতে পারে। তার কিছু লক্ষণ এরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে। দুই পক্ষের মধ্যে মৌলিক ও ন্যূনতম কিছু ইস্যুতে মতৈক্যে আসার কোনো বিকল্প নেই। তা না হলে গণ-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে পড়বে

(347) 475-5365 www.realtorrafiqe.com rafiqerealtor@gmail.com

কনস্ট্রাকশন / রেনোভেশন

Free Estimate

নতুন কিচেন / রিনোভেশন • বাথরুম ইনস্টলেশন/ রিপেয়ার
কার্পেটিং / ফ্লোরিং / ওয়াল • টাইলস, প্লাম্বিং ও ইলেক্ট্রিক সহ
যে কোন কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।

বাংলা কনস্ট্রাকশন ইনক
73-05 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email:bmz01x@gmail.com
Phone: 646-996-7171

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

KARNAFULLY TRAVEL INC. (Approved Travel Agent)

IATA arc Approved

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

কর্ণফুলি ট্রাভেল আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা – রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

কে নিষিদ্ধ হবে-হাসিনা নাকি আওয়ামী লীগ?

> কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মানতে হবে, যদি তারা আবার দেশের রাজনীতিতে ফিরতে চায়, সম্ভবত তাদেরকে হাসিনাকে বাদ দিয়েই চিন্তা করতে হবে। কেবল শেখ হাসিনাই নয়, সেই সঙ্গে চিন্তার বাইরে রাখতে হবে পুরো শেখ পরিবার, হাসিনার মন্ত্রিসভার সদস্য, এমপি, এমপি প্রার্থী, কেন্দ্রীয় ও জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ, অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী, ইত্যাদি সকলকেই। সুস্থ রাজনীতিতে ফিরতে হলে তাদের নতুন নেতৃত্ব নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। অনেকের কাছে বিষয়টি কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু আমার বিবেচনায় সেটাই হবে সহজতর। বরং হাসিনাকে নিয়ে অগ্রসর হতে চাইলেই বরং বিষয়টা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। শেখ হাসিনা এখন আওয়ামী লীগের জন্য অনেকটা সেই হাতল ভাঙা স্যুটকেসের মতো, বয়েও নেয়া যায় না, ফেলেও রেখে যাওয়া যায় না!

মাসুদ কামাল

জাতিসংঘ তথ্যানুসন্ধান দলের যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, আমার ধারণা সেটি নিয়ে আগামীতে আরও বেশ কিছুদিন আলোচনা হবে। ১১৪ পৃষ্ঠার বিশাল এই প্রতিবেদনকে বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠী জনগণের সামনে উপস্থাপন করবে 'অন্ধের হাতি দর্শন'- এর মতো করে। যার যা রাজনীতি, তার সঙ্গে মিলে যায় যতটুকু, সেটাই তারা উল্লেখ করবে বারংবার। ব্যক্তি হিসেবে, নাগরিক হিসেবে, আমারও কিছু অবজারভেশন আছে। কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। সেসব বিষয়ে সচেতন থেকেই দু'একটা কথা বলতে চাই।

প্রথম কথাটি বলবো শেখ হাসিনা সম্পর্কে। আমার বিবেচনায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে, এমনকি আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে শেখ হাসিনা অধ্যায়ের সম্ভবত সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। জাতিসংঘের এই প্রতিবেদনের কোথাও শেখ হাসিনা সম্পর্কে একটি ইতিবাচক শব্দও নেই। বরং সেখানে স্পষ্টভাবেই শেখ হাসিনাকে একজন নিষ্ঠুর ক্ষমতালোভী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তার কর্মকাণ্ডকে গণহত্যার সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। সন্দেহ নেই, এমন একটি প্রতিবেদন হাসিনার ভক্তদেরকে দুঃখিত করবে, হতাশ করবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উত্তেজিতও করবে। কিন্তু বাস্তবতাকে অস্বীকার তো করা যাবে না।

আমাদের দেশে তথ্য অনুসন্ধান বা তদন্ত প্রতিবেদন প্রায়ই হয়। কিন্তু সেসবের অধিকাংশই রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত থাকে। কখনো কখনো সরকার বা প্রশাসন যেভাবে চায়, সেভাবেই আসে রিপোর্ট। ফলে সেসব রিপোর্ট নিয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহও থাকে খুবই কম। প্রতিবেদন প্রকাশের পর, যাদের বিপক্ষে সেটি যায় তারা প্রত্যাখ্যান করে। বলে-যথাযথ তদন্ত করা হয়নি, রিপোর্ট সরকার কর্তৃক প্রভাবিত বা নির্দেশিত।

কিন্তু এবার তো আর সেরকম কোনো অভিযোগ তোলা যাচ্ছে না। জাতিসংঘের এই অনুসন্ধানী দলের গায়ে বিএনপি বা জামায়াতের জামা পরানোর সুযোগও নেই। তারা প্রফেশনাল, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। এই প্রতিবেদনকে উপেক্ষা করবেন কীভাবে? আবার এই প্রতিবেদনকে যদি মানেন, তাহলে নেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনাকে মাথায় তুলেই বা রাখবেন কীভাবে?

ঠিক এই জায়গাটিতেই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে আওয়ামী লীগকে। কোনো সন্দেহ নেই, গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনা যেন সমার্থকে পরিণত হয়ে পড়েছিলেন। এই সময়ে আওয়ামী লীগেরও অনেক নিবেদিতপ্রাণ নেতা-কর্মীকে আমি শেখ হাসিনার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে দেখেছি। তারা বলতেন-হাসিনা ঠিকঠাক মতো দল চালাচ্ছেন না, এই আওয়ামী লীগ আর বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ নাই। হাসিনা সরকারের লুটপাট, কিংবা লুটপাটকারীদের প্রশ্রয় দেওয়া-এগুলো তাদেরকে হতাশ করতো, বিরক্ত করতো। কিন্তু শেষে আবার অসহায়ের মতো এমন কথাও বলতেন-বুঝি যে, এসব ভালো হচ্ছে না, কিন্তু কী করবো? এই বয়সে আর কোথায় যাবো? যেতেও তো পারবো না। তারা শেখ হাসিনাকে, হাসিনার রাষ্ট্র ও দল পরিচালনাকে অপছন্দ করতেন। কিন্তু অস্বীকার করতে পারতেন না, বিকল্প কিছু ভাবতে পারতেন না।

রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগে নিয়মিত কাউন্সিল হতো। প্রতিবারই শেখ হাসিনা সভাপতি নির্বাচিত হতেন। তিনি অবশ্য বলতেনও, যদি একজন কাউন্সিলরও তার বিরুদ্ধে ভোট দেয়, তাহলে তিনি এ পদে আর থাকবেন না। এমন আত্মবিশ্বাসী উচ্চারণের আগে তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন, কেউ তার বিরুদ্ধে ভোট দেবে না। এই যে কেউ তার বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার সাহস না করা, এমন পরিস্থিতিও তিনিই তৈরি করেছিলেন। দলের মধ্যেও তৈরি করে নিয়েছিলেন স্বৈরতান্ত্রিক একটা ব্যবস্থা। তাই দলের যেকোনো কমিটি, কিংবা দলের কোনো সহযোগী সংগঠনের কমিটি গঠনের একক দায়িত্ব থাকতো তারই উপর। তিনি যা চাইতেন, তাই হতো। তার ইচ্ছামতো কমিটি হতো, কমিটি ভাঙতো। নির্বাচনে মনোনয়ন পাওয়া বা না পাওয়া, সেসবও নির্ভর করতো তাকে খুশি করতে পারা বা না পারার ওপর। এভাবে শেখ হাসিনাই হয়ে উঠেছিলেন সরকার, হয়ে উঠেছিলেন আওয়ামী লীগ। তাই হাসিনা ছাড়া আওয়ামী লীগের কথা হয়তো ভাবতেই অস্বাভাবিক লাগবে। কিন্তু দলকে যে অবস্থায় নিয়ে গেছেন তিনি, বিষয়টা অস্বাভাবিক হলেও সেটাই সম্ভবত অনিবার্য নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেশের আদালতে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা এখন চলছে। হত্যা, গণহত্যাসহ সিরিয়াস টাইপের সব মামলা। এসব মামলা এমনকি আদালতকে পর্যন্ত রাজনৈতিক ট্যাগ লাগিয়ে দিতে পারে আওয়ামী লীগের অন্ধ ভক্তরা। কিন্তু জাতিসংঘের প্রতিবেদনকে রাজনৈতিক বলবেন কোন যুক্তিতে? সেটা সহজ হবে না। এরই মধ্যে দেশের মানুষও বিষয়গুলো জেনে গেছে। ফলে মানুষকে উল্টাপাল্টা বোঝানো সহজ হবে না।

কিছু রাজনৈতিক দল এখন আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার জন্য বেশ উঠেপড়ে লেগেছে। গণহত্যার দায়ে তারা আওয়ামী লীগকে দল হিসাবেই নিষিদ্ধ করতে চায়। তারা চায় ছাত্রলীগকে যেভাবে নির্বাহী আদেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, আওয়ামী লীগকেও তেমনিভাবে নিষিদ্ধ করা হোক। এ নিয়ে তারা মিটিং, মিছিল করছে, বিবৃতি দিচ্ছে। কিন্তু ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে-জাতিসংঘের এই প্রতিবেদনেও কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার বিরোধিতা করা হয়েছে। তারা বলেছে,

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

জায়মা যদি রাজনীতিতে আসেন

মহিউদ্দীন খান মোহন

সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নাতনি জায়মা জারনাজ রহমান 'জায়মা রহমান' নামেই পরিচিত। বাবা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মা মেধাবী চিকিৎসাবিদ ডাক্তার জোবাইদা রহমান। অতিসম্প্রতি গণমাধ্যমে উঠে এসেছে এ তরুণীর নাম। আমাদের দেশে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা রাজনীতিতে প্রবেশের আগেই সাধারণত আলোচনায় এসে থাকেন নানাবিধ নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের কারণে। এ ক্ষেত্রে জায়মা ব্যতিক্রম। তিনি আলোচনায় এসেছেন একটি মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে বাবার প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণের কারণে। গত ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি রাজধানী ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের (সে দেশের পার্লামেন্ট) আয়োজনে অনুষ্ঠিত 'ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট' অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। সে অনুষ্ঠানে বাবা তারেক রহমানের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন কন্যা জায়মা রহমান। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ঢাকা থেকে এবং জায়মা লন্ডন থেকে ওয়াশিংটনে যান।

যুক্তরাষ্ট্রের ওই অনুষ্ঠানে সাধারণত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতা ও বিশিষ্ট নাগরিকরা আমন্ত্রিত হয়ে থাকেন। অনুষ্ঠানটি এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, তাতে অংশ নিলে বিশ্বের বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এবং মতবিনিময়ের সুযোগ পাওয়া যায়। আর এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট অনুষ্ঠানটি বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাসম্পন্ন অনুষ্ঠান হিসেবে গণ্য। সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ব্যারিস্টার জায়মা রহমান ৭ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্রের উইমেন্স ফেলোশিপ ফাউন্ডেশনের নেত্রী রেবেকা ওয়াগনারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

রাজনীতিতে নাম লেখানোর আগেই আন্তর্জাতিক একটি অনুষ্ঠানে জায়মার এ অংশগ্রহণ জনমনে ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। অনেকেই এটাকে উত্তরাধিকারসূত্রে রাজনীতিতে তার আগমনের আভাস হিসেবে দেখছেন। এ বিষয়ে গত ৯ ফেব্রুয়ারি দৈনিক কালবেলা 'জায়মা রহমানকে নিয়ে কৌতূহল বাড়ছে' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের এ অনুষ্ঠানে জাইমার অংশগ্রহণে রাজনীতিতে তার অভিষেক হতে যাচ্ছে কি না-রাজনৈতিক অঙ্গনে এমন কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। তবে দল ও তার পরিবার থেকে এখনো কোনো ঘোষণা না দেওয়ায় এ ঘটনা তার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার ইঙ্গিত বলে মনে করেন না অনেকে। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান কালবেলাকে বলেছেন, 'বিষয়টা এখনো কৌতূহল পর্যায়েই আছে। কারণ জায়মা রহমানের রাজনীতিতে আসা নিয়ে বিএনপি কোনো ঘোষণা দেয়নি। কিংবা জায়মা নিজেও বলেননি তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হচ্ছেন। তবে জায়মা রহমানের যোগ্যতা-কার্যক্রম যদি দলের জন্য উপকারী হয়, দলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সে অবস্থায় জিয়া পরিবারের উত্তরাধিকার হিসেবে ভবিষ্যতে তার দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার, দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ আছে।'

অন্যদিকে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. সাব্বির আহমেদ কালবেলাকে বলেছেন, 'এ ধরনের আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় এটা ইঙ্গিত দেয় যে, জায়মা রহমান রাজনীতিতে আসছেন। কারণ, আমাদের দেশে পারিবারিক ধারায় রাজনীতিতে আসাটাই স্বাভাবিক। এটা বিএনপির জন্য এক ধরনের বার্তা।'

বিএনপির জন্য শুধু নয়, বাংলাদেশের রাজনীতির জন্যও জায়মার এ আত্মপ্রকাশ ইতিবাচক বার্তা দেয়। রাজনীতিতে পারিবারিক উত্তরাধিকারকে কেউ কেউ নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখলেও উপমহাদেশে এটা এখন একরকম প্রথায় পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীর পরিবারের কেউ যদি দল বা দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হন, তাহলে তার রাজনীতিতে আসা এবং নেতৃত্ব গ্রহণে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। তবে এ ক্ষেত্রে পরবর্তী নেতৃত্বপ্রত্যাশী উত্তরাধিকারকে রাজনৈতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। যেমনটি করেছিলেন ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। তার বাবা জওহরলাল নেহরু ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে তার বিশেষ সহকারী নিয়োগ করেছিলেন। ইন্দিরা তার বাবা প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে বহুবার বিদেশ সফর করেছেন। ওই সময়ে ইন্দিরা রাজনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা ও কূটনীতি বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন হাতেকলমে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ইন্দিরাকে তাই রাজনীতিতে সাফল্য অর্জন করতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। ১৯৫৯ সালে ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর ইন্দিরা গান্ধীকে ভারতীয় জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার সদস্যপদ প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর ক্যাবিনেটে ইন্দিরা

এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

> উদ্ভূত সংকটময় সময়ে দলের ঐক্য ধরে রাখার জন্য এর কোনো বিকল্প ছিল না। দুই. শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে তারা তাদের দলকে সুসংগঠিত ও রাষ্ট্রক্ষমতায় নিয়ে যেতে নেতৃত্বের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্য অনেক বিষয়ে তাদের সমালোচনা থাকলেও এ ক্ষেত্রে তারা যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই। সুতরাং পারিবারিক উত্তরাধিকারই কোনো একজন রাজনৈতিক নেতার যোগ্যতার মাপকাঠি নয়। নিজস্ব কর্মকুশলতা ও কর্মদক্ষতা দিয়েই তাকে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়। ধমনিতে রাজনৈতিক রক্তপ্রবাহের কারণেই হয়তো তারেক-কন্যা জায়মা রহমান একসময় রাজনীতিতে পদার্পণ করবেন। তার আগে তাকে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হবে। আর সেটা সম্ভব বাবা তারেক রহমানের ছায়াসঙ্গী হয়ে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার
আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC অনুমোদিত
সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি
৭৪৯+
JFK-Dhaka-JFK Return
Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO
Saudi Arabian Airlines
স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০
ওমরাহ ভিসা - এয়ার টিকেট - হোটেল
DELTA AIR LINES
Biman BANGLADESH AIRLINES
AmericanAirlines
ETIHAD
Emirates
QATAR AIRWAYS
KUWAIT AIRWAYS
দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন
বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।
আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ
কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ
কে.এম. শহিদ
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১৮ বছরের অভিজ্ঞ
মাহির
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৮ বছরের অভিজ্ঞ
জাহাঙ্গীর
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১০ বছরের অভিজ্ঞ
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
Price Can Be Change Anytime.
digitalonetravel@gmail.com
www.digitalonetravel.com
OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM
*Terms & Condition may apply. See store for details.

এই চাপ কীভাবে সামলাবে ভারত

ড. মাহবুব উল্লাহ্

৫ আগস্ট ২০২৪ শেখ হাসিনা ভারতে দেশান্তরী হলেন। এছাড়া তার আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। প্রথমে মনে হয়েছিল তিনি ভারত ছাড়া অন্য কোনো দেশে থাকার চেষ্টা করবেন। পাশ্চাত্যের কোনো উন্নত দেশ তাকে আশ্রয় দানে অস্বীকার করে। এমনকি রাশিয়ার স্যাটেলাইট নামে পরিচিত বেলারুশেও তার আশ্রয় হয়নি। শোনা যায়, বেলারুশে শেখ হাসিনার বেনামে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা আছে। সেখানে তিনি নাকি একটি ফাইভ স্টার হোটেলের মালিক। বাংলাদেশিরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। রাশিয়াতে তো বটেই। বেলারুশেও অনেক বাংলাদেশি ব্যবসা ও কাজের জন্য ঠাঁই নিয়েছেন। শেখ হাসিনার কথিত মালিকানার হোটেলটিতে কিছু বাংলাদেশিও কর্মরত রয়েছেন বলে জানা গেছে।

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বেলারুশ সফর করেছেন। তার সেই সফরের সময়ই আড়ালে-আবডালে কথা উঠেছিল দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ-সম্পদ নিরাপদে রাখার জন্যই বেলারুশকে তিনি বেছে নিয়েছেন। বেলারুশ দেশ হিসাবে বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবুও বেলারুশের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের পেছনে রয়েছে বিশেষ কারণ। মনে করা হয়, এ বিশেষ কারণটি হলো অসৎ উপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদ নিরাপদে রাখা। আজ পর্যন্ত ৫ আগস্টের ঘটনাবলি সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে, তার মধ্যে রয়েছে শেখ হাসিনার জন্য একটি সেফ এক্সিটের ব্যবস্থা করা। বিষয়টি সামরিক কর্তৃপক্ষের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

শেখ হাসিনা চেয়েছিলেন নিরাপত্তা বাহিনীগুলো আরও দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। এ সময় তিনি পুলিশ বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। পুলিশ বাহিনী নিরস্ত্র মানুষের ওপর গুলি চালাতে সামান্যতম দ্বিধাবোধ করেনি। এ কারণেই শেখ হাসিনা পুলিশ বাহিনীর প্রশংসা করে অন্য বাহিনীগুলোকেও একই পন্থা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কিন্তু ততক্ষণে অতিরিক্ত দমনপীড়ন চালানো অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। লাখ লাখ মানুষের মিছিল ধেয়ে আসছিল গণভবনের দিকে। পুলিশের তাজা বুলেট ও টিয়ার শেল উপেক্ষা করে। শেখ হাসিনাকে জানানো হয়েছিল ৪৫ মিনিটের মধ্যে তাকে দেশ ত্যাগ করতে হবে এবং প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে। প্রথমে শেখ হাসিনা কোনোটিতেই রাজি ছিলেন না। তারপর তার ছেলে সজীব ওয়াজেদের মধ্যস্থতায় তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত দেন। তবে তার ছেলে জয়ও আলোচনার শুরুতে চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি বলেছেন, তার মা সামরিক কর্মকর্তাদের ওপরের দিকে টেনে উঠিয়েছেন। তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। তবে যখন বুঝতে পারলেন তার মায়ের জন্য দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া ব্যতীত আর কোনো বিকল্প নেই, তখন তিনি তার মাকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে সম্মত করান।

সেদিন সামরিক কর্মকর্তারা এক অভাবনীয় ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। শেখ হাসিনা গণভবনে থাকা অবস্থাতেই যদি অপ্রতিরোধ্য জনতা গণভবনে ঢুকে পড়ে, তাহলে শেখ হাসিনাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। সামরিক কর্মকর্তারা যেখানে একটি খুনের দায় নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এ কারণেই দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাকে ভারতে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শেখ হাসিনাকে গ্রহণ করতে ভারত সরকারকে রাজি করানো হয়।

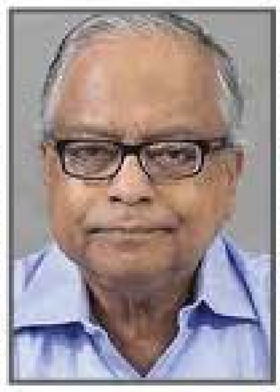

ভারত সরকারও দেখল ভারতের এ অকৃত্রিম বন্ধুর পাশে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। সমঝোতার ভিত্তিতে শেখ হাসিনা দিল্লির নিকটবর্তী সামরিক বিমানক্ষেত্র হিন্দানে একটি বাংলাদেশি মালবাহী বিমানে করে পৌঁছে যান। জনান্তিকে কথা উঠেছিল, তিনি ১৪টি সুটকেস ভর্তি করে মূল্যবান ধন-সম্পদ সঙ্গে করে নিয়ে যান। ভারত সরকার তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

ভারতে বসে শেখ হাসিনা বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছেন। একের পর এক তিনি বিবৃতি দিয়ে চলেছেন যে, তাকে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা থেকে সরানো হয়েছে। তিনি ভারতে বসে বসে দেশের ভেতরে তার অনুসারীদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত করছেন।

এমনকি বাংলাদেশের ভেতরে নানারকম আন্দোলনের কর্মসূচি দিয়ে যাচ্ছেন। শত-সহস্র মানুষ হত্যা করে এবং কয়েক হাজার মানুষকে আহত করার পরও শেখ হাসিনার মধ্যে ন্যূনতম অনুশোচনা নেই। তার অনুসারীরা সামাজিক মাধ্যমে চরম বিভ্রান্তিকর গল্প কাহিনি প্রচার করে চলেছে। তারা বলতে চাইছে নেশার ওষুধমিশ্রিত পানি পান করিয়ে আন্দোলনকারীদের দ্বিধাহীনভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার নেশায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। লাখ লাখ মানুষকে এভাবে নেশার পানি কি পান করানো সম্ভব? অথচ এ ধরনের আজগুবি ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণা অব্যাহত আছে। শেখ হাসিনা ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের অর্থের কোনো অভাব নেই। ব্যাংক থেকে লুট করা টাকা, মেগা উন্নয়ন প্রকল্প থেকে হাতিয়ে নেওয়া হাজার হাজার কোটি টাকা তাদের নিয়ন্ত্রণ ও দখলে রয়েছে। এই টাকা একদিকে ব্যবহৃত হচ্ছে আওয়ামী কুশীলবদের ভারতে বিলাসপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য এবং অন্যদিকে বাংলাদেশকে অস্থির করে তুলতে, যাতে বাংলাদেশ শেখ হাসিনার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের ট্রমা থেকে উঠে দাঁড়াতে না পারে। লোকে বলে শেখ হাসিনার মুখটিই নাকি তার প্রধান শত্রু। অথচ তিনি কোনোমতেই মুখ সামলাবেন না। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস তাকে চুপ থাকতে বলেছেন। অথচ তিনি আদৌ চুপ থাকছেন না।

এমন কোনো দিন নেই, যখন শেখ হাসিনার মুখনিঃসৃত বিষাক্ত তীর বাংলাদেশকে বিদ্ধ করছে না। ভারত সরকারের মুখপাত্র বলছে, শেখ হাসিনার কথাবার্তার দায় ভারত সরকারের নয়। তারপরও শেখ

এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক জুলাই গণহত্যার তদন্তের জন্য গঠিত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশে জুলাই বিক্ষোভ দমনে যে ধরনের হত্যাকাণ্ড এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে, তা মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসাবে বিবেচিত। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সবাইকে আইনের মাধ্যমে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। কেউ যেন দায়মুক্তি না পায়। পরিশেষে বলতে হয়, বাংলাদেশে জুলাই গণহত্যা নিয়ে জাতিসংঘের রিপোর্ট প্রকাশের পর দেশের ভেতরে শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীদের গণহত্যার দায়ে বিচারের মুখোমুখি করা নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার পথ অনেকটা নিশ্চিত হয়েছে। একইসঙ্গে বলা যায়, ভারত শেষ পর্যন্ত বাধ্য হবে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে। বাংলাদেশের মাটিতে তার বিচার অনিবার্য হয়ে উঠেছে

একুশের চেতনা যুগে যুগে অনুপ্রেরণা জোগাবে

অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ্ চৌধুরী

ফলে দেশ এখন কার্যত বিদেশি ঋণনির্ভর হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ছিল ৪ হাজার ১১৭ কোটি মার্কিন ডলার। গত ডিসেম্বর শেষে দেশের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৬৪ কোটি মার্কিন ডলার সমতুল্য ১১ লাখ ৭ হাজার ৪০ কোটি টাকায়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আগামীতে নতুন করে ঋণ গ্রহণ করে তা থেকে বিগত সময়ে গৃহীত ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের নামে গৃহীত ঋণের একটি বড় অংশই লোপাট করা হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে দেশের অর্থনীতির যে ক্ষতি করা হয়েছে, তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এদেশের জনগণকে ভোগ করতে হবে। এযাবৎকালে সৃষ্ট সমাজের সব অন্যায়, অবিচার, বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনা নিরসনে একুশের চেতনা যুগ যুগ ধরে আমাদের প্রেরণা জোগাবে

জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফলে সাড়ে ১৫ বছরের স্বৈরাচারী সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে দেশ নতুন আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। এমনই এক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পালিত হতে যাচ্ছে একুশে ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সব শ্রেণি-পেশার বাংলাদেশি মানুষ এ দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যই স্মরণীয় হয়ে আছে, তা নয়। এ দিনটি বাংলাদেশের মানুষের অস্তিত্বে মিশে আছে এবং থাকবে চিরদিন। বাংলাদেশের মানুষের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে একুশে ফেব্রুয়ারি প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো জাতি তাদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দেয়নি।

বাংলাদেশের মানুষের এ বিরল ত্যাগ ও বিসর্জনের স্মৃতি স্মরণীয় করে রাখার জন্যই জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন পৃথিবীর প্রতিটি দেশের মানুষ একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালন করে থাকে।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়। মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ববাংলা সংগত কারণেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারা ভেবেছিল, পাকিস্তানের অধীনে তারা একটি সত্যিকার স্বাধীন দেশের নাগরিকের মর্যাদা নিয়ে বসবাস করতে পারবে।

কিন্তু অচিরেই নির্মম পরিহাস, দেশ ভাগের পর এ অঞ্চলের মানুষ বুঝতে পারে, পাকিস্তানের শাসন কাঠামোর আওতায় এদেশের মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার মোটেও নিরাপদ নয়। বাংলাদেশের মানুষের ওপর প্রথম আঘাত আসে ১৯৪৮ সালে অর্থাৎ স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার এক বছরের মধ্যেই। পাকিস্তানি শাসকচক্র সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে এ অঞ্চলের মানুষের ভাষার ওপর আক্রমণ চালায়। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।

একমাত্র উর্দুই হবে সর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা। কিন্তু সেই সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশই ছিল বাংলা ভাষাভাষী। অথচ রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণে তাদের যুক্তিসংগত দাবি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়। সেই সময় যদি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হতো, তাহলে হয়তো ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো।

যা হোক, পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে ড. মো. শহীদুল্লাহসহ এদেশীয় বুদ্ধিজীবীরা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানাতে থাকেন। কিন্তু তাদের সেই যৌক্তিক দাবির প্রতি কোনো ধরনের সহানুভূতি না দেখিয়ে পাকিস্তানি শাসকচক্র ঘোষণা করে, উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

বাংলাদেশের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা আন্দোলন শুরু করে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশন চলাকালে ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। পুলিশ কোনো ধরনের উসকানি ছাড়াই ছাত্রদের মিছিলে গুলি করে। এতে রফিক, শফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ অনেকেই শহিদ হন। আহত হন বিপুলসংখ্যক ছাত্র। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ চার বছর বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা মাতৃভাষার দাবিতে সংগ্রাম করে।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত পাকিস্তানি পুলিশ বাহিনীর নির্মমতা এ অঞ্চলের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষকে বুঝিয়ে দেয়, তারা পাকিস্তান আন্দোলনে সমর্থন দিয়ে সঠিক কাজ করেনি। তাই তারা নিজেদের অধিকার আদায়ে দৃঢ়প্রত্যয়ী হন। একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা আমাদের বাঁচতে শেখায়। একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা আমাদের আত্মোপলব্ধি ঘটায়। এ অঞ্চলের মানুষ বুঝতে পারে, পাকিস্তানি শাসকচক্র কোনোদিনই তাদের ন্যায়সংগত অধিকার মেনে নেবে না। পাকিস্তানি শাসনাধীনে পদে পদে লাঞ্ছনা ও শোষণই তাদের ললাট লিখন। তাই তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে এ অঞ্চলের মানুষকে ভীরু এবং নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে খুব একটা সচেতন নয় বলেই মনে করা হতো। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি সেই চিরাচরিত ধারণাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। এতে মানুষ প্রমাণ করে, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে তারা প্রতিবাদী হয়ে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য উদ্যোগী হতে পারেন।

একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা বাংলাদেশের প্রত্যেক মানুষের মনে দূরসঞ্চারী হয়ে ওঠার প্রত্যয় জাগায়। আমরা যদি প্রত্যক্ষ করি তাহলে দেখব, পরবর্তী প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলন ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা মূল শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। একুশ মানে মাথা নত না করা-এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সবসময় চেষ্টা করেছে।

আমরা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব, একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। ইতিহাস সাক্ষী, কুদ্রতর জনগোষ্ঠী যখন কোনো ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তখন স্বেচ্ছাচারী সরকার সেই দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাপ্রবাহের বিস্ময়কর প্রভাব কখনো শেষ হওয়ার নয়। যখন জনগণের অধিকার ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করা হয়, তখনই কোনো না কোনো পর্যায়ে মানুষ

এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

www.careeracademyny.com
CAREER ACADEMY OF NEW YORK
BECOME A CERTIFIED
HOME HEALTH AIDE
TODAY!
HHA, PCA & PCA TO HHA CERTIFICATION COURSE
347-425-3878
CALL NOW
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP
347-425-3878 careeracademyofny@gmail.com
975 Liberty Avenue, Brooklyn, New York-11208

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউজের এফিলিয়েটেড PRESIDENTIAL AWARD
& NATIONAL HEALTHCARE CHAMPION AWARD
প্রাপ্ত এবং CIP মুহাম্মদ আব্দুল কাদের ভূঁইয়া (শিশির) পরিচালিত হোম কেয়ার এজেন্সি
ALL COUNTY
হোম কেয়ার
CDPAP
PCA
HHA.RN
NYS LICENSED HOME CARE AGENCY
অন্য এজেন্সিতে চলমান কেইস ট্রান্সফার অথবা নতুন কেইস শুরু করার আগে আমাদের পরামর্শ আপনাকে এগিয়ে রাখবে
PH : 718 593 0932
* DIRECT DEPOSIT * WEEKLY PAYMENT* FESTIVAL BONUS* 401K. INSURANCE
এজেন্সি ট্রান্সফার কেইস এর জন্য স্পেশাল সুবিধা দেওয়া হবে
Get Paid to Take care of Your Friends & Family
150-47 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432. Ph: (631) 935-8581, www. allcountyhealthny.com

NY INSURANCE

BROKEAGE INC.

TLC INSURANCE SPECIALIST

718 476-2025

NY CAR & LIMO

SERVICES INC

BLACK & GREEN CAR BASE

718 727 4444

BEGINNER'S

DRIVING ACADEMY

YOUR DRIVER LICENSE IS OUR RESPONSIBILITY

929 244-7730

DMV EXPRESS

PLATES
NEW, SURRENDER & TRANSFER

TITLE
NEW & DUPLICATE TITLE REQUEST

REGISTRATION
NEW, REPLACE, RENEWAL & TRANSFER

929-244-7730

EXCELSIOR

Immigrant Elder Home Care LLC.

Home Care

হোম কেয়ার

ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী
বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের
সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814

SUTPHIN BLVD OFFICE:
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153

JAMAICA OFFICE:
87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549

LONG ISLAND OFFICE:
1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549

BRONX OFFICE:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549

OZONE PARK OFFICE:
175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549

BUFFALO OFFICE:
859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308

সাপ্তাহিক আজকাল
◆ শুক্রবার ◆ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

অমর একুশে

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

বিশেষ আয়োজন

একুশের কবিতা

স্মৃতির শোণিতধারা

(মহান ভাষাশহীদ স্মরণে)

এবিএম সালেহ উদ্দীন

মানুষের স্মৃতি ক্ষীয়মান
তবু,
এমন কিছু স্মৃতি থাকে, যা কখনো ম্লান হয় না
মুছে ফেলা যায় না, -হৃদয় থেকে
কত স্মৃতি বয়ে যায়, -অনন্ত আকাশে
কত ছবি উঁকি মারে, -হৃদয়ের আঙিনায়
ফেব্রুয়ারির একটি একুশই ছিল,
-ফুল ফাগুনের আট তারিখ
তখনো ফুটেছিল বসন্তের ফুল
আরও কত কৃষ্ণচূড়া
সর্বত্র ছিল মানুষ আর মানুষ
অন্যদিকে
হিংস্রপথে বয়েছিল শোষকের আস্ফালন
ভাষার তরে, -জাগ্রত ছিল বর্ণমালার মিছিল
টিএসসি, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর
শ্লোগানের মিলিত ঝংকার, -মুখরিত রাজপথ
'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, বাংলা চাই'
রাজপথ দেখেনি কভু, -এধরনের ক্ষীপ্রতা
যেনো, -ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল
কীভাবে মিশে যায় মিছিলগুলো
একই মোহনায়, -একই সত্তার গহনে
অত:পর
অকস্মাৎ ছড়িয়ে পড়ে বারুদগন্ধ
ক্ষীপ্র হয়ে ধেয়ে আসে, -শোষকের গুলি
রাজপথে লুটিয়ে পড়ে সোনার মানুষ
রফিক,সফিক,বরকত,জাব্বার,সালাম
রক্তের শোণিতধারায় লুটোপুটি খায়
'মায়ের ভাষা, বাংলাভাষা'।
যখন, ফেব্রুয়ারি আসে
আসে ফাগুন, -আসে রক্তাক্ত একুশ
বিরহী পঙক্তিতে ঝরে পড়ে কৃষ্ণচূড়ো
নিথর হয়ে কাঁদে আজিমপুর, -কাঁদে শহীদ মিনার
অসমাপ্ত কবিতার আর্তস্বরে কেঁদে ওঠে
আমার প্রিয় বর্ণমালা
যখন, ফেব্রুয়ারি আসে
প্রতিবার প্রতিক্ষণ আমাদের ভাবতে শেখায়...
'হে আমার মাতৃভাষা! আমার প্রিয় স্বদেশ
তুমি কি সত্যি বিজয়িনী(?),
নাকি
অন্তহীন কান্নার ধূসর হাহাকারের
রক্তাভ মেঘে, -অনাবিল স্রোতধারা...

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

আট ফাগুনের ভোরে

সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

আমার প্রিয় স্বদেশ, প্রিয় মাতৃভূমি
ঝলমল বর্ণালি-স্বর্ণালি রূপ কী যে
অপরূপ ছবি ইলিক ঝিলিক রাঙা
পাখির কলকাকলি আর লাজুক
গ্রাম্য বধূর সরল মুখের রাঙা হাসি
বালিকার দুরন্ত স্বর্ণালি দুপুর
রাখালের মিষ্টি বাঁশির সুর
আঁকা বাঁকা মেঠোপথ ওই
আধাফোটা শাপলার বিল
মায়ের ভাষায় বাউলের গান
এসবে মাতোয়ারা আমার মন।
স্বদেশী শব্দে উতলা মন কী যে
ভাষার প্রেমে হারায়, ভাষার প্রেমিক
আজো ঐ সব মনকে করে জাগ্রত।
প্রিয় স্বদেশ মনের গভীরে যতনে
ফুলের সুবাস ছড়ায় অন্তরে রোজই
ফাগুনের গভীর রাতে উজ্জ্বল তারা
শীতের আমেজ নিয়ে আসে সবখানে
রাত ভর জেগে থাকতে ইচ্ছে হয়
ভালোবাসার রঙিন স্বপ্নে আনন্দে
আট ফাগুনের শুভ্র ভোরে আলোয়
একগুচ্ছ ফুল নিয়ে নগ্ন পায়ে
বুকে কালো ব্যাজ নিয়ে শহিদ মিনারে
মাতৃভাষার শুভ লগ্নে কণ্ঠে কণ্ঠে
সমস্বরে উচ্চারণ করতে ইচ্ছে হয়
বাংলা ভাষা অমর হোক দৃপ্ত শপথে
প্রাণে মননের চর্চা হোক অনবদ্য
বর্ণমালা যেন হয় চির ভাস্বর-জাগ্রত।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

'তার' একুশ

এইচ বি রিতা

আমি দেখি- আলো ছায়া!
পায়ের নিচে পাথর,
হাত বাড়িয়ে ছুঁই শূন্যতা
বায়ুর গায়ে আঁকা ব্যথার রেখা।

আমি শুনি-ফাল্গুন আসে,
বাতাসে গন্ধ একুশের,
রক্তের মতো গাঢ়,
ভাষার মতো মধুর!

আমি জানি-কান্না ছিলো,
ছিলো কণ্ঠ, প্রতিরোধ,
ছিলো শব্দ, ভেঙে পড়া
একটি ভাষার শেকড় ধরে।

আমি ছুঁয়ে দেখি-শহীদ মিনার,
তপ্ত পাথর,
মৃত বর্ণমালার নিঃশ্বাস,
শীতল ধুলোয় স্মৃতির কফিন।

আমি বলতে চাই-কিন্তু শব্দ নেই,
শুধু ধুকপুক শব্দ হৃদয়ের,
একটি ভাষার শোকে
একটি চোখহীন একুশ!

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

ঐখানেতে, ফুলার রোডেই হয়েছিল দেখা

শেলী জামান খান

এই প্রবাসেও একুশ আসে, আসে বাহান্ন।
অনেকেই কৌতূহলী, এ যাত্রা কিসের তরে?
নরম তুষারে, সফেদ চাদরে, ঘুমিয়ে
তখনো গাছপালা, ঘরবাড়ি।
শীতরাত্রি এখনো ফুরোয়নি, এ কেমন প্রভাতফেরি?
সাকিন কোথায়? সাকিন কোথায়?
পথচারীগণ চেয়ে থাকে কৌতূহলে, সাদায় কালোয়,
আঁধার আলোয়, একদল বাদামি মানুষ,
চলেছে ফুল হাতে প্রাতকালে।
যদিও আমার জেন-জি ছেলে
কথা বলে আধো-বাংলায়,
সেই খুঁত-টুকু আমি পুষিয়ে দেই,
আমার চিত্রকলে, গানে আর কবিতায়।
অ, আ, ক, খ লেখা ফেস্টুন, আর ব্যানার হাতে,
লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কার এই শহরে থেকেও,
আমি বাংলায় বলি, বাংলায় করি লেখালেখি।
যদিও মূল ভূ-খণ্ড আমায় 'ডায়াসপোরা'ই বলে।
ড্রাইভওয়ের স্নো কেটে, সুটেট-বুটেট হয়ে,
কাজে যাওয়া, কাজ থেকে ফিরে আসা।
সকাল-সন্ধ্যা রুটিরুজির কঠোর তপস্যার পরে,
প্রতিদিন হাজারো বেসাতি করে,
গলায় দু'পেগ হুইস্কি ঢেলে,
দেহখানা যখনই এলিয়ে দেই লাভ-বেডে,
তখনই কী করে, কোথা থেকে,
একঝলক আলো এসে পড়ে।
শীতের হু হু বাতাস কীযেনো হাহাকার তোলে,
কালো মেঘখানি আরও কালো হয়,
জমাট অভিমানে, একদা সেও ছিল,
সারাদিনমান, ছায়াসঙ্গী হয়ে, তাইতো,
আজও পিছুপিছু ফেরে, মেঘ কিংবা রৌদ্দুর হয়ে।
আমাদেরও দিন ছিল, ছিল একুশে বইমেলা,
সাহিত্য আসর, নাটক, যাত্রাপালা।
ফাল্গুন এলেই, মাথার ভেতরে
ঘুণপোকা এক গুণগুণ করে, মনে কী পড়ে?
মনে কী পড়ে? ফেরো এবার, ফিরে দেখো,
সেই ক্ষীনকায় দীর্ঘাঙ্গী যুবকের হাত ধরে,
কত হাজার প্রভাতফেরি করেছিলে ফুলার রোড ধরে।
হাজারো কথায় মুখরিত টিএসসির সেই প্রিয়-প্রাঙ্গনে,
সেইসব কথা এখনও বাতাসে ফিসফিস করে।
প্রভাতফেরি! প্রভাতফেরি!!
ঐখানেতে, ফুলার রোডেই হয়েছিল দেখা।
ঐখানেতেই, হারিয়ে গেলে,
ছিন্ন-সার্টখানা শুধু পড়েছিল,
তাজা-রক্তমাখা!

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

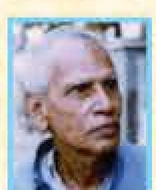

কণককাঞ্চন বর্ণমালা

রহমান আতাউর

হে বঙ্গ জননী, মাতৃসম ধরণী।
সমুদ্র মন্থনে সমুদ্রবহ্নি,
ভাষার তরে দিয়েছো মাতৃআবরণী।

বর্ণমালার কণকসোপান,বর্ণমালার কণককাঞ্চন,
মানভূম মানচিত্রে, ভাষাসৈনিক করেছে স্থাপন।
হে জননী,
নিয়েছেছো তোমার হরিদ্রা আঁচল,
দীপ্ত শপথ অবিচল।

পেয়েছি দিপ্য দিশা
পূণ্যে পূর্ণ হ'ল, বর্ণমালার তিয়াসা।
বক্ষে লয়ে অযুত আশা,
বর্ণে বর্ণে লিখেছি, মৃত্যুঞ্জয়ী বাংলা ভাষা।

বিসর্জিত অন্ধতামসীরাত,
আসুক তবে রঙধনুতে নবপ্রভাত।
দুস্তর দুর্বিনেয় পথ,
ভাষা শহীদের রক্তে ভেজা দৃপ্ত শপথ।

অরোরা উঠিবে যবে, আলোকিত হবে নভে,
নিশীথ পোহাবার আর কত দেরী -
হৃদয়মঞ্জুতে হৃদয়বাঁধনে প্রভাতফেরি।
নিয়েছো স্থির পালে সমুদ্র পাড়ি,
হৃদয়ে গ্রথিত, একুশে ফেব্রুয়ারি।

অরুণ রঙে বর্ণমালা, হৃদধমনীতে জপমালা
বীণার তারে মন্ত্রমুগ্ধ তান,
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা, বিশ্বব্যাপী বন্দনাগান।
আজি এই ফাল্গুন সমীরে,
বাংলা ভাষা ডাকিলো মারে, হৃদয় নিগূঢ়ে,
আমি, ধন্য ধন্য রে।

হিয়ার অন্তরে বর্ণমালার আগুণী,
রক্তিম পলাশে বসন্ত ফাল্গুণী।
উথলিয়া উঠিয়াছে বাংলার বাণী,
কৃষ্ণচূড়ার চূড়ায়,মম হিয়া খানি।
অকুতোভয় শহীদেরা,
বাংলা ভাষা দিয়েছো আনি।
শুধিতে হবে তিলেক ঋণ,
ভাষা সৈনিকের জিন্দেগানি।

কুসুমে কুসুমে কুসুমাস্তীর্ণ, রঞ্জিত শহীদ মিনার,
এই তব আজ, বিনম্র উপহার।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

বাংলা প্রাণের ভাষা

মো. সৈয়দুল ইসলাম

জন্ম নিয়ে মায়ের মুখে
বাংলা ভাষাই শুনি,
বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা
হৃদয় মাঝেই বুনি।

বাংলা ভাষা রক্তে কেনা
বলেন মা' জননী,
সালাম বরকত রফিক জব্বার
বাংলা ভাষার খনি।

একুশ এলেই শহীদ মিনার
যায় ভরে যায় ফুলে,
গর্ব আমার ভাষা শহীদ
কেমনে থাকি ভুলে।

বাংলা ভাষা মধুর ভাষা
তুলনা যার নাই,
এই ভাষাতেই দেশ বিদেশে
বাংলারই গান গাই।

সকল ভাষার চেয়ে সেরা
আমার বাংলা ভাষা,
এই ভাষাতেই বাঁচা মরা
শান্তি সুখের আশা।

WE ARE PLEASED TO ANNOUNCE THE

FEBRUARY 21, 2025, 2:00 PM

ESHIKA SIGN SUPPLY

BRING BRANDS TO LIGHT

WHOLESALE

SIGN SUPPLY | LED | PRINTING

Honorable Guest,
We are pleased to announce the grand opening of ESHIKA SIGN SUPPLY on February 21, 2025, Friday at 2:00 PM at 84-22 101 st Avenue, Ozone Park, NY 11416.

To make the event special, we are honored to welcome you as our special guest to lighten the event.

We look forward to seeing you.

Thanking You,

SHAH NAWAZ MBA
President

M SHAHIN BHUIYAN
Director

T: 347.561.3656 | C: 718.717.5233

WWW.ESHIKASIGNSUPPLY.COM | INFO@ESHIKASIGNSUPPLY.COM

84-22 101ST AVE. UNIT FACT, OZONE PARK, NY 11416

NYC Doctor convicted of $24M Medical Fraud

Ajkal Desk

A federal jury convicted 69 year old Queens doctor Alexander Baldonado for a plot costing Medicare over $24 million. The prosecution succeeded in proving that he took cash kickbacks to order unnecessary lab tests and orthotic braces during COVID.

You can read the superseding indictment for Baldonado at the bottom of this story. All told, he faces up to 10 years in prison per fraud and kickback charge. The judge set June 26 for sentencing.

Baldonado accepted bribes from lab workers and a supply owner to order expensive cancer tests for phantom people he didn't actually know. He held testing events at assisted living centers, adult day cares, and a retirement community in 2020, and briefly met "patients" there. Then, he billed Medicare for services he didn't actually provide. Baldonado also took bribes for orthotic braces for Medicaid beneficiaries that the patients didn't need. An orthotic brace supports or aligns a part of the body—like the spine or leg—usually for joint conditions or muscle problems.

Billing records documented expensive genetic testing for cancer and long office visits that didn't actually happen. Several patients testified that they'd never met Baldonado, nor did they receive any test results. And Medicare paid more than $2.1 million to the labs and the supply company for the orders he pushed.

The scheme primarily targeted Medicare, which paid for the tests and orthotic braces. The total amount of fraudulent Medicare claims submitted as part of the scheme topped $24 million.

The federal jury found the available evidence—for example, undercover video showing Baldonado taking a large sum of cash in exchange for signing prescriptions, linking his orders to the fraud scheme—convincing. They found him guilty on one count of conspiracy to commit health care fraud, six counts of health care fraud, and three counts involving kickbacks.

Queens real estate investment sales drop despite transaction growth in 2024

Ajkal Desk

Investment sales in Queens went down 7% year-over-year, from $3.18 billion in 2023 to $2.95 billion in 2024. One of the most significant contributing factors to this decline in dollar volume was a lack of institutional transactions throughout the year, especially in the second half of 2024. Significant declines in dollar value were seen among development, hotel, office and special purpose sectors, more than canceling out the gains made by multifamily, retail and industrial assets. Development sales, which dropped 32% from $617.38 million to $418.55 million, reached its lowest dollar volume since 2012. Excluding the pandemic year of 2020, this past year saw the dollar volume reach its lowest point since 2013.

While investment sales decreased in Queens, the number of transactions increased by 5%, from 482 in 2023 to 507 in 2024. There are several contributing factors to this trend. The passage of the Good Cause Eviction law, which provides New Yorkers with the right to continue living in their homes without fear of unreasonable eviction or extreme rent increases, has led to a more predictable operating environment for multifamily homes. As a result, transactions among these properties went up 10%, from 227 last year to 249 this year. The 485-X tax exemption program and the City of Yes initiative, which is focused on zoning reform and maximizing underutilized spaces, are each expected to contribute to more opportunities for development and adaptive reuse in the near future. With more clarity now available across multiple segments of the commercial real estate market after the 2024 presidential election and the stabilization of federal interest rates, Ariel Property Advisors anticipates much more activity to occur in 2025. They expect more investors to shift from defense to offense. The redevelopment of JFK Airport drove some of the largest transactions seen in 2024. Two of the most significant transactions related to this were a $246 million portfolio acquisition by Terreno Realty and a $79.2 million sale of Crowne Plaza Hotel, which has been used as a migrant shelter.

Scammers exploiting NYC Rental Websites with Fake listings

Ajkal Desk

Renting an apartment in New York City can already be a herculean task, but scammers are finding new ways to get their posts on legitimate rental websites.

Corey Crockett, who is looking for a new rental in Manhattan, tells PIX11 News he had three experiences with potential scammers in 24 hours after using sites such as StreetEasy and RedFin.

He showed us one post from Street Easy that advertised a $2,000 rental in Lincoln Square. It urged would-be renters to text the number in the photo before emailing the real estate agent. The person who texted back asked Crockett for all sorts of personal information that he refused to give.

The legitimate real estate agent, whose email was used in the listing, then responded to Crockett telling him it was a fraudulent post. Crockett alerted Street Easy and the post was removed within hours.

Crockett wants to warn others to be equally aware and also not fall for these scams. He said "I was shocked at how much of this was out there compared to the last time" he rented.

Robert Swiderski, a real estate agent and the owner of RealTegrity in Sunnyside, Queens tells PIX11 News "Unfortunately I've noticed a large increase in scams in the city. Viewing an apartment should always be free."

He adds, "The only information I would share with somebody upfront is your name and your income information. Everything else can be filled out in an application after you view the apartment."

In a statement, a spokesman for StreetEasy said: "StreetEasy strives to provide a safe online platform with accurate information. We have comprehensive systems in place to prevent fraudulent listings and suspicious behavior, and to keep user information safe. Our teams monitor activity in many different ways, and if a listing or account is found to be in violation of StreetEasy's Terms of Use, it is removed from our sites as quickly as possible. When we are made aware of scam attempts and bad actors on our site, we take appropriate steps to address the situation as soon as possible. We also work to inform our users on how to protect themselves from real estate scams both online and off."

StreetEasy also shared tips on its website about how to recognize and avoid rental scams in NYC and how to keep your StreetEasy account secure.

RedFin did not respond to our request for comment but shared tips on its website.

González-Rojas, advocates push for SNAP fraud protections

Shah Nawaz

González-Rojas, who represents New York's 34th District—including Astoria, Corona, East Elmhurst, Jackson Heights, and Woodside—has long advocated for food security. On Wednesday, Feb. 12, she was joined at the Capitol by Assembly Members Marcela Mitaynes (District 51, Red Hook) and Khaleel M. Anderson (District 31, the Rockaways), along with several advocates, ahead of the New York State Legislative Budget Hearing on Human Services.

Assembly Members Yudelka Tapia and Grace Lee joined last week's rally, along with representatives from United Neighborhood Houses, Hunger Solutions New York, the Legal Aid Society, AARP, and several other non-profit groups advocating for SNAP recipients.

Legislators and non-profits stated that federal reimbursement programs aiding the victims of SNAP fraud have expired, leaving thousands of New Yorkers struggling to feed their families, and pointed out that SNAP fraud continues to take place despite the expiry of federal refunds. They also stated that skimming – a method of financial fraud used to obtain a victim's card information at an ATM or a point-of-sale – continues to "plague" the SNAP system.

Advocates called on the State Legislature to pass A3578, which would provide $50 million to establish a SNAP and cash assistance fraud victims compensation fund, and A0699, which would provide $40 million to transition New York State to the use of chip cards and offset the threat of skimming.

Advocates stated that using magnetic-strip benefit cards with encrypted chip technology, commonly used in credit and debit cards, would help significantly tackle SNAP fraud, reducing the need for refunds.

However, Congressional efforts to transition to chip cards have stalled, prompting several states to move ahead on their own. California and Oklahoma are set to introduce chips for EBT cards later this year. González-Rojas, who co-sponsored both bills, said the legislative efforts would help ensure that New York's SNAP recipients can feed their families. "New York is dealing with a hunger epidemic, with thousands of New Yorkers going without meals every day. We have to fight this crisis head-on and stop hunger where we can," González-Rojas said. "With the rising cost of food and rent, we must do our job and deliver relief."

Advocates stated that SNAP benefits stolen on or after Dec. 21 last year are not eligible for federal refunds but said thousands of New Yorkers are still falling victim to SNAP theft. They said New York's SNAP and cash assistance fraud victims compensation fund would help mitigate the loss of federal reimbursements.

They further stated that the compensation fund represents a short-term measure to assist SNAP recipients who have been victims of fraud. In contrast, the transition to chip cards represents a long-term solution to prevent SNAP fraud from taking place.

Anderson, Chair of the Task Force on Food, Farm, and Nutrition Policy, said thousands of innocent New Yorkers have been victims of SNAP card skimming.

Anderson called for more protections for SNAP recipients and an expansion of SNAP minimums in New York State. "We must expand the SNAP minimum to $100 and provide a compensation fund! We must also fully modernize the EBT card with security chips and other proactive steps," Anderson said in a statement.

Mitaynes said the expiry of the federal SNAP reimbursement left thousands of New Yorkers with no recourse to obtain a refund and urged the State Legislature to approve legislation supporting SNAP recipients. "We have the opportunity to reduce the likelihood of people becoming victims to SNAP fraud while also providing an avenue for reimbursement. This is how we step up and support our working class," Mitaynes said.

Justice Department fires 20 immigration judges from backlogged courts

Ajkal Desk

The Trump administration fired 20 immigration judges without explanation, a union official said Saturday amid sweeping moves to shrink the size of the federal government.

On Friday, 13 judges who had yet to be sworn in and five assistant chief immigration judges were dismissed without notice, said Matthew Biggs, president of the International Federation of Professional & Technical Engineers, which represents federal workers. Two other judges were fired under similar circumstances in the last week.

It was unclear if they would be replaced. The U.S. Justice Department's Executive Office for Immigration Review, which runs the courts and oversees its roughly 700 judges, did not immediately respond to a request for comment Saturday.

Immigration courts are backlogged with more than 3.7 million cases, according to Syracuse University's Transactional Records Access Clearinghouse, and it takes years to decide asylum cases. There is support across the political spectrum for more judges and support staff, though the first Trump administration also pressured some judges to decide cases more quickly.

The Trump administration earlier replaced five top court officials, including Mary Cheng, the agency's acting director. Sirce Owen, the current leader and previously an appellate immigration judge, has issued a slew of new instructions, many reversing policies of the Biden administration.

Groups offer guidance to undocumented immigrants in New York amid ICE raids

Ajkal Desk

Immigration laws continue to evolve under the Trump Administration, creating a complex, confusing and fearful environment for undocumented immigrants in New York.

Despite recent changes — including City Hall policy changes on handling ICE visits at local schools, shelters and hospitals – immigrants still hold specific rights designed to protect them from unjust actions by immigration enforcement agencies. Recent actions by the Adams administration, including his frequent meetings with Trump's appointed border czar, coupled with broader federal policies, have raised concerns among immigrant rights advocates. One significant concern is the new directive that increases the likelihood of ICE arrests at locations such as shelters, hospitals, and other city properties. The Legal Aid Society has strongly condemned this policy shift, stating that it undermines New York City's sanctuary laws and could deter individuals and families from accessing vital services.

"This new directive is a clear end run around New York City's sanctuary laws and will deter individuals and families from accessing shelter, medical care, and other life-saving services. It also undermines the foundational trust between city workers and the populations they serve, jeopardizing public health and safety," a representative with Legal Aid Society said. "This policy shift alarmingly aligns with recent federal immigration enforcement actions eliminating protections for sensitive locations such as hospitals, schools, and places of worship. Such measures erode the sanctity of these institutions and sow widespread fear within immigrant communities," the spokesperson said. Advocates are actively urging Mayor Eric Adams to rescind the directive, reaffirming New York's commitment as a sanctuary city. The New York Working Families Party has also condemned the Mayor's actions, expressing that Adams "attempted to intimidate city workers into opening our school and hospital doors for ICE, betraying immigrant communities."

Hasan Shafiqullah, an attorney with the Legal Aid Society, illuminated the current situation and the rights available to undocumented immigrants, including the broadness of enforcement priorities.

"Anyone who's not a US citizen could be at risk either because they're undocumented

or they have status, but maybe they've done something that now makes them removable," Shafiqullah told amNewYork Metro. "It's not just because I have a criminal conviction that they'll be targeted. Anyone is, and everyone is currently being targeted." In recent months, ICE representatives have allegedly been appearing at workplaces and increasing traffic stops, according to Shafiqullah. In situations occurring outside the home, the team reminds individuals they are allowed to ask questions or remain silent.

৫০ পেরিয়েছেন সুস্থতায় আপনার যা করণীয়

ডা. ইরতিফা যাবিন

সুস্থ থাকতে জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের জুড়ি নেই। বিশেষত যাঁদের বয়স ৫০ পেরিয়েছে, তাঁদের অবশ্যই মেনে চলতে হবে কিছু নির্দেশনা। নিয়মিত হাঁটাহাঁটি আর খাবার থেকে শর্করা ও চর্বি কমালেই স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকবে মনে করে প্রচুর মানুষ। তবে এ দুটি নির্দেশনার পাশাপাশি সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজন আরো কিছু পদক্ষেপ।

টিকা নিন

আবহাওয়া দ্রুত বদলায়, রাতে শীত তো দিনে গরম। তাপমাত্রার এমন তারতম্য এবং শুষ্ক বায়ু থেকে সহজেই বয়স্করা আক্রান্ত হচ্ছেন সর্দি-কাশি, জ্বর ও নিউমোনিয়াতে। এসব রোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে টিকা নেওয়া প্রয়োজন। ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে বাঁচতে টিকা নিতে হবে প্রতিবছর।

যাঁদের হাঁপানি বা সিওপিডি আছে, তাঁদের নিউমোনিয়ার টিকা নেওয়া উচিত পাঁচ বছর পর পর। ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ যাঁদের আছে, তাঁরা যেকোনো অসুখেই কষ্ট পান বেশি। তাই সেসব রোগীদের সংক্রামক রোগের টিকা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। তবে টিকা নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রয়োজন নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা

বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন ক্রনিক রোগ, যেমনড়ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ আর ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল বা সিডিসির রিপোর্ট অনুযায়ী ৬০ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ ব্যক্তি উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষায় আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষেরই অনীহা। ফলে অধিকাংশ ব্যক্তির উচ্চ রক্তচাপ সময়মতো শনাক্ত হয় না। একই কারণে উচ্চ কোলেস্টেরল, লিভারের সমস্যা বা ডায়াবেটিসও রয়ে যাচ্ছে অজানা।

এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

চোখে যদি হয় টেরিজিয়াম

ডা. মো. আরমান হোসেন রনি

টেরিজিয়াম বলতে বোঝায় চোখের মাংস বৃদ্ধি। চোখের কনজাংটিভা থেকে কর্নিয়া পর্যন্ত ত্রিভুজাকৃতির পর্দার মতো আবরণ তৈরি হয়ে সেটি বৃদ্ধি পেতে থাকলে, তাকে মেডিক্যালের ভাষায় বলা হয় টেরিজিয়াম। প্রচলিত ভাষায় একে চোখের মণির আগাছাও বলা হয়। রোগটি সাধারণত দুই চোখেই হয়, তবে এক চোখেও হতে পারে।

রোগটি শুরু হয় চোখের কোনায়, প্রকোপ বাড়ার সঙ্গে সেটি কর্নিয়ার ওপর পর্যন্ত চলে যেতে পারে। কর্নিয়ার একেবারে কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেলে রোগীর দৃষ্টিশক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশে এ রকম রোগী হরহামেশাই দেখা যায়। সেসব ক্ষেত্রে শুধু ওষুধ দিয়ে টেরিজিয়াম বৃদ্ধি বন্ধ করা যায় না।

লক্ষণ

* চোখে ব্যথা ও লালভাব।
* চারপাশে ও চোখে চুলকানি।
* খচখচেভাব, চোখের মধ্যে কিছু ঢুকে পড়েছে এমন অনুভূতি।
* ঘোলাটে দৃষ্টি।
* চোখ থেকে পানি পড়া।

কারণ

বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা গেছে, অতিরিক্ত অতিবেগুনি রশ্মির সংস্পর্শে থাকলে এ রোগ হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। যেমন মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের মধ্যে রোগটির প্রকোপ বেশি। মূলত যারা উষ্ণ আবহাওয়া, কড়া রোদ ও বাতাসের সংস্পর্শে দীর্ঘ সময় থাকেন,

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

গাইনেকোমাশিয়া পুরুষের বাড়ন্ত স্তন

ডা মোসাব্বির আহমাদ খান

বিশ্বের প্রায় ৩৫ শতাংশ পুরুষ গাইনেকোমাশিয়ায় আক্রান্ত। সমস্যাটি বেশি দেখা দেয় ৫০ থেকে ৬৯ বছর বয়সীদের মধ্যে। এছাড়া প্রায় ৭০ শতাংশ ছেলের বয়ঃসন্ধির সময় স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে বয়ঃসন্ধির গাইনেকোমাশিয়া দুই বছরের মধ্যে কোনো চিকিৎসা ছাড়াই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সেরে যায়।

অতএব কিশোরদের এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তবে কিশোর বয়স পার হওয়ার পরেও যাদের মধ্যে গাইনেকোমাশিয়ার লক্ষণ রয়ে যায়, তাদের জন্য এটি বড় অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। দেহের গঠন নিয়ে অতৃপ্তি থেকে দেখা দিতে পারে বিভিন্ন জটিল মানসিক রোগও।

গাইনেকোমাশিয়া কী?

পুরুষের স্তন অস্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে মহিলাদের স্তনের মতো আকৃতি ধারণ করলে সে অবস্থাকে মেডিক্যাল ভাষায় বলা হয় গাইনেকোমাশিয়া। রোগটির মূলে আছে স্তনে অতিরিক্ত চর্বি জমা এবং স্তন গ্রন্থির আকৃতি বৃদ্ধি পাওয়া। সিউডো-গাইনেকোমাশিয়া বলেও একটি রোগ আছে। সে ক্ষেত্রে স্তনের গ্রন্থি বড় হয় না, শুধু অতিরিক্ত চর্বি জমা হয়েই স্তন বড় হয়ে যায়। দুটি রোগের ক্ষেত্রেই রোগীর স্তনের আকৃতি প্রায় একই রকম হয়, ফলে দুটোর মধ্যে তফাত করা কঠিন।

কেন হয়?

পুরুষের শরীরে ইস্ট্রোজেন এবং অ্যান্ড্রোজেন হরমোন দুটি নির্দিষ্ট অনুপাতে থাকে, যা নারীদের চেয়ে অনেক কম। স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে যখন ইস্ট্রোজেন বেশি অথবা অ্যান্ড্রোজেন কম উৎপাদন হয় তখন রোগটি দেখা দেয়। কিছু রোগীর ক্ষেত্রে দুটিই একসঙ্গে ঘটতে পারে। প্রায় ২৫ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে গাইনেকোমাশিয়ার সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন চিকিৎসক রোগীর 'ইডিওপ্যাথিক গাইনেকোমাশিয়া' হয়েছে বলে শনাক্ত করেন।

হরমোন দুটির স্বাভাবিক অনুপাত কত, সেটা

এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

অস্টিওপোরোসিস : প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ জরুরি

অধ্যাপক ডা. এম আমজাদ হোসেন

অস্টিওপোরোসিসকে হাড়ের ক্ষয়রোগ বলে থাকে অনেকেই। আসলে কিন্তু রোগটি ডিজেনারেটিভ বা শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন সম্পর্কিত, ক্ষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। 'অস্টিও' শব্দটির অর্থ হাড়, 'পরোসিস' অর্থ পোরস বা ছিদ্র। যাদের অস্টিওপোরোসিস দেখা দেয়, তাদের হাড়ের ঘনত্ব কমে যায়।

কারণ রোগটির ফলে হাড়ের অভ্যন্তরে তৈরি হয় ছোট ছোট গর্ত। হাড় কতটা মজবুত, তা নির্ভর করে ঘনত্বের ওপর। হাড়কে দুর্বল ও ভঙ্গুর করে ফেলে গর্তগুলো।

সাধারণত বয়স ৫০ বছর পার হওয়ার পর নারী ও পুরুষ উভয়েরই অস্টিওপোরোসিস দেখা দিতে শুরু করে।

তবে নারীরা ঝুঁকিতে থাকেন বেশি, কারণ মেনোপজ-পরবর্তী সময়ে তাঁদের শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রা কমে যায়। সচেতনতার মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এই রোগের প্রকোপ কমানো সম্ভব।

হাড়ের ওপর প্রভাব

হাড়ের দুটি অংশ, কমপ্যাক্ট বোন এবং স্পঞ্জি বা ট্রেবাকুলার বোনের সমন্বয়ে সেটি গঠিত হয়। অস্টিওপোরোসিস হলে হাড়ের ওপরের আবরণ বা কমপ্যাক্ট বোনের পুরুত্ব কমে যায়, পাশাপাশি স্পঞ্জি অংশটির ছিদ্র বেড়ে যায়, ফলে কমে যায় ঘনত্ব।

দুটির প্রভাবে হাড় বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে, বাড়ে ফ্র্যাকচারের ঝুঁকি।

কারণ

সুস্থ দেহে প্রতিনিয়ত হাড়ের কোষগুলো পুরনো ও ক্ষতিগ্রস্ত হাড় সরিয়ে নতুন করে হাড় তৈরি করে। অস্টিওপোরোসিসের মূল কারণ, হাড়ের গঠন ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া। সেটির কয়েকটি প্রধান কারণ হচ্ছেড়

বয়স: প্রত্যেক মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে হাড়ের ঘনত্ব স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়। তখনই অস্টিওপোরোসিস রোগের শুরু।

হরমোনগত পরিবর্তন: মেনোপজ পার হওয়ার পর নারীদের শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রা কমে যায়। তখন অস্টিওপোরোসিসের লক্ষণ নারীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি দেখা যায়।

বংশগত: যাদের বংশে অস্টিওপোরোসিস রোগের ইতিহাস আছে, তাদের এই রোগের ঝুঁকি বেশি।

খাদ্যাভ্যাস: ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার কম খেলে দেখা দিতে পারে হাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব। এর ফলে হাড় দুর্বল হয়ে যায়।

জীবনযাপন: ব্যায়াম বা কায়িক পরিশ্রমের অভাব, ধূমপান, অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবন করলেও অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি বাড়ে।

লক্ষণ

এই রোগের লক্ষণগুলো শুরুতে চিহ্নিত করা কঠিন। কেননা প্রথমে রোগটির তেমন কোনো লক্ষণ থাকে না, সম্ভাব্য যেসব উপসর্গ দেখা যেতে পারে, সেসব খুবই সাধারণ যেমনড়শরীরে ব্যথা বা চাপের অনুভূতি। রোগীদের মনে সেটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। তবে রোগের প্রকোপ বাড়ার সঙ্গে লক্ষণগুলোও প্রকট হয়। রোগটি গুরুতর আকার ধারণ করলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে পারে, যেমনড়

* ঘাড়, কোমর ও মেরুদণ্ডে প্রতিনিয়ত ব্যথা অনুভূত হয়, যা দীর্ঘস্থায়ী ব্যথায় পরিণত হতে পারে।
* পেশির ব্যথা বা পেশিতে দুর্বলতা।
* মেরুদণ্ডের হাড় সংকুচিত হয়ে উচ্চতা কমে যাওয়া বা কুঁজো হয়ে যাওয়া।
* পাঁজরের হাড় নিচের দিকে ঝুলে পড়া।
* ছোটখাটো আঘাতে হাড় ভেঙে যাওয়া।

অন্যান্য কারণে ঝুঁকিতে যারা

যাদের হাড় ভাঙার ইতিহাস আছে, দীর্ঘদিন স্টেরয়েড জাতীয় অথবা খিঁচুনির ওষুধ সেবন করেছে, তাদের এ রোগের ঝুঁকি সমবয়সীদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি। এ ছাড়াও যাদের বাতজনিত রোগ, থাইরয়েড ও প্রজনন গ্রন্থির সমস্যা, খাদ্যনালি থেকে পুষ্টি ও ভিটামিন শোষণে সমস্যা আছেড়তাদের অপরিণত বয়সেও অস্টিওপোরোসিস দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা

অস্টিওপোরোসিস শনাক্ত হলে ভয়ের কারণ নেই। সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে রোগটি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। সে জন্য যা প্রয়োজনড়

* ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ।
* বায়োফসফোনেটস জাতীয় ওষুধ ব্যবহার, যা হাড়ের

এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

BEST TAX EXPRESS INC.

ট্যাক্স
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

**অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন।**

tax refund

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং, অডিট, ফাইন্যানসিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং, অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, লাইসেন্স ও পে-রোল, আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ।

Individual And Business Tax, Audit, Financial Statement, Bookkeeping, Non-profit Business Setup, Licensing & Payroll, Specialized In IRS & NYS Tax Problem Resolution

FINANCE, ACCOUNTING, TAX FILING, AUDIT & CONSULTING
(Business & Non profit)

Call Us
+1 (646) 253-4798
+1 (718) 878-6878

Email Us
besttaxexpress@gmail.com

OpenTime
Seven Days in a Week
(07.00 AM - 10.00 PM)

Website
www.besttaxexpress.com

Endicott Branch
103 Washingtone Avenue 2nd Fl, Endicott, NY 13760

Main Branch
168-29 Hillside Ave. 2nd floor, Suit-2 Jamaica, NY 11432

Buffalo Branch
1288 Fillmore Avenue, Buffalo, NY 14211

Jamaica Branch
159-06 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

Woodside Branch
69-07 Roosevelt Avenue 2nd Fl, Woodside, NY 11377

অস্টিওপোরোসিস : প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ জরুরি

২০ পৃষ্ঠার পর

ক্ষয় কমায়।
* নারীদের জন্য হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি।
* শারীরিক থেরাপি, ব্যায়াম ইত্যাদি।

প্রতিরোধে করণীয়

অস্টিওপোরোসিস প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধে জোর দিতে হবে। সচেতনতা এবং সঠিক জীবনযাপন অত্যন্ত জরুরি। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার বিষয়ে জেনে নিন।

সুষম খাবার গ্রহণ: প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার যেমনদুধ, দই, পনির, ছোট মাছ ইত্যাদির পাশাপাশি ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি এসিড, অ্যান্টি-অক্সিডেন্টযুক্ত খাবার খাওয়া উচিত।

ভিটামিন ডি গ্রহণ : ভিটামিন-ডির অভাব পূরণে প্রতিদিন কিছু সময় সূর্যের আলোতে থাকুন। এ ছাড়াও নির্দিষ্ট পরিমাণে সামুদ্রিক মাছ, মাশরুম ও ডিমের কুসুম ইত্যাদি খেতে হবে। ভিটামিন ডির ঘাটতি হলে চিকিৎসকের পরামর্শে সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করুন।

নিয়মিত ব্যায়াম: নিয়মিত কায়িক শ্রমসহ কিছু শরীরচর্চা, যেমনদ্রুত হাঁটা, দৌড়ানো, সাইকেল চালনা ইত্যাদি নিয়মিত করা উচিত। অন্তরগুলো সপ্তাহে কমপক্ষে পাঁচ দিন ৩০ মিনিট ধরে করুন।

স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন: ধূমপান ও অ্যালকোহল পরিহার করুন, এসব হাড় ক্ষয়ের অন্যতম কারণ।

নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা: যারা ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীতে পড়ে, তাদের নিয়মিত হাড়ের ঘনত্ব পরীক্ষা করা উচিত জানার জন্য যে তারা অস্টিওপোরোসিসে ভুগছে কি না।

ওষুধ ও পরামর্শ: প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি-এর সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা যেতে পারে। হাড় ক্ষয় রোধে কিছু নির্দিষ্ট ওষুধও কার্যকর। অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধযোগ্য এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য একটি রোগ। সঠিক খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারা গ্রহণ করলে হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি অনেকটাই কমানো যায়। সময়মতো সচেতন হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করলে সুস্থ ও কার্যকর জীবনযাপন করা সম্ভব। সুতরাং হাড়ের যত্ন নিন।

পরামর্শ দিয়েছেন: অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের প্রধান, স্যামএইড হাসপাতাল লিমিটেড।

অনুলিখন : আতাউর রহমান

৫০ পেরিয়েছেন, সুস্থতায় আপনার যা করণীয়

২০ পৃষ্ঠার পর

রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য রক্ত পরীক্ষার পাশাপাশি বয়স্কদের উচিত আয়া টেস্ট, প্যাপ স্মিয়ার বা প্রোস্টেট পরীক্ষা করা। এতে প্রাথমিক অবস্থায়ই ক্যান্সার শনাক্ত করা সম্ভব। তাই প্রয়োজন রুটিনমাফিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, কোন পরীক্ষা কখন করতে হবে সেটি জানাবেন চিকিৎসক।

খান স্বাস্থ্যকর খাবার

সুস্থতায় চাই স্বাস্থ্যকর আহারভুক্ত, যা বয়স্কদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সুষম খাদ্যাভ্যাস শরীরের ওপর বয়সের প্রভাব কমাতে সাহায্য করে। এতে করে বার্ধক্যজনিত সমস্যাগুলোও কম দেখা দেয়। একে বলা হয় 'হেলদি এজিং'। টাটকা সবজি, ফলমূলাদি, হোল গ্রেন শস্য ও বাদাম খেলে শরীর সুস্থ থাকবে। মনে রাখতে হবে, সবার শরীরের চাহিদা এক নয়। পুষ্টিবিদের পরামর্শে সঠিক ডায়েট চার্ট তৈরি করে নেওয়া উচিত। লন্ডন কিংস কলেজের গবেষক ড. মেগান রসি বলেছেন, বেশি করে শুধু এক জাতের নয়, খেতে হবে বিভিন্ন প্রজাতির সবজি ও ফল। শীতের সময় সহজেই পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রকার সবজি ও ফল, খাবারে বৈচিত্র্য আনার এটিই সেরা সময়।

শরীরচর্চা করুন সাবধানে

বয়স বাড়ার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই দেহের সচলতা কমে যায়। তার মূলে আছে পেশিশক্তি কমে যাওয়া এবং অস্থিসন্ধির সমস্যা। বয়স্করা শরীরচর্চা কমিয়ে দেন অথচ তাঁদের জন্য এক টানা শুয়ে-বসে থাকা অত্যন্ত ক্ষতিকর। শরীরে অতিরিক্ত চাপ ফেলে না, এমন ব্যায়াম যেমনস্বাভাবিক গতিতে হাঁটা, সম্ভব হলে সাইকেল চালানো, যোগব্যায়াম, ওয়াটার অ্যারোবিক্স করা যেতে পারে। এতে শরীর আর মন দুটিই চনমনে থাকবে। ব্যায়ামের মাধ্যমে হাড় ক্ষয় কমানো, অস্টিওআর্থ্রাইটিসের ব্যথা উপশম ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব।

সামাজিকতা বাড়াতে হবে

একাকিত্ব একটি গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি। বিষণ্নতা, দুশ্চিন্তা, ডিমেনশিয়া ও হৃদরোগের জন্যও সেটি দায়ী। একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতা কিছু ক্ষেত্রে অকালমৃত্যুও ডেকে আনতে পারে। সামাজিকতা বাড়ানোর মাধ্যমে একাকিত্ব দূর করা সম্ভব। পরিবার-পরিজনের পাশাপাশি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা ও আলাপে সময় কাটাতে হবে। বিভিন্ন সামাজিক কাজে সম্পৃক্ত থাকাও মানসিক স্বাস্থ্য ঠিকঠাক রাখতে সহায়ক। প্রয়োজনে ডিজিটাল যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে হলেও সামাজিক হতে হবে। একা থাকা যাবে না।

চাই পর্যাপ্ত ঘুম

সুস্থ থাকার জন্য পর্যাপ্ত ঘুম খুবই জরুরি। প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি রাতে গড়ে ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুম দরকার। তবে ৬ ঘণ্টা ঘুমও বয়স্কদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। ঘুমের ঘাটতির নেতিবাচক প্রভাব স্বাস্থ্যের ওপর পড়ে দ্রুত। এতে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। মানসিক অবসাদের পাশাপাশি উচ্চ রক্তচাপেরও কারণ অপর্যাপ্ত ঘুম। নিজের অথবা পরিবারের সুস্থ জীবনযাপনের পথ সুগম ও সুন্দর করতে পারে কিছু সচেতনতার পদক্ষেপ। জীবনকে নিয়মের মধ্যে আনুন, সুস্থ থাকুন।

লেখক : এমবিবিএস, এফসিপিএস মেডিসিন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

রোকেয়া হায়দারের মাতৃভাষা পদক লাভ

৩ পৃষ্ঠার পর

তিনি।

হিউম্যান রাইটস রিভিউ সোসাইটির কেন্দ্রীয় আইন চেয়ারম্যান ইকবাল আলমগীর বলেন, ২০ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে এক অনুষ্ঠানে তাকে এ পদক প্রদান করা হয়।

১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম বেতারের নিয়মিত অনুষ্ঠান ঘোষিকা হিসেবে জীবন শুরু করেন রোকেয়া হায়দার। ১৯৭৪ সালে পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেন তিনি। ১৯৮১ সালে ভয়েস অব আমেরিকার আমন্ত্রণে ওয়াশিংটন ডিসিতে যান রোকেয়া হায়দার। ২০১১ সাল থেকে ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের বাংলা বিভাগে রোকেয়া হায়দারই প্রথম নারী। ৩৭ বছরের পেশাগত দায়িত্ব পালনে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য তিনি আমেরিকার সম্মানজনক গোল্ড স্টার অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

রোকেয়া হায়দারের গ্রামের বাড়ি যশোর হলেও বাবা আবু বকর ফারাজীর কর্মসূত্রে তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায়। তার মা মেহেরুন্নেসা বকর। রোকেয়া হায়দার কলকাতার সেন্ট জন বিদ্যালয়ে শিক্ষা জীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে ঢাকা ইডেন কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে মাস্টার্স করেন।

যুদ্ধ শুরু করাই ঠিক হয়নি আপনার

৩ পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্প এমন কথা বলেন বলে জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা।

এর আগে দুই দেশের এক বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ইউক্রেন যুদ্ধ কীভাবে শেষ করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করেন। এই বৈঠকে ইউক্রেনকে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি, কিয়েভের এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ট্রাম্প।

চলতি মাসেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা আছে জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, আমি মনে করি, আমার এই যুদ্ধ শেষ করার ক্ষমতা আছে। আমার মনে হয়, যুদ্ধ শেষ করাসংক্রান্ত আলোচনা ভালোভাবেই এগোচ্ছে। কিন্তু আমি আজ ইউক্রেনের নেতাদের বলতে শুনেছি, আহা, আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ভালো কথা, আমি বলতে চাই, আপনারা সেখানে তিন বছর ছিলেন। আপনাদের এটা শেষ করা দরকার ছিল।

রিয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের আলোচনার পর চুক্তিতে পৌঁছানোর ব্যাপারে নিজে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী বলে জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, রুবিও ও লাভরভ চমৎকার আলোচনা করেছেন। তারা এই অনন্ত বর্বরতা বন্ধ করতে চান।

ট্রাম্পের বক্তব্যের আগে তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় এক সংবাদ সম্মেলনে জেলেনস্কি বলেছিলেন, আমাদের পেছনে রেখে ওয়াশিংটন ও মস্কো যেন চুক্তির শর্ত চূড়ান্ত করতে না পারে, কিয়েভ তা নিশ্চিত করতে চায়।

তুরস্কের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনার পর ওই সংবাদ সম্মেলনে জেলেনস্কি আরও বলেছিলেন, ইউক্রেনের যুদ্ধ কীভাবে শেষ করা হবে, সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত ইউক্রেন ছাড়া হতে পারে না।

আটাব সদস্যদের কাছ থেকে টিকিট ও সেবা নেয়ার আহ্বান

৩ পৃষ্ঠার পর

কর্ণধার এম কে রহমান মাহমুদ, এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলসের সিইও নজরুল ইসলাম, জেকে ট্রাভেলসের সিইও মামুন তপন, নাবিলা ট্রাভেলসের সিইও আবুল কালাম আজাদ ও অ্যাংকর ট্রাভেলসের সিইও এস এম মায়েন উদ্দিন প্রমুখ।

সেলিম হারুন বলেন, ক্রেতা ও ট্রাভেল ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার্থে আটাব প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে প্রত্যেক গ্রাহকের সর্বোচ্চ সেবা এবং সহযোগিতা নিশ্চিত করা, যাতে কোন প্রকার অনৈতিক কাজ বা অনিয়ম না হয়। গ্রাহকে যদি কোন বিষয়ে কোন এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তাহলে সাংগঠনিক ভাবে খতিয়ে দেখে দোষী এজেন্সীর বিরুদ্ধে সংগঠনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তাই গ্রাহকদের অনুরোধ করছি, এয়ার লাইন্সের টিকেট ক্রয় বা ভ্রমন সংক্রান্ত যেকোন কাজে আটাবের সদস্যদের কাছ থেকে সহযোগিতা নিন। হজ্ব ও ওমরা সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কোন প্রকার সহযোগিতার প্রয়োজন হয় তাও আমাদের সদস্য পদ পাওয়া এজেন্সীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল। আটাব সদস্যদের অনেকের ওমরা হজ্জ্বের লাইসেন্স আছে। আটাবের সদস্য না কিংবা আটাবের রেজিস্ট্রেশন পায়নি এমন এজেন্সীর সাথে লেনদেনে যাবেন না। যদিও লেনদেন করেন সেটা আপনাদের একান্ত নিজস্ব সিদ্ধান্ত। আটাব কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।

তিনি বলেন, সংগঠনের অন্যতম লক্ষ্য আটাবকে সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে বাংলাদেশী ট্রাভেল ব্যবসায়ীদের সুনাম অক্ষুন্ন রাখা, এখনো যেসব ট্রাভেল ব্যবসায়ী আটাব এর সদস্য হয়নি তাদের প্রতি অনুরোধ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে সাংগঠনিক আইন মেনে সদস্য পদ গ্রহণ করেন। বর্তমান আটাব এর সদস্য সংখ্যা ৩৪ জন।

সেলিম বলেন, বর্তমানে হজ্ব ভিসার কোন এজেন্সীর কাছে কোন কোটা নাই। ২০২১ এর পর থেকে কোন এজেন্সীকে সৌদি হজ্ব মন্ত্রনালয় ভিসার কোটা দেয় নাই, হজ্জ্ব ইচ্ছুক ব্যক্তিরা 'নুসুক' এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশনকরে হজ্জ্বের প্যাকেজ কিনতে পারবেন, তাও ক্রেডিটকার্ড এর মাধ্যমে, কোন ক্যাশ পেমেন্ট গ্রহণযোগ্য নয়। আটাব এর পক্ষ থেকে অনুরোধ, আপনারা আটাবের মাধ্যমে টিকেট কিনে নিজের ভ্রমন যাত্রাকে নিশ্চিত করুন। সব সময় আটাব এর সহযোগিতা আপনাদের সাথে থাকবে।

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700
Mon-Tue-Thu-Fri
(2Pm to 7 Pm)

Brooklyn Office
345 Broadway
Brooklyn, NY 11211
Tel: 718-384-1671
Wednesday (12 Pm to 5 Pm)
Saturday (11Am to 5 Pm)

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

হ্যান্ডস অন ফিজিক্যাল থেরাপি রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া

এলআইসি. ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway

170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন

347-596-3111, 347-485-8020

জ্যাকসন হাইটস অফিসঃ (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিসঃ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of
FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE | L1A VISA | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

মুমিনের জীবনে ‘আল্লাহু আকবার’ ধ্বনির তাৎপর্য

শায়খ আলী তানতাবি (রহ.)

আমার ইচ্ছা হয় ধর্ম মন্ত্রণালয় একজন জাগ্রত হৃদয় ও সুললিত কণ্ঠের অধিকারী মুয়াজ্জিন নিয়োগ দেবে এবং দামেস্কের চারদিকে এমন লাউড স্পিকার লাগাবে, যাতে আজানের শব্দ দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। যেন শহরের সব পাড়া-মহল্লা একত্রে জেগে ওঠে। আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মানুষের বোধ ও সুমতি ফিরে আসে। ‘আল্লাহু আকবার’ এমন সুমধুর তারানা *(ধর্মীয় সংগীত)* যার সমতুল্য কোনো তারানা আসমান থেকে জমিনে আসেনি এবং জমিনবাসী অনুরূপ কোনো সুমধুর শব্দগুচ্ছ শোনেনি।

আল্লাহু আকবার সৈনিকদের বজ্রধ্বনি এবং সুফিদের আত্মার খোরাক ও পবিত্র সুধা।

আল্লাহু আকবার সত্যের এমন অনিন্দ্য ধ্বনি, যা মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনোৎসর্গকারী সাহাবিরা সর্বত্র উচ্চারণ করেছেন। চাই তাঁরা সমুদ্রের গভীরে থাকুক, অন্ধকার গুহায় থাকুক অথবা তারা সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় থাকুক। তাঁরা যেকোনো ভয়কে জয় ও অসাধ্যকে সাধন করতে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করতেন।

যেমনঃএকবার একটি দুর্গের দেয়ালে উঠতে তাঁদের কষ্ট হচ্ছিল। তখন তাঁরা সমস্বরে আল্লাহু আকবার বলেন এবং ভয় পাওয়া যোদ্ধাদের ভয় দূর হয়ে গেল। তাঁরা দেয়াল টপকে দুর্গের দরজা খুলে দিলেন। দুর্গে প্রবেশের পরও আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে চারদিক মুখর করলেন।

অর্থাৎ আল্লাহু আকবার মুমিনের আনন্দ, উদ্যম, বিজয় ও আল্লাহর সাহায্য লাভের মন্ত্র।

আল্লাহু আকবারের মোহিত ক্ষণ এমন সময় আসে যখন রাতের অন্ধকার ছেয়ে যায় এবং মানুষ ইবাদত-বন্দেগিতে বিমগ্ন হয় অথবা প্রবৃত্তি পূজারিদের পাপে-অবসাদে ন্যুজ শরীর গাফিলতির ঘুমে ডুবে যায়। দিনের বেলায়ও আল্লাহু আকবার ধ্বনি গুঞ্জরিত হয় যখন মানুষ রাজনীতির জুয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যের ঝামেলা, লোভ-লালসার প্রতারণা, কুপ্রবৃত্তির প্রবঞ্চনায় আচ্ছন্ন থাকে।

আল্লাহু আকবার মানুষের ওপর এভাবে প্রভাব বিস্তার করে, যেন আসমান থেকে বরকত অবতীর্ণ হচ্ছে এবং তা মানুষের অন্তরে সেভাবে প্রবেশ করছে, যেভাবে পৃথিবীতে আলোকরশ্মি প্রবেশ করে। আল্লাহু আকবার সব দাম্ভিক ও অহংকারীর মাথা নত করে দেয়, চাই সে ক্ষমতার মসনদে আসীন হোক বা অর্থবিত্তের মালিক হোক।

আল্লাহু আকবার ব্যক্তিকে তার প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণের শক্তি জোগায়। ক্ষমতাধরকে দুর্বলের ওপর অবিচার করা থেকে বিরত রাখে। কেননা আল্লাহু আকবার তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে আল্লাহ দুর্বলের সঙ্গে আছেন এবং তিনি সবার চেয়ে বড়।

আল্লাহু আকবার মানুষকে সতর্ক করে যে পার্থিব জীবন চিরস্থায়ী নয়। মৃত্যুকে তার বরণ করে নিতেই হবে। পৃথিবীর কত বড় বড় মানুষ, কত পরাক্রমশালী ব্যক্তি মাটির সঙ্গে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের ক্ষমতা ও সম্পদের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। তারা ছিল বড় বড় বাহিনী ও অস্ত্রভাণ্ডারের অধিকারী। তারাও মৃত্যু প্রতিহত করতে পারেনি। মৃত্যুর এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

জুলুমের ভয়াবহ পরিণাম

মুনশি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

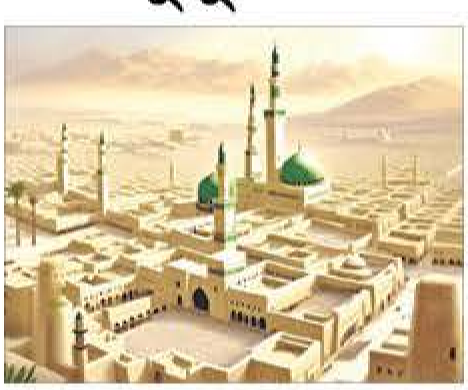

জুলুম অর্থ অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার, নিপীড়ন ইত্যাদি। যার প্রতি জুলুম করা হয়, তাকে মজলুম বলা হয়। কারও প্রতি অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার-নির্যাতন কিংবা কারও হক নষ্ট করাকে ইসলামে জুলুম বলে। জুলুম কী, জালেম কে-এর সঠিক পরিচয় তুলে ধরেছে আল কুরআন।

আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘তার চেয়ে অধিক জালেম কে, যে আল্লাহর মসজিদগুলো তার নাম স্মরণ করা থেকে বাধা দেয় এবং তা বিরান করতে চেষ্টা করে?’ *(সূরা বাকারা : ১১৪)*।

আল্লাহর আইন যারা অমান্য করে, নিজের তৈরি করা আইন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে, তারাই জালেম।

আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘তাওরাতে আমি ইহুদিদের জন্য লিখে দিয়েছিলাম, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং সব ধরনের জখমের জন্য সমপর্যায়ের বদলা। তারপর যে ব্যক্তি ওই শাস্তির পরিমাণ সদকা করে দেবে, তার জন্য তা কাফফারা হবে। আর যারা আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালেম।’ *(সূরা মায়িদা : ৪৫)*।

জালেমের পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘তার চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে আল্লাহর ওপর মিথ্যা রটনা করে বা তার আয়াতগুলো অস্বীকার করে? নিশ্চয় জালেমরা সফলকাম হয় না।’ *(সূরা আনআম : ২১)*। এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

জান্নাতের নিয়ামতরাজি

মো. আব্দুল ওহাব

ইসলামের অন্যতম মৌলিক বিশ্বাস হলো পরকালীন জীবন, যেখানে মানুষের পরিণতি জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারিত হবে। জান্নাত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী পরিপূর্ণ শান্তি, সুখ এবং অনন্ত আনন্দের স্থান, যেখানে আল্লাহর অনুগ্রহে মুমিনরা চিরকালীন সুখ উপভোগ করবে। জান্নাত, ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যা, মুসলিমদের জন্য পরকালীন জীবনে পরিপূর্ণ শান্তি, সুখ এবং প্রাপ্তির স্থান হিসাবে বিবেচিত। আল কুরআন ও হাদিসে জান্নাতের নিয়ামতগুলো *(আনন্দ, সুখ, এবং অন্যান্য সাফল্য)* সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। জান্নাতের নিয়ামত, মুমিনদের জন্য এক অনন্ত সুখের অবস্থান, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং কোনো ধরনের দুঃখ-কষ্ট তাদের স্পর্শ করবে না। নিম্নে কুরআন হাদিসের আলোকে জান্নাতের নিয়ামতরাজির সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো-

শারীরিক এবং মানসিক সুখ

আল কুরআনে জান্নাতের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সেখানে মানুষ কোনো ধরনের এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

মহানবী (সা.)-এর সময়ে ভূমিব্যবস্থা

মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ

মহানবী (সা.) যখন হিজরত করে মদিনায় আসেন তখন তিনি ইহুদিদের সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করেন। এসবের অন্যতম হলো কেউ কারো বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবে না, বরং তিনি কোনো শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে তারা তাকেই সাহায্য করবে। ভূমিব্যবস্থা নিয়েও সেই সময়ে নানা ধরনের পদক্ষেপ দেখা যায়।

হিজরতের পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে মদিনা এবং এর আশপাশের সব জমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অধীনে চলে আসে। নিম্নে মহানবী (সা.)-এর সময়ে ভূমিব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হলো-

বনু কায়নুকার ভূ-সম্পত্তি : মহানবী (সা.) যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন বনু কায়নুকা, বনু নজির ও বনি কুরায়জা নামের তিনটি সম্প্রদায়ের ইহুদিরা মদিনায় বসবাস করত। তারা সবাই মদিনা সনদে স্বাক্ষর করে। পরে তারা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে মহানবী (সা.) ও মুসলিমদের সর্বনাশের জন্য মক্কার কাফিরদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ ছাড়া তাদের সুদভিত্তিক অর্থনীতি, যা তারা মদিনায় চালু করে রেখেছিল, তা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়ায় তারা ক্ষেপে যায়।

বনু কায়নুকা গোত্র একজন মুসলিম নারীর ইজ্জত নষ্ট করলে মহানবী (সা.) তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

নামাজের সময় সূচি Prayer Times For New York City ফেব্রুয়ারি ২০২৫

তারিখ	ফজর	সূর্য	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
২২	৫:২৫	৬:৪০	১২:০৯	৩:১১	৫:৪০	০৬:৫৫
২৩	৫:২৩	৬:৩৮	১২:০৯	৩:১২	৫:৪১	০৬:৫৬
২৪	৫:২২	৬:৩৭	১২:০৯	৩:১৩	৫:৪২	০৬:৫৭
২৫	৫:২০	৬:৩৬	১২:০৯	৩:১৪	৫:৪৩	০৬:৫৮
২৬	৫:১৯	৬:৩৪	১২:০৯	৩:১৫	৫:৪৪	০৬:৫৯
২৭	৫:১৭	৬:৩৩	১২:০৯	৩:১৫	৫:৪৫	০৭:০০
২৮	৫:১৬	৬:৩১	১২:০৮	৩:১৬	৫:৪৬	০৭:০২

source: salahtimes.com

মোদিজীর ভ্রমণে 'মেইক আমেরিকা গ্রেইট এগেইন'

৫ পৃষ্ঠার পর

বাধা অবস্থায় মোদি চেয়ারে বসা অবস্থায় কার্টুন বের হলে মুহূর্তেই ছবি টা ভাইরাল হয়ে যায়। সাথে সাথে বিনা নোটিশে সরকার পত্রিকাটির ওয়েবসাইট বন্ধ করে দেয়। এর প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন, সুশীল সমাজের কানিল মুনিসহ অনেকে প্রতিবাদ করছেন।

পতিত স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর থেকে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য বহু ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করা করা হচ্ছে। এ সরকার অবৈধ, অসংবিধানিক, জঙ্গীদের দখলে রাষ্ট্র। ইত্যাদি নালিশ করে বাইডেন প্রশাসন থেকে সাড়া পাওয়া যায়নি। কারন নোবেল বিজয়ী ড মোহাম্মদ ইউনুসের গোড়া শক্ত। ডেমোক্রেটিক পার্টি ও বাইডেন প্রশাসনের ঘনিষ্ঠতার কারনে মোদিজী কোন সুবিধা করতে পারেননি। তখন থেকেই পরিকল্পনা করেন মোদিজীর পুরানো বন্ধু নভেম্বরের আমেরিকার নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে যদি নির্বাচিত করতে পারেন। তবে তাদের গোল কলা পূর্ণ হবে। কারন ২০২০ সালের নির্বাচনের আগে ভারতীয়দের উদ্যোগে হিউষ্টনে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে মোদি এবং ট্রাম্প বক্তব্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারনা করে ছিলেন। সেই সময় প্রচারনা মিটিংকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিদেশি মিডিয়া মোদির সমালোচনা করেছিল। একটি দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হয়ে কি ভাবে অন্য দেশের একজন প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারনার কাজে অংশ নেন? সেই বার কাজ হলো না। জো বাইডেন জিতে আসলেন। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প হার না মানা ব্যক্তি! তিনি এই পরাজয় কে মেনে নেননি। বরং নানা ধরনের অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়ে শেষ পর্যন্ত তার সমর্থকদের দ্বারা ক্যাপিটাল হিল আক্রমন করে বসলেন। যা ছিল আমেরিকার ইতিহাসের এক কলংকিত অধ্যায়। পরাজিত হয়ে চার বছর তিনি কোর্টের দ্বারে দ্বারে ই বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে ঘুরতে হয়েছে। আর অন্যদিকে বিজয়ী হয়ে জো বাইডেন প্রশাসন ইমিগ্রেশন, দেশের অভ্যন্তরীণ নীতি বিশেষ করে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ইসরায়েলের দ্বারা গাজায় একতরফাভাবে আক্রমন ও গনহত্যায় বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার মাধ্যমে তিনি ও গাজায় গনহত্যাকারী হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেন। যে কারনে চার বছরের মাথায় শত অভিযোগ মামলা থাকার পরও 'মেইক আমেরিকা গ্রেইট এগেইন' -আমেরিকা ফার্ষ্ট। এই শ্লোগানকে বিশ্বাস করে আমেরিকানরা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিপুল ভোটে, কংগ্রেস ও সিনেট সহ নির্বাচিত করে ইতিহাস সৃষ্টি করে। এবারের নির্বাচনে ভারতীয় দের সাথে আমাদের বাংলাদেশের আওয়ামী লীগার যারা আছেন তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে জোট বেধে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভোট, ফান্ডরেইজিং থেকে শুরু করে সব ধরনের সহায়তা করেছেন। এবং তাদের সবার মাঝে একটাই আশা ছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প পাশ করলে বাংলাদেশের সমস্যা টা সমাধান করবেন। ভাবখানা যেমন এরকম ছিল পরের দিন শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে নিয়ে এসে বাংলার মসনদে বসিয়ে দেবে। তাদের পছন্দের প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প পাশ করলেন,শপথ নিলেন।

অবশেষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এলেন আমেরিকা। এয়ারপোর্টে ট্রাম্প প্রশাসনের তেমন কেউ উপস্থিত ছিলেন না। তিনি নিজের মতো করে হোটেলে চলে আসেন। এদিকে আমাদের দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, ঐক্য পরিষদ ও আওয়ামী লীগের অনেক নেতা কর্মী অতি উৎসাহী হয়ে বাস ভর্তি করে নিউইয়র্ক সহ বিভিন্ন স্টেইট থেকে বাস বোঝাই করে ওয়াশিংটনে মোদিজীকে স্বাগতম শুভেচ্ছা জানাতে যান। দেখে মনে হলো যে দেশের প্রধানমন্ত্রী সে দেশের প্রবাসীদের খবর নেই। আর আমাদের ঘুম নেই। মনে হলো মোদি ওয়াশিংটন থেকে শেখ হাসিনার জন্য বিরাট কোন সুফল নিয়ে যাবেন। বাংলাদেশের প্রাচীনতম একটা রাজনৈতিক দল কতো বড়ো দেউলিয়া হলে এই ধরনের বোকামি কর্মসূচি নিয়ে হাস্যরসের যোগান দেয়।

মোদিজী আমেরিকায় এসেই ট্রাম্প প্রশাসনের অবস্থা টের পেয়ে হয়তো তিনি তার পরিচিত পথে হাটেন। প্রথমেই তিনি প্রটোকল অনুসরণ না করে ট্রাম্প প্রশাসনের জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক ইন্ডিয়ান বংশদ্ভূত তুলশী গ্যাভার্ডের সাথে দেখা করেন। যিনি আমেরিকার সর্বোচ্চ ১৮ টি গোয়েন্দা সংস্থার তদারকি করেন। এবং সমস্ত গোয়েন্দা তথ্য প্রেসিডেন্ট কাছে উপস্থাপন করেন। সেখানে সিদ্ধান্ত নির্ধারণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এখানে আমাদের উদ্বেগের বিষয় হলো তুলশীর মা একজন ইন্ডিয়ান। তিনি নিজেও ইন্ডিয়া সফর করেছেন। মোদি এবং বি জে পি দলের সাথে তার সু সম্পর্ক এবং তিনি একজন প্রাকটেসিং হিন্দু। এবং বাইডেন প্রশাসনের সময় দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক উপসাগরীয় মন্ত্রী ডোনাল্ড লু এর জায়গায় ট্রাম্প প্রশাসনের এসেছেন আরেকজন ইন্ডিয়ান বংশদ্ভূত পল কাপুর। এই দুইজন মিলে ট্রাম্প প্রশাসনকে ব্যবহার করে বাংলাদেশকে একটা জংগী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রান চেষ্টা করবেন। কারন আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে যৌথভাবে র‍্যাডিক্যাল ইসলামী, জংগীবাদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত আছে। বাংলাদেশের বর্তমানের সকল দলগুলোকে এই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে অত্যন্ত সুচতুর ভাবে মোকাবিলা করতে হবে। এব্যাপারে ইসলামী দলগুলো বিশেষ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। তা না হলে বাংলাদেশের জন্য সমূহ বিপদের আশংকা আছে। আমেরিকা গায়ে পড়ে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে কিছু করবে না। কিন্তু আমাদের কার্যকলাপের দ্বারা যদি সুযোগ সৃষ্টি করে দেই তবে অবশিষ্ট আর থাকবে না।

লেখক: কলামিষ্ট ও রাজনীতিক।

গাইনেকোমাশিয়া পুরুষের বাড়ন্ত স্তন

২০ পৃষ্ঠার পর

বিভিন্ন বয়সে শারীরিক প্রক্রিয়ার তারতম্যের ওপর নির্ভরশীল। কিছু বয়সে পুরুষেরও অস্বাভিক বড় স্তন থাকা স্বাভাবিক, যেমনভূমিষ্ঠ্যোজাত শিশু, বয়ঃসন্ধিকালের কিশোর এবং বার্ধক্য ব্যক্তি। স্বাভাবিকভাবেই এ বয়সী পুরুষের শরীরে হরমোনের অনুপাত পরিবর্তিত হতে থাকে, তাই হতে পারে গাইনেকোমাশিয়া। তবে সেটিকে অবহেলা করা অনুচিত। প্রধানত যেসব কারণে গাইনেকোমাশিয়া হয়ে থাকে, তার মধ্যে আছে-

* অণ্ডকোষ বা প্রস্টেট গ্রন্থির টিউমার
* ক্রনিক কিডনি বা লিভার ডিজিজ
* লিভার সিরোসিস
* থাইরয়েডের হরমোনজনিত সমস্যা
* পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের টিউমার
* বিভিন্ন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, যেমনডিগক্সিন, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, অ্যান্টিফাঙ্গাল ওষুধ বা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ।

রোগ নির্ণয় ও বিস্তার

অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগী নিজেই সমস্যা চিহ্নিত করতে পারেন। শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময় সেটি প্রথমে অভিভাবক বা পরিবারের সদস্যদের দৃষ্টিগোচর হতে পারে। স্বাভাবিকের চেয়ে স্তন বড় হলে দেরি না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। শারীরিক পরীক্ষা, বিভিন্ন হরমোন এবং রেডিওলজি পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তবেই চিকিৎসক রোগটি কোন পর্যায় আছে তা শনাক্ত করে থাকেন।

স্তনের আকৃতি ও তার ভেতরের টিস্যুর ধরন পরীক্ষা করার পর চিকিৎসক রোগটি কোন পর্যায় আছে তা শনাক্ত করেন। গাইনেকোমাশিয়াকে চারটি পর্যায় বা গ্রেডে ভাগ করা হয়ে থাকে। গ্রেড ১ হচ্ছে রোগটির সর্বনিম্ন পর্যায় এবং গ্রেড ৪ সর্বোচ্চ। রোগটির প্রভাবে ধীরে ধীরে স্তনের আকার বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যায়ে পৌঁছানোর পর সেটি মেয়েদের স্তনের মতো ঝুলে যায়। সেটির চিকিৎসাপদ্ধতি নির্ভর করছে রোগটি কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তার ওপর।

চিকিৎসা

গাইনেকোমাশিয়া যদি গ্রেড ৪ পার না করে, সে ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্ষতিকর রোগের মতো সরাসরি জীবনযাপনে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে না। ভুক্তভোগীর মূলত হয় মানসিক ক্ষতি। রোগী তার দেহের কাঠামো নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগেন। এতে নষ্ট হয় তার আত্মবিশ্বাস, মানসিকভাবে হয়ে পড়েন বিপর্যস্ত। অনেক রোগী নিজেকে সমাজ থেকে গুটিয়ে নেন। ফলাফল, রোগীর ব্যক্তি এবং কর্মজীবন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। মানসিক স্বাস্থ্যের অতিরিক্ত অবনতি হলে রোগীর দীর্ঘমেয়াদি বিষণ্নতা বা বডি ডিসমরফিক ডিজঅর্ডার দেখা দিতে পারে।

গাইনেকোমাশিয়া লজ্জার কোনো বিষয় নয়। এ সম্পর্কে সচেতনতা ও সঠিক সময়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলেই পুরুষের হীনম্মন্যতা প্রতিরোধ করা সম্ভব, ফিরিয়ে দিতে পারে আত্মবিশ্বাস। তাই রোগ নির্ণয়ের পর শুরুতেই ওষুধের পাশাপাশি আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত মানসিক থেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

যদি রোগটি ইডিওপ্যাথিক না হয় এবং খুঁজে পাওয়া যায় এর নির্দিষ্ট কারণ, তখন সরাসরি রোগটির চিকিৎসা করলেই গাইনেকোমাশিয়া কমে যায়। কোনো গ্রন্থিতে টিউমার থাকলে সেটার চিকিৎসা করতে হবে, প্রয়োজনে সেটি অপসারণে শল্যচিকিৎসারও প্রয়োজন হতে পারে। ক্রনিক কিডনি বা লিভার সমস্যা থাকলে সেটি চিকিৎসার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। যদি ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় সমস্যাটি হয়ে থাকে, তাহলে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী দ্রুত সেটি বদলে ফেলতে হতে পারে।

অন্যান্য রোগের চিকিৎসার পর রোগীকে বলা হয় দুই বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। যদি রোগটি ইডিওপ্যাথিক হয়েও থাকে, এর পরও অন্তত দুই বছর রোগটির গতিপথ পর্যবেক্ষণ করেন চিকিৎসক। বেশির ভাগ রোগীর স্তন এর মধ্যেই স্বাভাবিক আকৃতিতে ফিরে যায়। যদি দুই বছরের বেশি সময় পার হওয়ার পরও অবস্থার উন্নতি না হয়, তখন প্রয়োজন শল্যচিকিৎসা। সে জন্য অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে খুব ছোট ছিদ্র করেই স্তনের অতিরিক্ত টিস্যু কমিয়ে ফেলা সম্ভব। এ ছাড়া রোগটি প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলে শুধু লাইপোসাকশন করেই চিকিৎসা করা সম্ভব। মনে রাখতে হবে, গাইনেকোমাশিয়া সঠিক চিকিৎসায় পুরোপুরি নিরাময়যোগ্য। তাই ভেঙে পড়ার কারণ নেই।

লেখক : বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি বিশেষজ্ঞ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

অবশেষে এবার নিষিদ্ধই হলেন বেলিংহাম

৫২ পৃষ্ঠার পর

কর্তৃপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। রিয়াল প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ বহুদিন ধরেই রেফারিং পক্ষপাত নিয়ে সমালোচনা করে আসছেন।

ফেব্রুয়ারিতে মাদ্রিদ স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন এবং স্পেনের হাই স্পোর্টস কাউন্সিলে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছিল, যেখানে তারা এস্পানিওলের বিপক্ষে এক ম্যাচে দুটি বিতর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য ভিএআর অডিও প্রকাশের দাবি জানিয়েছিল।

জেএমসিতে ইমিগ্রেশন নিয়ে সেমিনার

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সেন্টার (জেএমসি)। গত ১৫ ফেব্রুয়ারী শনিবার বাদ মাগরিব জেএমসি ভবনে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

'ইমিগ্রেশন লো ইউর রাইটস' শিরোনামে আয়োজিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জেএমসি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. মাহমুদুর রহমান তুহিন। ব্যতিক্রমী এই আয়োজনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে মূল বক্তব্য রাখেন আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বার এসোসিয়েশনের ডিরেক্টর এটর্নী মঈন চৌধুরী, কেয়ার-নিউইয়র্ক এর এটর্নী ক্রিস্টিনা জোন। সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেএমসি'র সেক্রেটারী আফতাব মান্নান, অন্যতম পরিচালক ইমাম শামসে আলী, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, ড্রাম'র প্রতিনিধি রাসেল সাদের প্রমুখ। সেমিনার পরিচালনা করেন জেএমসি'র জয়েন্ট সেক্রেটারী এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। সেমিনারে কেয়ার-নিউইয়র্ক এর পক্ষ থেকে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নানা তথ্য তুলে ধরা হয়। সেমিনারের মূল বক্তব্যে এটর্নী মঈন চৌধুরী ও এটর্নী ক্রিস্টিনা জোন আনডকুমেন্টেড অভিবাসীদের গণ গ্রেফতার ও ডিপোর্ট কর্মসূচীর চলমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন এবং সতর্কতার সাথে সংশ্লিষ্টদের পরিস্থিতি মোকাবেলার আহ্বান জানান। তারা বলেন, ধৈর্য্য ধরে ভয়কে জয় করতে হবে। আইনগতভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি সতর্ক থাকতে হবে।

সেমিনারে জেএমসি'র ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. নাজমুল এইচ খান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব শামসুল হক সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন। এশার নামাজের পর নৈশভোজের মাধ্যমে সেমিনার অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

সিটিতে 'কনজেশন টোল' বাতিল করল ট্রাম্প

১ পৃষ্ঠার পর

বলেন, 'এই টোল সাধারণ মানুষের জন্য অন্যায়। এটি কর্মজীবী মার্কিনিদের আয়-রোজগারের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছিল।' এদিকে, মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন কর্তৃপক্ষ-এমটিএ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। সংস্থাটির দাবি, কনজেশন প্রাইসিং ব্যবস্থা বাতিল হলে নিউইয়র্কের গণপরিবহন অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত ১৫ বিলিয়ন ডলারের অর্থায়ন সংকটে পড়বে।

তবে নিউইয়র্ক শহরের পরিবহন নীতির ভবিষ্যৎ কী হবে, তা এখন আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, কনজেশন প্রাইসিং এখন মৃত। নিউইয়র্ক বেঁচে গেল। 'সাধন দীর্ঘজীবি হোক'।

ছাত্র রাজনীতিকে লাল কার্ড

১ পৃষ্ঠার পর

বেলা ১১টা থেকে শিক্ষার্থীরা কুয়েটের দুর্বার বাংলা প্রাঙ্গণে লাল কার্ড প্রদর্শনের এ কর্মসূচি পালন করেছেন।

এছাড়া ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন শিক্ষার্থীরা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। এসময় কুয়েটের বিভিন্ন সাইনবোর্ড, দেয়ালসহ অন্যান্য স্থানে লাল রং দিয়ে 'রক্তাক্ত কুয়েট'সহ বিভিন্ন লেখা লিখে প্রাচিত্তি অঙ্কন করেছেন তারা।

বিক্ষোভে 'শিক্ষা-সন্ত্রাস একসঙ্গে চলে না'; 'আমার ভাইকে মারল কেন, প্রশাসন জবাব চাই'; 'সন্ত্রাসীদের ঠিকানা, এই কুয়েটে হবে না'; 'শিক্ষার্থীর রক্ত ঝরে, প্রশাসন তামাশা করে'; 'ঝরেছে আমার ভাইয়ের রক্ত, সন্ত্রাসী দেবের পরিণাম তিক্ত'; 'কুয়েট যখন রক্ত ঝরে, আবরার তোমায় মনে পড়ে'; ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা গেছে শিক্ষার্থীদের। এছাড়াও কুয়েটের দুর্বার বাংলায় স্থাপিত ভাস্কর্যের চোখ কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থীরা বলেন, কুয়েট একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কুয়েটে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হবে না। কুয়েট সাধারণ শিক্ষার্থীদের। এখানে কেউ রাজনীতি করতে চাইলে তাকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, ছাত্রমৈত্রীসহ সকল ছাত্র সংগঠনের নাম উল্লেখ করে তাদের লাল কার্ড দেখানোর ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে কুয়েট শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে ছাত্রদলের কমিটি গঠন নিয়ে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া চলছিল। সোমবার তারা ক্যাম্পাসে লিফলেট বিতরণ করেন। মঙ্গলবার সকালে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিতে শিক্ষার্থীরা মিছিল বের করে। পরে উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও করলে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা হয়।

মঙ্গলবার দুপুরে শিক্ষার্থীরা 'এই ক্যাম্পাসে হবে না, ছাত্ররাজনীতির ঠিকানা'; 'ছাত্র রাজনীতি ঠিকানা, এই কুয়েটে হবে না'; 'দাবি মোদের একটাই, রাজনীতি মুক্ত ক্যাম্পাস চাই' -সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে দিতে হলগুলো প্রদক্ষিণ করেন। পরে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সামনে ছাত্রদের দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। পরে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া কুয়েটের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। নগরীর তেলিগাতি, ফেলিমাতিসহ আশপাশের বিএনপি নেতাকর্মীরা ছাত্রদলের সঙ্গে এবং সাধারণ শিক্ষার্থী ও ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগ দিলে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয়। প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী চলা সংঘর্ষে প্রায় অর্ধশত শিক্ষার্থী আহত হন। তাদের অধিকাংশের শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাত লক্ষ করা গেছে।

সংঘর্ষের সময় ধারালো অস্ত্র হাতে বেশ কয়েকজনকে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে দেখা যায়। সংঘর্ষের সময় ধারালো অস্ত্র (রামদা) হাতে অবস্থান নেওয়া দৌলতপুর থানা যুবদলের সহ-সভাপতি মাহবুবুর রহমানকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কুয়েট শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় ব্যর্থতার দায় স্বীকার এবং নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও ছাত্রবিষয়ক পরিচালকের পদত্যাগসহ ৫ দফা দাবিতে বুধবার দুপুর থেকেই প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) একাডেমিক কার্যক্রম আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত করা হয়। বুধবার ১৯ ফেব্রুয়ারি সিন্ডিকেটের ৯৮তম বিশেষ জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তারেককে নিয়ে নানামুখি ষড়যন্ত্র

১ পৃষ্ঠার পর

দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। এসব উগ্র-ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর তৎপরতা বন্ধে ছাত্র ও বিএনপি'র মধ্যে ঐক্য খুবই জরুরি। ছাত্রদের দলের ঘোষণা দেবার পর বিরোধ আরও চরম আকার ধারণ করতে পারে। বিশ্লেষকদের মতে, ক্ষমতার ভাগাভাগি ছাড়া এই সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। আগামী নির্বাচনে ছাত্রদের জন্যে বিএনপি কিছু আসন ছেড়ে দিলে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। অনেককে কিছু মন্ত্রী দেবার কথাও ভাবতে পারে বিএনপি। বিএনপিপন্থী এক বিশ্লেষক বলেছেন, ছোটবেলা থেকে বসন্ত উৎসব করে আসছি। এখন বসন্ত উৎসব বন্ধ করে দিয়েছে। সামনে পহেলা বৈশাখ। মঙ্গল শোভাযাত্রা ইউনেস্কোর স্বীকৃত উৎসব। এসবও বন্ধের চেষ্টা হতে পারে। আমাদের নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি রক্ষার স্বার্থে বিএনপি ও ছাত্রদের মধ্যে ঐক্যের কোনও বিকল্প নেই বলে ওই বিশ্লেষকের অভিমত। তবে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও অগ্রগতি নেই।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও তার পুত্র তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি আছে। নাইকো মামলা থেকে খালাসের পর খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে বড় কোনও মামলা নেই। ছোটখাট দুইটি মামলা রয়েছে। এগুলোও দ্রুত নিষ্পত্তি হবে। তারেক রহমানের বিরুদ্ধে মামলা এখনও রয়ে গেছে। চারটি মামলা নিষ্পত্তি হলে তারেকের বিরুদ্ধে আর কোনও মামলা থাকছে না। ফলে তার বাংলাদেশে ফিরে আসার পথ সুগম হবে। তবে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার আগে তারেক রহমান দেশে নাও ফিরে আসতে পারেন। তারেক রহমান আসা মানেই ধানের শীষের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হওয়া। পাল্টে যাবে রাজনীতির প্রেক্ষাপট। কিন্তু এখনই তারেক দেশে ফিরলে তাকে নিয়ে একটি মহল নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে। বিএনপিও নির্বাচনী ট্রাম্পটি তারেককে নিয়েই খেলতে চান। সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে তারা। সরকারের একটি অংশ তারেককে নিয়ে ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত। তারেককে আটকাতে কিংবা বিতর্কিত করতে ষড়যন্ত্র থেমে নেই। ইচ্ছাকৃতভাবে তার বিরুদ্ধে সাবেক সরকারের মামলাগুলো নিষ্পত্তি করতে ধীর গতিতে যাচ্ছে অর্ন্তবর্তী সরকার। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র সমন্বয়কদের একটি অংশ তারেককে নিয়ে এক ধরনের অস্বস্তি ভোগ করছে। আগে আসলে নির্বাচন পর্যন্ত জোয়ার টেনে নেওয়া কঠিন। তাই নির্বাচনের সময়ে জোয়ার সৃষ্টি করতে চাইবেন তিনি। শারিরিক সুস্থতা ফিরলে খালেদা জিয়াও দেশে ফিরবেন। বেগম জিয়ার সঙ্গে দেখা করার পর বিএনপিপন্থী একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন, শারিরীক অসুস্থতা সত্বেও বেগম জিয়ার ব্রেইন কাজ করছে।

এদিকে, জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করার পক্ষে জামায়াতে ইসলামী অভিমত ব্যক্ত করার পর চাঞ্চল্যেও সৃষ্টি হয়েছে। বিএনপি এই ধরনের ধারণার ঘোর বিরোধিতা করে বলেছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আর কোনও নির্বাচন তারা চায় না। জামায়াতে ইসলামীর এখনও কোনও নিবন্ধন পায়নি। আশা করা যায়, জামায়াত শিগগিরই নিবন্ধন ফিরে পাবে। নিবন্ধন ছাড়া নির্বাচনে অংশ নেয়া যায় না। জামায়াতের বি-টিম খ্যাত এবি পার্টির নিবন্ধন রয়েছে।

আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে কিনা তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, আওয়ামী লীগের ক্লিন ইমেজের প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশ নেবার সুযোগ দিতে আন্তর্জাতিক মহলের চাপ রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সরকারের মধ্যে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। নির্বাচনের বিষয়ে ভাবাবেগের মধ্যে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, এমনকি ধর্ষণের মতো অপরাধ বেড়ে চলেছে। পুলিশ অনেকটাই নীরব দর্শক। এসব বিষয় নিয়ে জনমনে ক্ষোভ রয়েছে।

ছাত্রদের দল ঘোষণার পর মন্ত্রিসভায় পরিবর্তন আসতে পারে। নাহিদ ইসলামের নাম নতুন দলের সভাপতি হিসেবে ভাবা হচ্ছে। ফলে তাকে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে হবে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেতে পারেন দফতরবিহীন মন্ত্রী মাহফুজ আলম।

বাংলাদেশের রাজনীতির উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের সেনাপ্রধান অভিযোগ করেছেন যে, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের প্রধান সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করা নিয়ে ভারত খুবই উদ্বিগ্ন। তবে তারা নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার দায়িত্ব নেবার পর পরিস্থিতি নতুন রূপ ধারণ করতে পারে বলে মনে করে ভারত। বাংলাদেশ ও ভারতের সেনাবাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ স্বাভাবিক আছে বলে জানান ভারতীয় সেনাপ্রধান। যদিও ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে মাসকাটে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে তারা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সম্প্রতি ওভাল অফিসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৈঠক করেছেন। এ বৈঠকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে মোদি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

হাসিনাকে আগে গ্রেপ্তার পরে ফেরত

৬৪ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের বন্দিবিনিময় চুক্তি রয়েছে। এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে হবে দুই দেশের মধ্যে সম্মতি থাকা একটি ব্যবস্থায়- সেটা হতে পারে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কোনো আন্তর্জাতিক সীমান্তে বা বিমানবন্দরে। এক্ষেত্রে সরকারের ভাড়া করা একটি বিমান ভারতের কোনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করে অবতরণ করতে পারে ঢাকায়। অথবা পেট্রাপোল-বেনাপোল চেকপয়েন্টের মতো কোনো সীমান্ত পয়েন্টে হতে পারে এই বিনিময়।

এদিকে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের এক প্রতিবেদনে জুলাই আগস্টে যে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে ছাত্র জনতাকে হত্যা করা হয়েছে তার চিত্র ফুটে উঠেছে। মানবতার বিরুদ্ধে হাসিনার এই অপরাধের শাস্তির বিষয়ে মতামত প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্বাসযোগ্য প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ১৫ই জুলাই থেকে ৫ই আগস্টের মধ্যে প্রায় ১,৪০০ জন নিহত এবং হাজার হাজার আহত হয়েছেন। যাদের অধিকাংশই বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছিল। এর মধ্যে, প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে নিহতদের মধ্যে ১২-১৩ শতাংশ ছিল শিশু।

দিল্লীর থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবে পরিচিতজনরা শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশ সরকারের কাছে ফিরিয়ে দিলে কি হবে তা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। দ্য ডিপ্লোম্যাটের অনলাইন সংস্করণে 'দ্য কমপ্লেক্স রোড টু এক্সট্রাডিশন: ভেইল ইন্ডিয়া এক্সি টু সেন্ড শেখ হাসিনা ব্যাক টু বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রতিবেদন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠাতে ভারতের কাছে প্রয়োজনীয় সব ডকুমেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠিয়ে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ। ডিসেম্বরে একটি নোট ভারবালের মাধ্যমে হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর বার্তা দিলেও তাকে ফেরত পাঠানোর বাংলাদেশের অনুরোধের কোনো উত্তর দেয়নি ভারত। নয়াদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 'রিজার্ভ' অবস্থান বজায় রেখেছে। বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও তারা অনুরোধ পাওয়ার বিষয়ে স্বীকারোক্তি দেয়া ছাড়া আর কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত রয়েছে। ২০১৩ সালে স্বাক্ষরিত বন্দিবিনিময় চুক্তির অধীনে শেখ হাসিনাকে ফেরত চাওয়ার বৈধতা আছে বাংলাদেশের। এই চুক্তিটি ২০১৬ সালে সংশোধিত হয়। হাসিনাকে ফেরত চাওয়ার বৈধতা থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি জটিল করে তুলছে ভারত। যদি হাসিনাকে ফেরত দিতে রাজি হয় ভারত, তাহলে প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিক কিছু পদক্ষেপের মধ্যদিয়ে হতে হবে। প্রথমত আছে ভারত-বাংলাদেশ বন্দি বিনিময় চুক্তি এবং তারপরই আন্তর্জাতিক কূটনীতির কঠোর বাস্তবতা। এ বিষয়টি নিয়ে পাঞ্জাবের রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহকারী প্রফেসর ড. সংগীতা তাক বলেন, যদিও বন্দিবিনিময় চুক্তিটি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় টেকনিক্যাল দিক দিয়ে, তবে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও মানবাধিকারের বিষয়গুলোর বিবেচনা এ প্রক্রিয়াকে অবিশ্বাস্য জটিল ও স্পর্শকাতর ইস্যুতে পরিণত করবে।

সংগীতা তাক বলেন, ভারতের কাছে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক ফেরত পাঠানোর আবেদন করার মধ্যদিয়ে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। হাসিনার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিস্তারিত বর্ণনা থাকতে হবে অনুরোধের সঙ্গে। সংগৃহীত নথির সমর্থন থাকতে হবে। এর মধ্যে আছে বিচারিক আদেশ, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এবং অন্যান্য তথ্যপ্রমাণের বিষয়। একই সঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের এই অনুরোধের সঙ্গে অবশ্যই নিশ্চয়তা থাকতে হবে যে, বাংলাদেশে তার বিচার স্বচ্ছ হবে এবং কোনো পক্ষপাতিত্ব করা হবে না। অন্যকথায় অপরাধের নথিপত্রের বাইরে অনুরোধে অবশ্যই এটা নিশ্চয়তা দিতে হবে যে- রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বমূলক বিচারের শিকার হবেন না হাসিনা। এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যা ভারত হাসিনাকে ফেরত দেয়ার কথা বিবেচনা করার আগে যাচাই করবে।

একবার যখন আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে, তখন ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পর্যালোচনা করে দেখবে চুক্তির সব বাধ্যবাধকতা পূরণ করা হয়েছে কিনা। বিশেষ করে প্রাথমিকভাবে এই কাজ করবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সংগীতা তাক বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে যেহেতু ভারতের এরই মধ্যে একটি বন্দিবিনিময় চুক্তি আছে, তাই ভারত সরকার চুক্তি অনুযায়ী বিষয়টি পর্যালোচনা করবে। তারা এটা নিশ্চিত করবে যে, বন্দিবিনিময় চুক্তি যথাযথ পূরণ করা হয়েছে। পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় যাচাই করে দেখা হবে, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তা আইনগতভাবে দুই দেশের ক্ষেত্রেই অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত কিনা। এই ধারণাকে দ্বৈত অপরাধ হিসেবে দেখা হয়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আরও যাচাই বাছাই করে দেখবে যে, কোনো অভিযোগ রাজনৈতিক, সামরিক বা ধর্মীয় অপরাধের ছাতার ভেতরে পড়ে কিনা। এমনটা নিশ্চিত হলে তারা হাসিনাকে ফেরত দেয়ার অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এমনকি প্রাথমিক প্রশাসনিক পর্যালোচনা অনুকূলে থাকলেও বিষয়টি সেখানেই শেষ হবে না। হাসিনাকে ফেরত দেয়ার বিষয়টি এরপর ভারতের বিচার বিভাগের পর্যালোচনার বিষয় হবে। সেখানে বিশেষায়িত প্রত্যাবর্তন বিষয়ক আদালত ফেরত পাঠানোর বৈধতা ও মেরিট যাচাই করবে। যদি আদালত দেখতে পায় যে, রাজনৈতিক বিচার করার বিশ্বাসযোগ্য হুমকি আছে, তাহলে ফেরত দেয়ার অনুরোধকে আটকে দিতে পারেন আদালত। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন বিষয়ক আইনের অপব্যবহার রোধে তা হবে বিচার বিভাগের অত্যাবশ্যকীয় সুরক্ষা। নিশ্চিত করতে হবে যে, শেখ হাসিনাকে ফেরত দেয়ার ক্ষেত্রে আইন অনুসরণ করা হয়েছে দৃঢ়ভাবে।

ভারতের আদালত এবং নির্বাহী শাখা শেষ পর্যন্ত যদি প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত দেয় তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ- সেটা হতে পারে পুলিশ বা কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগকারী এজেন্সি থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা। সংগীতা তাক বলেন, শেখ হাসিনাকে ভারতে গ্রেপ্তার করা হলে তাকে এমন একটি নিরাপদ স্থাপনায় রাখতে হবে- যেখান থেকে তাকে বাংলাদেশের হাতে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা আয়োজন করা যায়। আইন তাকে আনুষ্ঠানিক বিচারিক কার্যক্রমের জন্য আটক রাখা অনুমোদন করে। শেখ হাসিনার পরিচিতি এবং উচ্চপর্যায়ে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণের কারণে তাকে ব্যতিক্রমী নিরাপত্তা ব্যবস্থা দিতে হবে- যাতে কোনো রকম বিঘ্ন বা পালানোর সুযোগ না থাকে। এমন হলে প্রত্যার্পণের শেষ পদক্ষেপ হবে শেখ হাসিনাকে শারীরিকভাবে ভারতের হেফাজত থেকে বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের হেফাজতে দিয়ে দেয়া। এক্ষেত্রে দুই দেশের সরকারের মধ্যে সূক্ষ্ম সমন্বয়ের প্রয়োজন হবে। নিশ্চিত করতে হবে যে, সব আইনগত এবং কূটনৈতিক প্রটোকল মেনে চলা হয়েছে।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত কাশ প্যাটেল এফবিআই প্রধান

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সিনেটে ৫১-৪৯ ভোটে প্যাটেল ১০ বছরের মেয়াদে দায়িত্ব পালনের অনুমোদন পেয়েছেন। সুসান কলিন্স (আর-মেইন) এবং লিসা মুরকোওস্কি (আর-আলাস্কা) ৪৭ জন ডেমোক্রাট তার বিরুদ্ধে ভোট দেন। ১৯৮০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি কাশ প্যাটেল জন্মগ্রহণ করেন নিউইয়র্কের গার্ডেন সিটি এলাকায়। তার বাবা ও মা ভারতের গুজরাট রাজ্য থেকে কানাডা হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসি হয়েছিলেন। লং আইল্যান্ডের গার্ডেন সিটি হাইস্কুল থেকে প্যাটেল গ্রাজুয়েশন করেন। রিচমন্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ইতিহাস ও ক্রিমিনাল জাস্টিস বিষয়ে বিএ ডিগ্রী অর্জন করেন। ইন্টারন্যাশনাল ল' বিষয়ে তিনি লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়াশোনা করেন ২০০৪ সালে।

ট্রাম্প বলেছেন, ৪৪ বছর বয়সী প্যাটেল ব্যুরোকে নাড়া দেবে এবং রিপাবলিকানদের বিরুদ্ধে কথিত বা প্রমাণিত পক্ষপাতের সাথে জড়িত একাধিক বিতর্কের পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের রাজনীতি হ্রাস করার চেষ্টা করবে সে।

ফক্স নিউজের উপস্থাপক শন হ্যানিটিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, 'আমি মনে করি কাশ দারুণ কিছু করতে যাচ্ছে।' আমি মনে করি, তাদের ভালো কিছু করতে হবে, নয়তো আমাদের সমস্যা আছে।

প্যাটেল গত মাসে তার নিশ্চিতকরণ শুনানি থেকে অক্ষত অবস্থায় আবির্ভূত হয়েছিলেন কারণ ডেমোক্র্যাটিক সিনেটররা তাদের বেশিরভাগ সময়কে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ক্যাপিটল দাঙ্গায় অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে অভিযোগ করেছিলেন। সেই শুনানিতে, প্যাটেল ব্যুরো উৎখাত না করে সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ট্রাম্পের কিছু ঘনিষ্ঠ মিত্ররা ২০২২ সালের আগস্টে ট্রাম্পের ফ্লোরিডার বাসভবনে অভিযানের পরে এফবিআই ভেঙে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল তারা।

প্যাটেল বলেছিলেন যে তিনি নিশ্চিত করবেন যে আগামী বছর আমাদের দেশে ১,০০,০০০ ধর্ষণের ঘটনা না ঘটুক। নিশ্চিত করবেন যে আমাদের কাছে চীনা ফেন্টানিল এবং মেক্সিকান হেরোইন থেকে ১,০০,০০০ ড্রাগ ওভারডোজ নেই, এবং নিশ্চিত করবেন যে আমাদের ১৭,০০০ হত্যাকাণ্ড না ঘটুক।এই সংখ্যাগুলি অবিলম্বে কমিয়ে অর্ধেক করা দরকার।

আলমগীর খান আলমের মায়ের ইন্তেকাল

৬৪ পৃষ্ঠার পর

বছর। এক সপ্তাহের বেশি সময় তিনি ঢাকা মেডিক্যালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

মায়ের মৃত্যুর সংবাদ ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে আলমগীর খান আলম তার জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন। তার পোস্ট ঘিরে গভীর সমবেদনা ও শোক জানিয়েছেন নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটি ও বিনোদন জগতের বিশিষ্টজনরা।

মায়ের অসুস্থতার খবর শুনে আকস্মিকভাবে বাংলাদেশে চলে যান কমিউনিটির এ পরিচিত মুখ। ৮ ফেব্রুয়ারী এমিরেটস এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেন। শেষ সময়ে তিনি মায়ের পাশেই ছিলেন। বর্তমানে আলমগীর খান আলম ঢাকায় অবস্থান করছেন।

উপদেষ্টা পরিষদে রদবদলের আভাস

৬৪ পৃষ্ঠার পর

তাঁর অধীনে থাকা দুই মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটির দায়িত্ব উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলমকে দেওয়া হতে পারে বলে আলোচনা আছে। মাহফুজ এর আগে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী থেকে উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিলেও তাঁকে কোনো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের দুজন উপদেষ্টার দপ্তর বদল হতে পারে।

অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমি এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ গত ২০ ডিসেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর স্যামএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। হাসান আরিফ মারা যাওয়ার পর খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদারকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নতুন করে কাউকে না দেওয়ায় রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী ওই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রধান উপদেষ্টার অধীনে চলে গেছে।

গত ৮ আগস্ট সরকার গঠনের পর ১৬ জনকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন মুহাম্মদ ইউনূস। নিজের হাতে রাখেন ২৭টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দায়িত্ব। পরে ধাপে ধাপে উপদেষ্টাদের হাতে নিজের মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ছেড়ে দেন তিনি। গত ২৭ আগস্ট একই সঙ্গে চারজন উপদেষ্টার দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়ে নিজের হাতে থাকা মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ছেড়ে দেন প্রধান উপদেষ্টা। গত ১০ নভেম্বর নতুন করে তিনজন উপদেষ্টা শপথ নেওয়ার পর তাঁদের নতুন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়ে অন্য উপদেষ্টাদের দপ্তরও বদলে দেন তিনি। এখন প্রধান উপদেষ্টার হাতে চারটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ রয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে ২২ জন উপদেষ্টা এখন দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া উপদেষ্টার পদমর্যাদায় প্রধান উপদেষ্টার একজন বিশেষ সহকারী ও একজন বিশেষ দূত এবং প্রধান উপদেষ্টার রোহিঙ্গা সমস্যা ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়াবলি-সংক্রান্ত একজন হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ সরকারে রয়েছেন। এর বাইরে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় তিনজন বিশেষ সহকারী দায়িত্ব পালন করছেন।

চোখে যদি হয় টেরিজিয়াম

২০ পৃষ্ঠার পর

তাঁদের এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি। এ ছাড়া দূষিত বাতাস ও ধোঁয়া-ধুলো বাতাসের সংস্পর্শে থাকলে এ রোগ দ্রুত দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা

প্রাথমিক অবস্থায় রোগটি ধরা পড়লে ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা সম্ভব। রোগটি যদি এট্রোফিক বা ডিজেনারেটিভ টেরিজিয়াম ধরনের হয়ে থাকে অথবা যদি রোগীর নিষ্ক্রিয় টেরিজিয়াম হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে রোগটি পর্যবেক্ষণে রাখা ছাড়া বাড়তি চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। কিছু সময় পর্যবেক্ষণ করার পর যদি প্রগ্রেসিভ টেরিজিয়াম শনাক্ত হয়, তখন অপারেশন করে টেরিজিয়ামটি চোখ থেকে সরানোটাই রোগটির একমাত্র চিকিৎসা। খুবই ছোট একটি অপারেশনের মাধ্যমে বর্ধিত মাংস অপসারণ করলে দ্রুত সুস্থতা লাভ করেন রোগী।

টেরিজিয়াম অপসারণে দুই ভাবে সার্জারি করা যায়।

টেরিজিয়াম এক্সিশন : এতে শুধু টেরিজিয়ামের বর্ধিত অংশ অপসারণ করা হয়। তবে এতে আবারও সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়।

টেরিজিয়াম গ্রাফটিং : অতিরিক্ত টেরিজিয়াম অপসারণের পর চোখে সুস্থ টিস্যু গ্রাফটিং করা হয়। এতে সমস্যাটি ফিরে আসার ঝুঁকি খুবই কম।

চোখের মাংস বৃদ্ধি পেলে অবশ্যই দ্রুত চক্ষু চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। চিকিৎসা নিতে দেরি হলে দেখা দেয় নানাবিধ জটিলতা, তখন অনেক ক্ষেত্রে সার্জারি করেও আর শতভাগ সুস্থতা ফিরে পাওয়া যায় না।

লেখক: চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জন, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরেবাংলানগর, ঢাকা।

জুলুমের ভয়াবহ পরিণাম

২৫ পৃষ্ঠার পর

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'জালেমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহকে কখনো বেখবর মনে করো না। তাদের তো আল্লাহ ওইদিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন, যেদিন চোখগুলো বিস্ফোরিত হবে। তারা মাথা ওপরে তুলে ভীত-বিহ্বল মনে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর উড়ে যাবে। মানুষকে ওইদিনের ব্যাপারে সতর্ক করুন, যেদিন তার কাছে আজাব আসবে। তখন জালেমরা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের সামান্য মেয়াদ পর্যন্ত সময় দিন, যাতে আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিতে এবং নবিদের অনুসরণ করতে পারি। তোমরা কি এর আগে শপথ করতে না, তোমাদের দুনিয়া থেকে যেতে হবে না?' (সুরা ইবরাহিম : ৪২-৪৪)। জালেমদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা আরও বলেন, 'অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের ওপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' (সুরা শুরা : ৪২)।

যারা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে, দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণ করে, দ্বীনের কর্মীদের ওপর অত্যাচার করে, আল্লাহতায়ালা দুনিয়ার জীবনে তাদের লাঞ্ছিত-অপমানিত করবেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'সেদিনটি আসার আগেও জালেমদের জন্য আজাব আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।' (সুরা তুর : ৪৭)। যারা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের ওপর অত্যাচার করেছে, তাদের আল্লাহতায়ালা ধ্বংস করেছেন। তাদের সেই স্মৃতি পৃথিবীর বুকে রেখেছেন; যা দেখে অনেক মানুষ আজও হেদায়েত পায়। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'এ চক্রান্ত তো তারা করল এবং তারপর আমি একটি কৌশল অবলম্বন করলাম, যার কোনো খবর তারা জানত না। অতঃপর তাদের চক্রান্তের পরিণাম কী হলো দেখে নাও। আমি তাদেরকে ও তাদের সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করলাম। তাদের জুলুমের কারণে ওই যে তাদের ঘর শূন্য পড়ে আছে। যারা জ্ঞানবান, তাদের জন্য এতে রয়েছে শিক্ষণীয় নিদর্শন।' (সুরা নামল : ৫০-৫২)।

যারা মজলুমের ওপর অত্যাচার করে, সমাজের অসহায় মানুষদের ওপর জুলুম করে, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করে, এমন জালেমকে আল্লাহতায়ালা কঠিন শাস্তি দেবেন। এদের আজাব লঘু করা হবে না। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'জালেমরা যখন একবার আজাব দেখবে, তখন তাদের আজাব আর হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে এক মুহূর্তের জন্য বিরামও দেওয়া হবে না।' (সুরা নাহল : ৮৫)। যে বা যারাই দুর্বল ও এতিমের সম্পত্তি গ্রাস করবে, জোরপূর্বক তুলে নিয়ে কোনো মানুষকে হত্যা করবে, কোনো নারীকে ধর্ষণ করবে, রাতের অন্ধকারে বিষ প্রয়োগ করে পুকুরের মাছ মেরে ফেলে আর্থিক ক্ষতি করবে ও মানুষের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করবে, তাদের কাউকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন শাস্তি। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'যারা জুলুম করেছে, তাদেরকে কঠিন আজাব দ্বারা পাকড়াও করব। কারণ, তারা পাপাচার করত।' (সুরা আরাফ : ১৬৫)।

লেখক : ইসলামবিষয়ক গবেষক, প্রাবন্ধিক ও গণমাধ্যমকর্মী।

মুমিনের জীবনে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনির তাৎপর্য

২৫ পৃষ্ঠার পর

ফেরেশতাকে প্রতিহত করতে পারেনি। মাটিই হয়েছে তাদের শেষ ঠিকানা। আর প্রমাণিত হয়েছে আল্লাহর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তিনিই সবচেয়ে মহান ও মহা-মহিয়ান প্রভু। এভাবেই 'আল্লাহু আকবার' মুমিনজীবনকে আল্লাহর মাহাত্ম্য, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের চাদরে আবৃত করে ফেলে এবং তাকে পৃথিবীর সব শক্তি, সব ক্ষমতা, সব ভয়, সব হীনতা, সব দীনতার প্রভাব মুক্ত করে এক আল্লাহর আনুগত্যের ছায়ায় স্থান করে দেয়।

আমিরে হায়াত থেকে আতাউর রহমান খসরুর ভাষান্তর

মহানবী (সা.)-এর সময়ে ভূমিব্যবস্থা

২৫ পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৫ দিন পর্যন্ত দুর্গে পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকার পর বনু কায়নুকা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে আত্মসমর্পণ করে। তিনি তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করে গনিমতস্বরূপ তাদের যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

বনু নজিরের ভূ-সম্পত্তি : রাসুলুল্লাহ (সা.) মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে নির্দেশ দেন-'তুমি ইহুদিদের গিয়ে বলো, যেহেতু তোমরা আমাদের সঙ্গে ওয়াদা ভঙ্গ করেছ; তাই আমাদের এলাকা থেকে বেরিয়ে যাও।' (তাবারি) অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বনু নজিরকে ১৫ দিন ঘেরাও করে রাখেন।...শেষ পর্যন্ত তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দাবি মেনে নেয় এবং এই শর্তে আপস-মীমাংসা করে যে তাদেরকে হত্যা করা হবে না, অবশ্য বাসগৃহ ও জমিজমা থেকে তাদের বেদখল করে সিরিয়া প্রান্তরে নির্বাসন দেওয়া হবে। (তাবারি)। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। ফলে তারা নিজেদের সব অস্থাবর সম্পত্তি উটের পিঠে করে নিয়ে যায়। তারা তাদের ঘরের দরজা, এমনকি চৌকাঠ পর্যন্ত খুলে নিয়ে গিয়েছিল। (তারিখে তাবারি, পৃষ্ঠা-১৪৫২)। ঐতিহাসিক মাসউদির মতে, উপরোক্ত ঘটনা চতুর্থ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। (মাসউদি, আত তানবিহ ওয়াল আশরাফ)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বনু নজিরের ভূ-সম্পত্তির নিরঙ্কুশ মালিক হলেন বটে, কিন্তু তা নিজের দখলে না রেখে মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। ওই জমি থেকে তিনি আবুবকর, আবদুর রহমান বিন আউফ, আবু দাজানা প্রমুখকে জায়গির প্রদান করেছিলেন। (ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা-১৮)

বনু কুরায়জা : বনু কুরায়জা মদিনার ইহুদিদের মধ্যে একটি শক্তিশালী গোত্র ছিল। এরা খুবই বেঈমান ও বিশ্বাসঘাতক ছিল। খন্দকের যুদ্ধের সময় এরা আক্রমণকারী কাফির কুরাইশদের সমর্থন করে। অতঃপর বনু কুরায়জার সম্পত্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অধীনে আসে। তারা খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশকে সাহায্য করেছিল বলে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। ১৫ দিন পর্যন্ত মুসলমানদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার পর তারা সাদ বিন মুয়াজ (রা.)-এর ওপর তাদের ফয়সালার ভার

দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। সাদ বিন মুয়াজ (রা.) শেষ পর্যন্ত ফয়সালা করেন যে বনু কুরায়জার সব পুরুষকে হত্যা করা হবে এবং তাদের স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের ক্রীতদাসে পরিণত করে তাদের স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। (বালাজুরি, ফুতুহুল বুলদান; তাবারি, পৃষ্ঠা-১৪৯২) এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) সেগুলো সমানুপাতিক হারে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। (কিতাবুল আমওয়াল, পৃষ্ঠা-২৮২ ও ৬৯৩)

মোট কথা, হিজরতের পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে মদিনা এবং এর আশপাশের সব জমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অধীনে চলে আসে। যেসব জমি যুদ্ধ মারফত দখল করা হয়েছিল, তিনি সেগুলো মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেন এবং যেগুলো যুদ্ধ ছাড়াই অধিকৃত হয়েছিল সেগুলো রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজ অধিকারবলে মুহাজির ও নিজ আনসারদের এ থেকে ভূমিদান করেছিলেন। (কিতাবুল আমওয়াল, পৃষ্ঠা-২৮২ ও ৬৯৩)

খায়বারের ভূ-সম্পত্তি : হিজরতের সপ্তম বর্ষের প্রথম দিকে খায়বারের উর্বর অঞ্চল এবং তার খেজুরের বাগানগুলো রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অধীনে আসে। খায়বারের অধিবাসীরা বেশ কিছুদিন মুসলমানদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার পর এই শর্তে আত্মসমর্পণ করে যে তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তাদের ছেলেমেয়েদেরও বন্দি করা হবে না। অবশ্য তারা জমি, সোনা, রুপা ও অন্যান্য মাল-সম্পদ মুসলমানদের হাতে সোপর্দ করে দেশ ছেড়ে চলে যাবে। তারা শুধু ওই সব সম্পদ সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, যা তাদের দেহের সঙ্গে আছে। (ফুতুহুল বুলদান, চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা-২৩)

খায়বারের জমিকে ৩৬ অংশে বিভক্ত করা হয়, যার প্রতিটি অংশ আবার শত অংশে বিভক্ত ছিল। ১৮টি অংশ মুসলমানদের ভাগে পড়ে, যা তারা সমানুপাতিক হারে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। এর একটি সাধারণ অংশ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ছিল। বাকি ১৮ অংশ অতিথি-মেহমান ও রাষ্ট্রদূতদের ব্যয়ভার বহন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্য যেসব প্রয়োজন দেখা দিত সেগুলো পূরণের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। (ফুতুহুল বুলদান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬)

জমিগুলো যখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অধীনে আসে তখন শ্রমিকের অভাব থাকায় তিনি সেগুলো আধি হিসেবে (অর্ধেক উৎপাদন মালিকের এবং অর্ধেক শ্রমিকের) ইহুদিদের দিয়ে দেন। এই কর্মধারা আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালেও বহাল থাকে। ওমর (রা.) যখন খলিফা হন তখন যেহেতু মুসলমান শ্রমিকের অভাব ছিল না তাই তিনি ইহুদিদের সিরিয়ার দিকে নির্বাসিত করে তাদের সব ভূ-সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। (আবু উবায়েদ কাসিম বিন সালাম, কিতাবুল আমওয়াল, পৃষ্ঠা-৫৬; ফুতুহুল বুলদান পৃষ্ঠা-২৬)

এই ইহুদিদের বিতাড়িত করার পেছনে আরো অনেক কারণ ছিল, সেগুলোর মধ্যে তাদের গাদ্দারি এই বিতাড়নের পেছনে প্রধান কারণ।

ওয়াদিউল কুরার ভূ-সম্পত্তি : রাসুলুল্লাহ (সা.) খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় ওয়াদিউল কুরায় পদার্পণ করে সেখানকার অধিবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা এ দাওয়াত অস্বীকার করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ (সা.) জয়ী হন এবং ওয়াদিউল কুরার সব ধন-সম্পদ গনিমত হিসেবে লাভ করেন। তিনি এ থেকে এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করেন এবং শস্যক্ষেত ও খেজুরবাগানগুলো তাদের হাতেই রেখে দেন। তিনি তাদের সঙ্গে সেরূপ সমঝোতা করেন যেরূপ খায়বারবাসীদের সঙ্গে করেছিলেন। (ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা-৩৪)

মক্কায় ভূ-সম্পত্তি : মক্কা বিজয়ের পর রাসুলুল্লাহ (সা.) মুহাজির সাহাবাদের মক্কায় তাদের যেসব ভূ-সম্পত্তি এবং ঘরবাড়ি ছিল তা দখল করে নেওয়ার অনুমতি দেন; তিনি (সা.) সব জমি ও ঘরবাড়িকে মালে গনিমতের অন্তর্ভুক্ত করেননি। (মাসউদি, আত তানবিহ ওয়াল আশরাফ)

তায়েফের ভূ-সম্পত্তি : মক্কা বিজয়ের পর রাসুলুল্লাহ (সা.) তায়েফ ঘেরাও করেন। অতঃপর ঘেরাও প্রত্যাহার করেন। কয়েক মাস পর ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে বনু সাকিফের একদল প্রতিনিধি মদিনায় আগমন করলে তারা তাদের ভূ-সম্পত্তি এবং বিষয়-আশয় সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতিপত্র লিখিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের প্রতিশ্রুতিপত্র লিখিয়ে দেন। ফলে তারা তাদের ভূ-সম্পত্তির ওপর দখলদার থাকে।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

আজকাল
বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা
বাসা ভাড়া/রুম ভাড়া/রুমমেট চাই: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ২৫ ডলার
পাত্র/ পাত্রী চাই: এক সপ্তাহ ২০ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩৫ ডলার
লোক আবশ্যক: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
বেবি সিটার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
ড্রাইভার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
আপনি আমাদের অফিসে এসে বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন। আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা ফোন, ইমেইল, ফ্যাক্সেও বিজ্ঞাপন নেই। ফোন-ইমেইল-ফ্যাক্সে বিজ্ঞাপন দিলে আপনার ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার এবং এক্সপাইরেশন ডেট দিতে হবে। আমাদের পেপার শুক্রবারে ছাপা হয়। আমরা সারা সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞাপন নেই। আমাদেরকে বিজ্ঞাপন দেবার শেষ সময় বৃহস্পতিবার রাত ১০টা।
Email: ajkalnews@gmail.com
যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন >> ৬৪৬-২৬৭-৭৭৫১ | ৯১৭-৫১৯-১১৫১

ব্যাথার যন্ত্রনায় ভুগছেন ? আর কোন চিন্তা নয়!

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রেই আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিজিক্যাল থেরাপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

প্লাস ফিজিক্যাল থেরাপি পিসি
PLUS PHYSICAL THERAPY PC

40-16 74th street Elmhurst, NY 11373

আমরা অভিজ্ঞ মহিলা থেরাপিস্ট দ্বারা যত্নসহকারে মহিলা এবং পুরুষ রোগীদের ১০০ শতাংশ সেবা দিয়ে থাকি।

যে কোন ধরনের ব্যাথা নিরাময়ের জন্য আমাদের এখানে এসে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় বোধ করুন।

বিস্তারিত জানতে কল করুন

তাহেরা রহমান : ৬৪৬-৮৭২-৯৭৬৮

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable

বিনা খরচে বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

রবিবার জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা ও ব্রঙ্কস শাখা খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনা
- আমরা ৩০ বছর যাবত আপনাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছি

ঘরে বসে টাকা পাঠতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ - ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জে এর মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণ করুন
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশীদার হোন

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগা করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-882-1081	JAMAICA 374-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845
	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590	

আমাদের সার্ভিস নিন -আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSE IS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, IF-------

নিউইয়র্কে মহান একুশ উদযাপিত

১ পৃষ্ঠার পর

জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, সদস্য সচিব তৌফিক খান, কামরুজ্জামান কামরুল, হাসান খান, হাসান জিলানী, অনিক রাজ, আবুল কালাম ভুইয়া, হারুন উর রশিদ, স্মরণিকা কমিটির আখতার বাবুল, মনসুর কাশেম চৌধুরীসহ অসংখ্য মানুষ উপস্থিত

ছিলেন। বিকেল থেকে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি। নিউইয়র্কের সিনেটর জন লু আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে প্রতিযোগিদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল অফিসে অমর একুশে উদযাপন করা হবে।

বাংলাদেশ সোসাইটি আয়োজিত অমর একুশের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে-বাংলাদেশ কনস্যুলেট, নিউইয়র্ক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইনক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন। অব নর্থ আমেরিকা, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন

অব আমেরিকা, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ডিইএব) যুক্তরাষ্ট্র শাখা সিলেট এম.সি. এন্ড গভ। কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউ.এস.এ ইনক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখা ও অঙ্গসংগঠন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি) যুক্তরাষ্ট্র শাখা ও অঙ্গসংগঠন, জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা ও অঙ্গসংগঠন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), যুক্তরাষ্ট্র, বঙ্গমাতা পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র শাখা, বাংলাদেশী স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা ইনক, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনক, মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইন চিটাগাং এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইন ও বাংলাদেশ স্ব সোসাইটি ইউ.এস.এ ইনক, বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন ইনক, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইউ.এস.এ. ইনক, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইন সোনার উপজেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইনক, সেনবাগ উপজেলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউ.এস.এ, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক ইউ.এস.এ., বাংলাদেশী আমেরিকান সোসাইটি, নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউ.এস.এ ইন সিলেট গণদাবি পরিষদ

ইউ.এস.এ ইনক, বাংলাদেশ আমেরিকান পোট্রাল এ্যামপ্লয়িজ এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার, বাড়ী হোম কেয়ার, ফিলাডেলফিয়া হোম কেয়ার, ইয়োলো সোসাইটি নিউইয়র্ক, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইন্ক, নিউইয়র্ক, শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন নিউইয়র্ক ইন, চাটখিল সোসাইটি ইউ.এস.এ ইনক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সোসাইটি অব ইউ.এস.এ. ইনক, নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব, নারায়ণগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক, শেনবাগ সোসাইটি -মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইনক, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউ.এস.এ. ইন্ক, নিউইয়র্ক গোলাপগঞ্জ সোসাইটি ইন, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইন -সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক, ফেঞ্চুগঞ্জ অর্গানাইজেশন অব আমেরিকা ইনক, যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ সদন সমিতি ইনক, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক, লাখাই উপজেলা এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক, কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক, ওসমানীনগর এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক, সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক, প্রবাসী নরসিংদী জেলা সোসাইটি ইউ.এস.এ ইনক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইনক, কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউ.এস.এ ইনক, বগুড়া সোসাইটি এস.এ এ ইন প্রবাসী শরিয়তপুর সমিতি ইউ.এস.এ, ইনক, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনক, নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি অন্যতম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ-এর উদ্যোগে মহান একুশে উদযাপিত হয়েছে উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস বিপা, বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন, অনুপ দাশ ড্যান্স একাডেমি, নীলা ড্যান্স একাডেমি, অভ্রা সাহা ড্যান্স একাডেমি। এখানে ছবি আঁকা প্রতিযোগিতারও নানা আয়োজন ছিল। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন নর্থ আমেরিকা ইনক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন উত্তর আমেরিকা ইন, জাহাঙ্গীর নগর এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, ইডেন কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যুক্তরাষ্ট্র কমান্ড, বাংলাদেশী আমেরিকান আর্টিস্ট ফোরাম, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা), বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন অনুপ দাশ ড্যান্স একাডেমি (আডা), রবীন্দ্র একাডেমি, নিউইয়র্ক সিটি বাংলাদেশী সিভিল সার্ভিস সোসাইটি, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন নিউইয়র্ক চ্যাপ্টার, প্রবাসী বরিশাল বিভাগীয় কল্যাণ সমিতি ইউএসএ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ

আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব, চাটখিল উপজেলা সমিতি ইউএসএ ইনক, গাইবান্ধা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক, গোপালগঞ্জ ফাউন্ডেশন আমেরিকা ইনক, রংপুর জেলা এসোসিয়েশন ইনক, প্রবাসী শরীয়তপুর সমিতি ইউএসএ ইনক, নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক, প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন, সবিতা মাদার এন্ড চিলড্রেন ফাউন্ডেশন, কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক এসোসিয়েশন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ইউনাইটেড হিন্দুস অব ইউএসএ, মৈত্রী ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম সমিতি অব নর্থ আমেরিকা, চিটাগাং রাইজিং অন্যতম।

প্রবাসি সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন কমিটি ইউএসএ ইনক এর সভাপতি এডভোকেট মাহাবুবার রহমান বকুল, সাধারণ সম্পাদক কাজী এম আর খান সেলিমসহ কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উনবাঙালের একুশে বইমেলা আজ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে এক সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা একথা জানান। মেলার আহবায়ক ফখরুল আলমের পরিচালনায় সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কবি কাজী জহিরুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন মেলার সদস্য সচিব আহসান হাবিব এবং লেখক রওশন হক। উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ মাকসুদুল ইসলাম টুটুল, ফজলুর

রহমান, কাজী আজহারুল হক মিলন, আবু নাসের, কাজী ফৌজিয়া, শামীম।

আয়োজকরা জানান, প্রথমবারের মত অনুষ্ঠেয় বই মেলায় এই মেলায় বেশ কিছু বইয়ের স্টল থাকবে। তবে, কোন প্রকাশকের স্টল থাকবে না, মেলার স্টল থাকবে কবি ও লেখকদের হাতে। আগামীতে আরো বৃহৎ আকারে এই মেলার আয়োজন করা হবে। মেলার উদ্বোধন হবে আজ ২১ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৫টায়, এর আগে সাড়ে চারটায় ১৬৮ স্ট্রিট জ্যামাইকে থেকে মেলার ভেন্যু পর্যন্ত র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। ২২-২৩ ফেব্রুয়ারি মেলা চলবে সকাল ১১ টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত।

লিখিত বক্তব্যে কবি কাজী জহিরুল ইসলাম বলেন, শুদ্ধ শিল্পের নিবিড় চর্চা- এই স্লোগান সামনে রেখে গত এক দশকের বেশি সময় ধরে নিউইয়র্কে শিল্প-সাহিত্যের চর্চা করছে উনবাঙাল। এরই ধারাবাহিকতায় অমর একুশের চেতনাকে ধারণ করে ফেব্রুয়ারি মাসে ৩ দিনব্যাপী একটি বইমেলা আয়োজন করা হয়েছে। এজন্য ফখরুল আলমকে আহ্বায়ক এবং আহসান হাবিবকে সদস্য সচিব করে ৮৩ সদস্যের একটি মেলা উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৩ সদস্যের একটি উপদেষ্টা কমিটিও করা হয়েছে যার সভাপতি এবং বইমেলার উদ্বোধক বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক মনজুর আহমেদ।

পুরো তিনদিনই মঞ্চে কবিতা পাঠ, বই নিয়ে আলোচনা, পুঁথিপাঠ, নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, দেশের গান, শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন আয়োজন, চিরায়ত বাংলা গান ইত্যাদি চলবে। মেলার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্টল নেবেন লেখকেরা, প্রকাশক বা বই বিক্রেতা, ব্যবসায়ীরা নয়। ফলে লেখকের সঙ্গে পাঠকের একটা সরাসরি যোগাযোগ ঘটবে। তবে স্টল যারা নেবেন তারা ছাড়াও যে কোনো লেখকের বই স্টলে রাখা যাবে।

তিনি বলেন, উনবাঙাল আয়োজিত একুশে'র বইমেলার লক্ষ্য হবে নিউইয়র্কের সর্বস্তরের বাঙালি বইপ্রেমী, সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আয়োজনটি করার কারণে বড়ো একটি জায়গা পাওয়া যায়নি। জ্যামাইকার প্রাইভেট স্কুল ইসলাম একাডেমির নির্বাহী প্রধান মো. শহীদুল্লাহ তাদের স্কুলটি মেলার জন্য দিয়েছেন। উনবাঙাল ইসলাম একাডেমির প্রতি কৃতজ্ঞ। বড় জায়গা না পেলেও আমরা নিউইয়র্কে বসবাসকারী সর্বস্তরের মানুষের বিপুল সাড়া পেয়েছি, মানুষের অন্তরের এক সুবিশাল প্রান্তরের খোঁজ আমরা পেয়েছি, যা আমাদের আশান্বিত করেছে, সামনের বছরগুলোতে আরো ব্যাপকভাবে এই আয়োজন আমরা করতে পারবো। দর্শনের দিক থেকে এই বইমেলা রাজনীতি ও ধর্ম নিরপেক্ষ একটি উন্মুক্ত মঞ্চ।

এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে সংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে উনবাঙালের আয়োজকরা বলেন, আমাদের সাথে কারো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতা নেই। আমরা সবাইকে নিয়েই বই মেলা করতে চাই। তারা বলেন, এই মেলায় আমরা 'মুক্তধারা'কেও আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আবার আমরাও মুক্তধারার বইমেলায় অংশগ্রহণ করবো। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারিতে আমাদের বই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। আমরা স্থানীয় কবি এবং লেখকদের গুরুত্ব দিয়েই বই মেলার আয়োজন করছি।

বিয়ানীবাজার সমিতির পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

৬৪ পৃষ্ঠার পর

মহিউদ্দিন দেওয়ান।

প্রধান অতিথি আজিজুর রহমান সেলিম বলেন, বাঙালি আমেজে অনুষ্ঠিত এ মেলায় আসতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। বিদেশের মাটিতে পিঠা খাওয়ার চর্চা করলে আমেরিকায় বেড়ে ওঠা শিশুদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হবে এবং দেশের কৃষ্টি কালচার শিখতে পারবে। বিয়ানীবাজার সমিতি এমন আয়োজনকে সাধুবাদ জানাই।

উৎসবের আহবায়ক হিসেবে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সমিতির মহিলা সম্পাদিকা রাহনা ফেরদৌসী রেশেন ও সদস্য সচিব আব্দুল হান্নান দুলু। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- মকবুল রহিম চুনই-সাবেক সভাপতি বিয়ানীবাজার সমিতি, মোহাম্মদ উদ্দিন কলিম, মোস্তফা কামাল-সাবেক সভাপতি বিয়ানীবাজার সমিতি, রোকন হাকিম-সাধারণ সম্পাদক জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, মোহাম্মদ আলীম-অর্থ সম্পাদক জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, গীতিকার গউছ উদ্দিন খান- সাবেক সহ-সভাপতি বিয়ানীবাজার সমিতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমেদ মোস্তফা বাবুল, ডিজু মোহাম্মদ-প্রচার সম্পাদক বাংলাদেশ সোসাইটি, অনিকরাজ- সাংস্কৃতিক সম্পাদক বাংলাদেশ সোসাইটি, হান্নান খান-কার্যকরী সদস্য বাংলাদেশ সোসাইটি, গোলাম মরতুজা, কামাল চৌধুরী, কামাল আহমেদ, ইসলাম উদ্দিন পংকি, হুমর উদ্দিন লোদী, আবু তালহা-সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক বিয়ানীবাজার সমিতি, ইসলাম উদ্দিন, জামাল আহমেদ, আব্দুল বাছিত, আবু তাহির আসাদ, ইকবাল আহমেদ, হাসনুজ জামান চৌধুরী, নুরুল ইসলাম, আবু তাইয়ব তালহা, ফয়জুল আহমেদ, সাব্বির আহমেদ, সিকন্দর টনি, হেলাল উদ্দিন, আলাল উদ্দিন, তানিম চৌধুরী, শাহিন আহমেদ, মিসাদ উদ্দিন, স্বপন আহমেদ, নাঈম খালেদ, বদরুল ইসলাম, ফয়জুল আহমেদ, সাংবাদিক মিসবাহ আহমেদ, আরিফ আহমেদ, মিসবাহ উদ্দিন, শাহাদত হোসেন রাকি, শাওন আহমেদ, সানি হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন নীপা জামান ও মরিয়ম মারিয়া।

GOLDEN AGE
HOME CARE

হোম

সর্বোচ্চ পেমে

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে সহায়তা করা হয়।

PCA

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

হো

Please C

- Salary & Benefits
- Weekly Payments
- Direct Deposit

Shah
Presiden
646-5

আমাদের নিজস্ব PCA ও HHA ট্রেনি

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillside
Jamaica, NY 1
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-

Email: info@goldenagehomecare.c

কেয়ার
ন্টের নিশ্চয়তা
A AND CDPAP SERVICE
সর্বাধিক জনপ্রিয়
ম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
ontact
Nawaz MBA
t & CEO
591-8396
ং স্কুল আছে
FFICE
e Ave
432
820
115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
We Hire And Train HHA/PCA Certificate Holder AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
om | www.goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

পোস্টাল এ্যামপ্লয়িজ এসোসিয়েশন অভিষেক

১ পৃষ্ঠার পর

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গোল্ডেন এইজ হোমকেয়ার প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও ও আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন খান ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার। উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির কার্যকরী সদস্য হাসান সরওয়ার্দী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক হাসান জিলানী, সাহিত্য সম্পাদক আখতার বাবুল, পোস্ট মাস্টার মো. হুমায়ুন কবির ও পোস্ট মাস্টার মো. আহমেদ, ড. রুমা চৌধুরী, মিজানুর রহমান ও অসিম সাহা।

সংগঠনের সভাপতি ফারুক হোসেন মজুমদারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এস আলম মিনার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এস আলম মিনা-এর পুত্র সামান আলম মোয়াজ ও মোঃ মোজাম্মেল হক এর মেয়ে ফাতেমা ওয়াকিয়া। সংগঠনের সহ-ওয়েলফেয়ার সম্পাদক উত্তম সমদ্দারের গীতা পাঠ করেন। পরে বাংলাদেশ এবং আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করা বাংলাদেশী-আমেরিকান শিশুদের সহ নবীনদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানস্থল প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার আব্দুল হাকিম মিয়া, মিজানুর রহমান, মনিরুল ইসলাম ও উপদেষ্টা পরিষদ এর সদস্য ও নির্বাচন কমিশনবৃন্দ।

আমিনুল ইসলাম চৌধুরীর পরিচালনায় নব-নির্বাচিত কমিটিকে শপথ পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার আব্দুল হাকিম মিয়া। এ সময় নতুন নেতৃবৃন্দকে পরিচয় করিয়ে একে একে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। অর্থ সম্পাদক মোঃ আমানুল ইসলাম তিনি বিগত বছরের হিসাব সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এর কাছে হস্তান্তর করেন।

প্রচার সম্পাদক মোঃ মোজাম্মেল হক সংগঠনের কার্যকরি ২০২৫-২০২৬ সকলের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্যসহ অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপদেষ্টা মিজানুর রহমান, সিনিয়র সহ-সভাপতি সানি গোপ্ত, সহ-সভাপতি মতি লাল দাস, আজিজুল হক শেখ, সাধারণ সম্পাদক ফ্যামিলী ওয়েলফেয়ার অব গোপালগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ইউ এস এ ইনক, এম ডি গোলাম মোর্তুজা সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ফ্যামিলী ওয়েলফেয়ার অব গোপালগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ইউ এস এ ইনক, ডা মিতা সভাপতি মাওলা মানিক মাওলা ফাউন্ডেশন, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবীব, মো. ফখরুল ইসলাম বাচ্চু সভাপতি রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনক, রবিউল আলম সভাপতি প্রবাসী মঙ্গল সমিতি ইনক, পরেশ সাহ ফিন্যান্সিয়াল স্ট্র্যাটেজিক ফর সিকিউর ফিউচার, পোস্টাল ইউনিয়ান ডেলিগেট সিরটেজ্যা টি টমান, আর্নেস্ট টৌমসি, ব্রিয়ান ওটিরেঞ্জ, রানিং ফর এক্সিকিউটিভ ভাইস

এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

বাড়ী ক্রয়ের এখনই সঠিক সময়!

SELL YOUR PROPERTY FASTER WITH TOP $$$

Resdential, Commercial, Foreclosure HUD Sale, Short Sale Specialist.

20 Years Experience

BUY - SELL - RENT

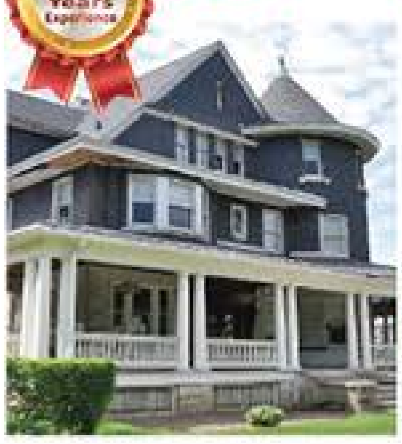

আপনার বাড়ীর Free Market Analysis and Consultation এর জন্য যোগাযোগ করুনঃ

মোহাম্মদ সেলিম রেজা

Lic. Real Estate Sales Person

আমরা বাংলায় কথা বলি

ফোনঃ 929-393-7331

Mohammad Salim Reza (MBA)

NYC Licensed Realtor, Professional/ Couteous!

Tel. 929-393-7331

Email: mrezarealtor@gmail.com

EXIT

EXIT REALTY PRIME

189-10 Hillside Ave, Suite E, Queens, NY 11423

Office: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254

VISA VISA VISA VISA VISA VISA VISA VISA VISA

- Canada Visa Processing
- UK Visa Processing
- USA Visa Processing
- India Visa Processing
- Dubai Visa Processing
- Saudia Visa Processing
- Australia Visa Processing
- Thailand Visa Processing
- Schengen Visa Processing

- সৌদি ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের ভিসা এপ্লিকেশন প্রসেস করি

BANGLA TRAVELS

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372

* Visa Issued by Consulate General

VISA VISA VISA VISA VISA VISA VISA VISA VISA

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের ভিসা প্রসেস করি

সৌদি আরবের ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

ইন্ডিয়া মাল্টিপল / মেডিকেল ভিসা

১০ বছরের কানাডিয়ান মাল্টিপল ভিসা

USA 5 YEARS MULTIPLE TOURIST VISA

দ্রুত ভিসা প্রসেস করার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

SCHENGEN TOURIST VISA

এক ভিসাতে ভ্রমণ হবে ২৭টি দেশ

BANGLA TRAVELS

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার

*Visa Issued by Consulate General

NEW YORK OFFICE

7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS
NY 11372. কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়
PHONE : 917-396-4140, 917-592-7828
E-MAIL : digitalonetravel@gmail.com
www.digitalonetravel.com

DHAKA OFFICE

NAGAR SHEFALI, FLOOR # 03, HOUSE # 09
ROAD # 17, BLOCK-E, BANANI, DHAKA-1213
PHONE : +88 01711256871, +88 01711256872
E-MAIL : digitalonetravel@gmail.com
www.banglatravel.net

কুয়েটে কেন এমন সংঘাত, কী হচ্ছে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে

৬ পৃষ্ঠার পর

প্রতিনিধিত্ব করেন, তাহলে সেখানে নামের কাতারে জীবনানন্দের নামও থাকবে।
তাহলে এই নাম পরিবর্তনের রাজনীতিটা আসলে কী?

তিন.

ছাত্রীদের একটা হলে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকারী প্রক্টর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে পোস্ট দিয়েছেন, সেটিকে চরম অসংবেদনশীল চিন্তা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে অসংবেদনশীল শিক্ষকদের প্রক্টরের পদে বসানোর প্রথা থেকে কেন আমরা বের হতে পারলাম না? চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ঘটনার জেরে শিক্ষার্থীদের ওপর বহিষ্কারের খড়্গ নেমে এসেছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দায় ও দরদ দেখালে ঘটনা কি এই পর্যায় গড়াতে পারত?

চার.

অভ্যুত্থান বাংলাদেশের সমাজে বড় একটি পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বিশেষ করে যাঁদের বয়স ১৪ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে খবরদারি, নজরদারি ও কর্তৃত্ববাদী চিন্তা ও সংস্কৃতির জোয়াল থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। ৫ আগস্ট হাসিনা সরকারের আনুষ্ঠানিক পতন হলেও মূল পতন ঘটে গিয়েছিল ১৬ জুলাই রাতে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের শিক্ষার্থীরা প্রবল প্রতাপশালী ছাত্রলীগের দুর্গে প্রথম মোক্ষম আঘাত হেনেছিলেন। হল থেকে তাঁরা ছাত্রলীগের নেতাদের বের করে দিয়েছিলেন। সেই পথ ধরেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হলগুলো থেকে ছাত্রলীগকে বের করে দিয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে ছাত্রলীগকে বিতাড়ন ছিল কৌশলগত বিজয়। সেই বিজয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরাই মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁরা ভালো করেই জানতেন যে কোনোভাবে ছাত্রলীগ ফিরে এলে ভয়ংকর প্রতিশোধ নেবে। এর পরও তাঁরা ঝুঁকি নিয়েছিলেন। সেই পথ ধরেই রচিত হয়েছে নতুন বাংলাদেশের ইতিহাস।
আওয়ামী লীগের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়কে এমনভাবে রাজনৈতিকীকরণ করা হয়েছিল যে হলের গেটের দারোয়ানও ছাত্রলীগ হয়ে উঠেছিলেন। নিপীড়ন, লাঞ্ছনা, অবমাননার জীবন থেকে শুরু করে তাঁদের জীবনের প্রতিটি বাস্তবতা নিয়ন্ত্রিত হতো ভয়ংকর কর্তৃত্ববাদী পরিবেশে। এই স্বৈরতান্ত্রিক পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থীরা মুক্তি চেয়েছিলেন। ফলে তাঁরা আর চান না ক্যাম্পাসের পরিবেশ আবার পুরোনো ধারায় ফিরুক। তাঁরা চান না তাঁদের সহপাঠীদের কেউ কেউ তাঁদের প্রভু হয়ে উঠুক। তাঁদের ওপর আধিপত্য করুক।

পাঁচ.

অভ্যুত্থানের যে বিশাল শক্তি তৈরি হয়েছিল, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দলীয় লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি থেকে মুক্ত করে দেওয়ার বড় সুযোগ তৈরি হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের প্রশ্নটি সবার আগে সামনে আনার দরকার ছিল; কিন্তু সেটি সবার আগে চাপা দেওয়া হয়েছে। উপাচার্যসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্ব বাছাইয়ের দলীয় রাজনীতিকে পুরোপুরি বাদ দেওয়ার সুযোগও তৈরি হয়েছিল; কিন্তু সেটি হয়নি। অধিকাংশ পদে দলীয় লোকদেরই বসানো হয়েছে।
অন্তর্বর্তী সরকারের এই নীতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কীভাবে জ্ঞান চর্চা ও প্রশিক্ষিত নাগরিক তৈরির কেন্দ্র হিসেবে কীভাবে গড়ে তোলা যায়, সেই প্রশ্নগুলোও চাপা পড়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব আইনের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ করে, সেসব আইন-বিধি পাল্টানোর আলোচনাও চাপা পড়ে গেল।
এর বদলে কোথাও কোথাও কেউ কেউ এমন সব দাবি নিয়ে হাজির হতে শুরু করলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের বাস্তবতা থেকে ভিন্ন এক গ্রহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যান চলাচলে বিধিনিষেধ দেওয়া হলো। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ও সেই পথ ধরল। কোথাও কোথাও খবরদারি, কর্তৃত্ব, জবরদস্তির নানা খবর শোনা যাচ্ছে। চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত না মানলে নারী শিক্ষার্থীরা হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। কোথাও কোথাও ছাত্র-শিক্ষক কীভাবে চলবেন, সেই নিয়মবিধিও ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে।
আশা করা হয়েছিল, অভ্যুত্থানে ডাকসুসহ ছাত্রসংগঠনগুলোর নির্বাচনের পথ খুলবে; কিন্তু সে পথও রুদ্ধ হয়ে আছে। ছাত্রসংগঠনগুলোর পরস্পরবিরোধী অবস্থানের কারণে কবে নির্বাচন হবে, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।
অভ্যুত্থানের ছয় মাস পর কুয়েটে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং অন্যান্য ক্যাম্পাসের ঘটনাপ্রবাহ বলছে, অভ্যুত্থানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্যাম্পাসের স্বৈরতান্ত্রিক পরিবেশ থেকে মুক্তির যে বড় আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল, তা বুঝতে নীতিনির্ধারকেরা ব্যর্থ হয়েছেন। সেই পুরোনো ধারায় রাজনৈতিক শিক্ষকদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যেও ক্যাম্পাস নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার সেই একই ধারার রাজনীতি দেখা যাচ্ছে। তাহলে অভ্যুত্থান থেকে কে কোন শিক্ষাটা নিল?
ক্যাম্পাসে দলীয় লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতি ও শিক্ষকরাজনীতি কতটা ভয়াবহ সংকট তৈরি করে তা আমরা কয়েক দশক ধরে দেখে আসছি। স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে গণতান্ত্রিক কাঠামোর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে গেলে সংস্কার বলি, পরিবর্তন বলি, তার সূচনা এখান থেকেই করা দরকার। কিন্তু সেটা করা হয় নাই। সে কারণেই প্রশ্নটা উঠেছে, সম-সুযোগ ও সম-অধিকারের কথা বলা হলেও কেউ কেউ কেন বেশি সুবিধা পাবে?
গণ-অভ্যুত্থান সবখানেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির প্রশ্নটাকে সামনে এনেছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে রাজনৈতিক শিক্ষকদের নিয়োগ দিয়ে, কথিত রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস আশা করা কতটা যুক্তিসংগত? চূড়ান্ত বিচারে এখানে রাজনীতি সমস্যা নয়, সমস্যা পুরোনো ধারার লেজুড়বৃত্তিক ও কর্তৃত্ববাদী কাঠামোর রাজনীতি। কেননা, ছাত্র-জনতা রাজনীতি নিয়ে হাজির না হলে, শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের অবসান হতো না।
লেখক: প্রথম আলোর সম্পাদকীয় সহকারী।

মুক্তিযুদ্ধ বাদ দিয়ে বাংলাদেশে রাজনীতি করা সম্ভব নয়

৬ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জামায়াত-শিবির মুক্তিযুদ্ধকে প্রাধান্য দিয়ে রাজনৈতিক যত কৌশলই গ্রহণ করুক না কেন, সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীরা তাদের সে কৌশল ধরতে সক্ষম।
জামায়াতকে এ দেশে রাজনীতি করতে হলে অবশ্যই একাত্তরে তাদের ভূমিকা পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।
২৫ মার্চ ক্র্যাকডাউনের পর এপ্রিলেই গোলাম আযমের নেতৃত্বে জামায়াতের পূর্ব পাকিস্তানের অংশ প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ঘোষণা দিয়েই বসে থাকেনি তারা, দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহায়তায় জামায়াত ও সহযোগী সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা ও কর্মীদের রাজাকার, আলবদর, আলশামসে নিয়োগ দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় এমন সহযোগী বাহিনী বাঙালি গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটপাটসহ এমন কোনো মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড নেই, যাতে তারা অংশ নেয়নি। গোলাম আযম সেদিন বুঝতে পারেননি জামায়াতের এ পরিণতি হবে।
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে জামায়াত-শিবিরের প্রকৃত অবস্থান ও বর্তমান রাজনৈতিক কৌশলের কথা যখন উঠেছে, তখন এ প্রসঙ্গে কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে। রাজনৈতিক ফায়দার উদ্দেশ্যে জামায়াত-শিবির মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বর্তমানে যে কৌশলই গ্রহণ করুক, দেশবাসীর কাছে একাত্তরে তাদের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকার কথা স্বীকার করে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত কোনো কাজ হবে না। মুক্তিযুদ্ধে জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের পূর্বসূরি ইসলামী ছাত্র সংঘ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। জামায়াত মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের অপরাধের কথা কখনো স্বীকার করেনি। বরং একাত্তরে তাদের ভূমিকা সঠিক ছিল বলে বক্তৃতা-বিবৃতি দেয়। 'একাত্তরে বাংলাদেশের কনসেপ্ট' ছিল না বলেও দাবি করে। ইদানীং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বর্তমান জামায়াতের প্রধান বলেছেন, 'একাত্তরে আমরা "কোনো ভুল" করে থাকলে এবং তা "যদি" সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়, আমরা জাতির কাছে ক্ষমা চাইব।'
এসব ভালো কথা বলে মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করলেও এযাবৎ একাত্তরের ভূমিকা পুনর্মূল্যায়ন করে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করার কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করছে না। অথচ সাধারণ মানুষসহ শিক্ষার্থীদের সংগঠনে ভেড়ানোর জন্য মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন ও বিভিন্ন সময়ের গণ-আন্দোলনকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। প্রতিনিয়ত নিয়ম করে জাতীয় দিবসগুলো পালনে গ্রহণ করছে নানা কৌশল।
জামায়াত-শিবির ভালো করেই জানে মুক্তিযুদ্ধ বাদ দিয়ে বাংলাদেশে রাজনীতি করা সম্ভব নয়। এ কারণেই মুক্তিযুদ্ধকে ব্যবহার করে নানা কৌশলে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের দলে টানতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা তাদের নতুন সংশোধিত গঠনতন্ত্রেও মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করেছে। ৬৩ সংস্করণের ভূমিকায় বলা আছে, 'যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছে, সেহেতু এই মৌলিক বিশ্বাস ও চেতনার ভিত্তিতে শোষণমুক্ত ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের উদ্দেশে বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামীর এই গঠনতন্ত্র প্রণীত ও প্রবর্তিত হইল।' গঠনতন্ত্রে শুধু সংশোধন আনলেই হবে না। একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কর্মকাণ্ডের কথা তাদের স্বীকার করে নিতে হবে। সেদিন তারা বাঙালি জাতির সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা ও জঘন্য অপরাধ করেছিল, তা স্বীকার করে নিয়ে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। শুধু ক্ষমা চাইলেই হবে না; বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে জামায়াত-শিবির যে মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছে, তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তা প্রমাণও করতে হবে।
লেখক: অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল।

একুশের চেতনা যুগে যুগে অনুপ্রেরণা জোগাবে

১২ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এবং অত্যাচারীর মসনদ ভেঙে উড়িয়ে দেয়। '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৯-র গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ন্যায়সংগত এবং ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানাতে পারলে কোনো আন্দোলনই বৃথা যায় না।
পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং সামরিক শাসক এইচএম এরশাদের পতনের পেছনেও একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। আসলে একুশ আমাদের স্বাধীনভাবে আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচতে শেখায়। সর্বশেষ গত জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ফ্যাসিবাদী সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। এ আন্দোলনের পেছনেও একুশের চেতনা কাজ করেছে।
একুশের মূল চেতনা হচ্ছে অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করা এবং রক্ত দিয়ে হলেও চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা। বাংলাদেশের মানুষ এ পর্যন্ত যতগুলো আন্দোলন করেছে, তার প্রতিটির পেছনেই কোনো না কোনোভাবে বৈষম্য এবং ন্যায্য অধিকার ফিরে পাওয়ার লক্ষ্য কাজ করেছে। একুশের চেতনাও ছিল ঠিক তাই। কাজেই বাংলাদেশের মানুষের অধিকার আদায়ে কোনো আন্দোলনকেই একুশের আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করা যায় না।
একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা শুধু বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এর চেতনা অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক। একুশ আমাদের শিখিয়েছে মাথা নত না করতে। একুশ আমাদের শিখিয়েছে কীভাবে সাধারণ মানুষের ন্যায়সংগত অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করতে হয়। এ অঞ্চলে ভাষাভিত্তিক একটি আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের বীজ একুশের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে রোপিত হয়। পাকিস্তান ছিল ধর্মভিত্তিক একটি রাষ্ট্র আর বাংলাদেশ হচ্ছে ভাষাভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য অনেক গভীর ও সুদূরপ্রসারী।
সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, ভাষা আন্দোলন ছিল আমাদের জাতিসত্তার পরিচয়বাহী একটি ঘটনা। ভাষা আন্দোলনে মূলত শিক্ষার্থীরাই নেতৃত্ব দেয়। কিন্তু তাদের সেই আন্দোলনের প্রতি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছিল। ভাষা আন্দোলন ছিল অত্যন্ত যৌক্তিক ও ন্যায়সংগত দাবি। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক কেন তার নিজের মাতৃভাষায় কথা বলতে পারবেন না? কেন তাকে বিদেশি ভাষায় কথা বলতে এবং দাপ্তরিক কাজকর্ম সম্পাদন করতে হবে? মাতৃভাষা মানুষের জন্মগত অধিকার। কোনোভাবেই সেই অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র সৃষ্টিতে এ অঞ্চলের মানুষের সমর্থন ও পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা ছিল। ভাষা আন্দোলন জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রেখে চলেছে।
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বাংলা মায়ের যেসব শ্রেষ্ঠ সন্তান জীবন দিয়েছেন, তাদের সেই আত্মত্যাগ কখনোই বৃথা যাবে না, যেতে পারে না। একুশের চেতনা আমাদের যুগ যুগ ধরে পথ দেখাবে, প্রেরণা জোগাবে। প্রতিটি দুর্যোগ-বিপাকে একুশের চেতনা জাতিকে পথ দেখিয়ে চলেছে।
সম্প্রতি ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে বিশ্বের এক নিষ্ঠুর ও নিকৃষ্ট স্বৈরাচারী শাসক শেখ হাসিনার সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। ছাত্র-জনতার দাবি মেনে না নিয়ে আন্দোলনকারীদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। ফ্যাসিবাদী শাসকের অনমনীয় মনোভাবের কারণে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত এক দফা অর্থাৎ সরকার পতনের আন্দোলনে পরিণত হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত হয়েছিল, তারাও একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল। তারা শত অত্যাচার-নির্যাতনের মুখেও পিছু হটেনি। তারা একুশের চেতনায় অনুপ্রাণিত ছিল।
ভাষা আন্দোলনও ছিল বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন ছিল পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে ভাষার ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। আর এবারের ছাত্র আন্দোলনও ছিল বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। এ বৈষম্য ছিল সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা সুবিধার নামে সৃষ্ট বৈষম্যের বিরুদ্ধে। পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে বর্তমান বাংলাদেশ পর্যন্ত যতগুলো আন্দোলন হয়েছে, তার সবগুলোর পেছনেই বৈষম্য নিরসন এবং ন্যায়সংগত অধিকার আদায়ের ইস্যুটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে সরকার পতন হওয়ার পর সমাজ থেকে সব বৈষম্য দূরীকরণ হয়েছে, এটি মনে করার কোনো কারণ নেই। এখনো আমাদের দেশে সামাজিক বৈষম্য প্রকটভাবে বিরাজমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুটি প্রধান চেতনা বা উপলক্ষ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভোটের মাধ্যমে সরকার গঠনের অধিকার আদায় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণ। এ দুটি অধিকার আমরা এখনো অর্জন করতে পারিনি।
বিগত সরকারের আমলে সাড়ে ১৫ বছর দেশে কোনো গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। দেশের ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। তাদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে সমাজে দুটি শ্রেণি সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে একশ্রেণির মানুষ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিত্তের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। আরেক শ্রেণির মানুষ ক্রমেই দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ থেকে ২৩ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার সমতুল্য ২৮ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে। সরকারি দলের নেতারা এবং সরকারসমর্থক গোষ্ঠীগুলোই এ অর্থ বিদেশে পাচার করেছে। একশ্রেণির মানুষ রাষ্ট্রীয় সম্পদ নানা কৌশলে হাতিয়ে নিয়ে বিদেশে পাচার করেছে। ফলে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে।
উন্নয়ন প্রকল্পের নামে বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করে সেই ঋণের অর্থ লুটে নিয়েছে সরকারসমর্থক একটি বিশেষ মহল। ফলে দেশ এখন কার্যত বিদেশি ঋণনির্ভর হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ছিল ৪ হাজার ১১৭ কোটি মার্কিন ডলার।
গত ডিসেম্বর শেষে দেশের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৬৪ কোটি মার্কিন ডলার সমতুল্য ১১ লাখ ৭ হাজার ৪০ কোটি টাকায়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আগামীতে নতুন করে ঋণ গ্রহণ করে তা থেকে বিগত সময়ে গৃহীত ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের নামে গৃহীত ঋণের একটি বড় অংশই লোপাট করা হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে দেশের অর্থনীতির যে ক্ষতি করা হয়েছে, তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এদেশের জনগণকে ভোগ করতে হবে।
এমতাবস্থাতে সৃষ্ট সমাজের সব অন্যায়, অবিচার, বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনা নিরসনে একুশের চেতনা যুগ যুগ ধরে আমাদের প্রেরণা জোগাবে।
লেখক: সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাহরাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত।

পোস্টাল এ্যামপ্লয়িজ এসোসিয়েসন অভিষেক

৩৪ পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট এনএএলসি ব্রাঞ্চ-৩৬, টাইম ফর চেঞ্জ। আরও বক্তব্য রাখেন পোস্ট মাস্টার এম আহমেদ।
বাংলাদেশী আমেরিকান পোস্টাল এ্যামপ্লয়িজ এসোসিয়েশন ইউ এস এ ইনক পক্ষ থেকে কভিড ১৯ এবং সমাজসেবায় কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য শাহ নেওয়াজ, আতাউর রহমান সেলিম, মঈন চৌধুরী, মহিউদ্দিন দেওয়ান, মোঃ আলী, আব্দুর রহিম হাওলাদারকে ক্রেস্ট প্রদান করে সম্মাননা জানানো হয়।
প্রধান অতিথি শাহ নেওয়াজ তার বক্তব্যে কার্যকরি কমিটি ২০২৫-২০২৬ সদস্যদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এছাড়া সংগঠনের মঙ্গল কামনা ও সকল প্রকার সহায়তার কথা ব্যক্ত করেন।
সমাপনী বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি ফারুক হোসেন মজুমদার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে, সবার মঙ্গল কামনা করেন।
অনুষ্ঠানে সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন পুর্বিতা সাহা, প্রাপাঞ্জলী সাহা ও প্রাপাঞ্জিতা গোপ, শশী পোদ্দার, সূর্য পোদ্দার, সৌজিত রায় চৌধুরী, প্রামী গোপ ও ক্লোজআপ-১ তারকা শশী।

যুক্তরাষ্ট্রের ডেল্টা এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট উল্টে আহত ১৯

৬২ পৃষ্ঠার পর

সময় রানওয়েতে বিপুল পরিমাণ তুষার জমা ছিল। পাইলট আকাশ থেকে রানওয়ে নির্ধারণ করতে পারেননি বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রতিদিন বিশ্বের ৫২টি দেশের ২৪২টি গন্তব্যে ডেল্টার ফ্লাইট যাতায়াত করে থাকে। কানাডার বৃহত্তম ও ব্যস্ত বিমানবন্দরে ৮০জন যাত্রী নিয়ে ফ্লাইট অবতরণের সময় উড়োজাহাজটি উল্টে গিয়ে ১৯ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি এ ঘটনায় আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছেন টরেন্টো পিয়ারসন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কর্মকর্তারা। এর আগে এক প্রতিবেদনে বলা হয়, পিয়ারসন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের সময় ডেল্টা এয়ারলাইনসের উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয়েছে।
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, উড়োজাহাজটি মিনিয়াপোলিস থেকে আসছিল। তারা ঘটনা সম্পর্কে অবগত। এ ঘটনায় সব যাত্রী ও ক্রুকে উদ্ধার করা হয়েছে। উড়োজাহাজ দুর্ঘটনার আগে ব্যাপক তুষারপাত হয়েছে। তবে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে টরেন্টো পিয়ারসন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বলেছেন, এখনও দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি। তবে শীতকালীন আবহাওয়ার কারণে অনেক ফ্লাইট দেরিতে চলাচল করছিল। কানাডার পরিবহনমন্ত্রী অনিতা আনন্দ বলেছেন, তিনি ঘটনাটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন।

নিউইয়র্ক সিটির চার ডেপুটি মেয়রের পদত্যাগ

৬২ পৃষ্ঠার পর

প্রত্যাহারের পরই এই পদত্যাগের ঘটনা বলে জানা যায়। পদত্যাগকারী ডেপুটি মেয়ররা হলেন- মেরিয়া টোরেস-স্প্রিংগার, আন উইলিয়ামস-আইসম, মীরা যোশি এবং চন্সি পার্কার। সিটি হলের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, পদত্যাগগুলো তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে না এবং তারা আগামী কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত অবস্থান করবেন, যাতে বদলির প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এর আগে ম্যানহাটনের প্রাক্তন ইউএস অ্যাটর্নি মেয়র এবং বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে 'কুইড প্রো কো' চুক্তির অভিযোগ তুলেছিলেন। এ পদত্যাগগুলোর পেছনে যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে, তারা বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে অ্যাডামসের বিরুদ্ধে মামলার চার্জ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্তের পরবর্তী পরিস্থিতিতে তাদের ভূমিকা অব্যাহত রাখার সুযোগ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এরই মধ্যে কিছু আইনপ্রয়োগকারী কর্মকর্তাও পদত্যাগ করেছেন, যারা অ্যাডামসের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের ইমিগ্রেশন নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। এই পদত্যাগের পর গত সোমবার প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয় এবং নিউইয়র্ক সিটি নেতারা সিটি কাউন্সিল স্পিকারসহ, মেয়র অ্যাডামসকে পদত্যাগ করতে আহ্বান জানান। অন্যদিকে নিউইয়র্ক সিটির কিছু আইন প্রণেতা অ্যাডামসের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং দাবি করেছেন, ট্রাম্পের সঙ্গে তার রাজনৈতিক সম্পর্ক শহরের মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। অ্যাডামস এসব দাবি অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন, আমি কখনো ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করিনি। আমি শুধুমাত্র নিউইয়র্ক সিটির ৮.৩ মিলিয়ন নাগরিকদের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মেয়র গত ১৬ ফেব্রুয়ারি তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাদের পদত্যাগ না করার জন্য বা অন্তত সিদ্ধান্ত বিলম্বিত করার চেষ্টা করেছেন। পদত্যাগকারী ডেপুটি মেয়ররা তাদের পদে কত দিন পর্যন্ত থাকবেন তা এখনো স্পষ্ট নয়, তবে তারা নিজেদের দায়িত্বের সুষ্ঠু হস্তান্তরের জন্য কিছু সময় ধরে থাকবেন। মেয়র অ্যাডামস এক বিবৃতিতে বলেছেন, তাঁরা চারজন দুর্দান্ত জনসেবক ছিলেন এবং আমাদের শহর পুনর্গঠনের জন্য তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের বিদায় আমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক, কিন্তু বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো দেখে আমি তাদের সিদ্ধান্ত বুঝতে পারি। এই পদত্যাগের পর পরিস্থিতি আরো জটিল হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

শহীদ মিনারে প্রধান উপদেষ্টার শ্রদ্ধা নিবেদন

১ পৃষ্ঠার পর

ভাষাশহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন।
রাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ ত্যাগ করেন।
এরপর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ ও অন্যান্য বিচারকবৃন্দ। প্রধান বিচারপতির পর একসঙ্গে ফুলেল শ্রদ্ধা জানান অন্তর্বর্তীকালী সরকারের উপদেষ্টাবৃন্দ। তারা শহীদ বেদী ত্যাগ করলে বাংলাদেশে নিয়োজিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও কূটনৈতিক মিশনের সদস্যরা ফুলেল শ্রদ্ধা জানান।
একসঙ্গে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তিন বাহিনী প্রধান। এরপর প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ. এম. এম. নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে অন্যান্য কমিশনারবৃন্দ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এরপর ফুলেল শ্রদ্ধা জানান, আইজিপি, ডিএমপি কমিশনার, আনসার মহাপরিচাল, ডিজিএফআই মহাপরিচালক, বিজিবি মহাপরিচালক, র‍্যাব মহাপরিচালক, এনএসআই মহাপরিচালক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি ড. নিয়াজ আহমেদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও অমর একুশে উদযাপন কমিটির সদস্যরা শহীদ বেদীতে ফুল দেন।
রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ওই এলাকা ত্যাগ করলে সর্বস্তরের জনগণের জন্য শহীদ মিনার খুলে দেওয়া হয়। এরপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও সাধারণ মানুষ পুষ্পার্ঘ অর্পণের মাধ্যমে ভাষাশহীদদের স্মরণ করেন।

যুক্তরাজ্যেও অবৈধ অভিবাসী ধরপাকড় : চারদিকে আতঙ্ক

১ পৃষ্ঠার পর

ভিত্তিতে বাসা বাড়িতেও গিয়ে হানা দিচ্ছে পুলিশ। শুধু চলতি বছরের জানুয়ারিতেই রাজধানী থেকে ১৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের সবারই ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই তারপরও তারা অবৈধভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছিলেন। পাশাপাশি অবৈধ অভিবাসীদের কাজ দেয়ার অপরাধে প্রতিষ্ঠান গুলোর মালিকদেরকেও করা হচ্ছে মোটা অংকের জরিমানা। এ নিয়ে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আতংক ও উদ্বেগ বেড়েছে। অভিবাসীদের বসবাসের প্রক্রিয়া নিয়মিতকরণে পরামর্শ দিচ্ছেন আইনজীবীরা। গত সপ্তাহে অবৈধ অভিবাসী গ্রেফতারের একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে হোম অফিস। তথ্য বলছে, চলতি বছরের জানুয়ারিতেই যুক্তরাজ্যজুড়ে ৬০৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
২০২৪ সালের ৫ জুলাই থেকে ২০২৫ সালের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে ৫ হাজার ৪২৫টি স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ৩ হাজার ৯৩০ জন অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেফতার করেছে ব্রিটিশ পুলিশ। এই সময়ে অবৈধ কর্মসংস্থানের বিরুদ্ধে চালানো অভিযানের পরিমাণ আগের তুলনায় ৩৮ শতাংশ বেশি। ২০১৮ সালের পর এবারই সর্বোচ্চ অবৈধ অভিবাসীকে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠায় বৃটিশ সরকার। যেখানে চার্টার ফ্লাইট ভাড়া করে পাঠানো হয় ৮৫০ জনকে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, ভোটারদের সমর্থন ধরে রাখতে ক্ষমতাসীন লেবার সরকার বৈধ অভিবাসন প্রশ্নে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। তবে নির্বাচনের আগে প্রত্যাশা ছিল লেবার সরকারে আসলে ইমিগ্রেশন নীতি সহজ করবেন। কিন্তু বর্তমানে তা উল্টো চিত্র প্রদর্শন করছে।

আব্দুল্লাহ সুইটসের নব যাত্রা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমে জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ এভিনিউ ও ৭৩ স্ট্রিটে অবস্থিত রেস্টুরেন্টটির নব যাত্রা শুরু হয়। শুক্রবার জুমার নামাজের পর আহলে বায়াত মিশন মসজিদের খতিব ও ইমাম মুফতি ড. সাইফুল মোস্তাফিজ বিল্লাহ রাব্বানীর মোনাজাত ও সৈয়দ

মুসতাকজিম বিল্লাহ রব্বানীর দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের মধ্যদিয়ে উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। এ সময় সারওয়ার চৌধুরী সিপিএ, ব্যবসায়ী মাহফুজুর রহমান টুকু, আবদুল্লা সুইটসের কর্ণধার সুলতান আহমেদ, ম্যানেজার আসাদুজ্জামানসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।
সুলতান আহমেদ বলেন, আমরা সব সময় গ্রাহকদের সন্তুষ্টি ও পছন্দের মূল্যায়ন করে থাকি। সেই সঙ্গে সুলভ মূল্যে সকল অনুষ্ঠানের জন্য ক্যাটারিং সরবরাহ করে থাকি। ব্রুকলিন ও কুইন্সে আমাদের শতভাগ হালাল ও সম্পূর্ণ দেশির খাদের খাবারের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। বিশেষ করে আবদুল্লার মিষ্টি নিউইয়র্কের বাইরে বিভিন্ন স্টেটেও সুনাম কুড়িয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের পরিবার-পরিজনসহ আমাদের খাবারের স্বাদ নিতে আহ্বান জানাই।

যুক্তরাষ্ট্রে আবার বিমান সংঘর্ষ

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনার মাঝ আকাশে দুটি উড়োজাহাজের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুজন নিহত হয়েছেন বলে স্থানীয় পুলিশ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সিএনএন তাদের এক প্রতিবেদনে বলেছে, অ্যারিজোনার একটি বিমানবন্দরের কাছে মাঝ আকাশে দুটি ছোট উড়োজাহাজের সংঘর্ষে অন্তত দুজন নিহত হয়েছেন। ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড (এনটিএসবি) জানিয়েছে, সেসনা ১৭২-এস এবং ল্যানসেয়ার ৩৬০ এমকে ২ মডেলের দুটি এক ইঞ্জিন বিশিষ্ট উড়োজাহাজের মাঝ আকাশে সংঘর্ষ হয়। এ সময় প্রতিটি উড়োজাহাজে দুজন করে যাত্রী ছিলেন।
এনটিএসবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শেয়ার করা এক টুইটে জানিয়েছে, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী বিমান দুটি রানওয়ে ১২-এর ওপর থাকাকালে সংঘর্ষে জড়ায়। এটি মারানা আঞ্চলিক বিমানবন্দরের দুটি রানওয়ের মধ্যে একটি। সংস্থাটি আরও জানায়, সেসনা ১৭২-এস নিরাপদে অবতরণ করলেও ল্যানসেয়ার ৩৬০ এমকে-২ রানওয়ে ৩-এর কাছে ভূমিতে আছড়ে পড়ে এবং সংঘর্ষের পরপরই তাতে আগুন ধরে যায়। নিহতদের সম্পর্কে কোনো তথ্য জানানো হয়নি। এই প্রাণঘাতী সংঘর্ষ সাম্প্রতিক কিছু বিমানসংক্রান্ত দুর্ঘটনার ধারাবাহিকতায় ঘটল। গত মাসে ওয়াশিংটন ডিসিতে এক সামরিক হেলিকপ্টার আমেরিকান এয়ারলাইন্সের একটি যাত্রীবাহী বিমানের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে ৬৪ জন যাত্রী ও তিন ক্রু নিহত হন। ওই একই সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় একটি ছোট চিকিৎসা পরিবহন বিমান কয়েকটি ভবনের ওপর বিধ্বস্ত হয়। এতে বিমানে থাকা ছয়জনসহ অন্তত সাতজন নিহত হন।
সর্বশেষ গত সোমবার কানাডার টরন্টোতে ডেল্টা এয়ার লাইনসের একটি ফ্লাইট রানওয়েতে আগুন লাগার পর পিছলে উল্টে যায়। তবে বিমানে থাকা ৮০ জনই বেঁচে যান। আহত হন ১৯ জন।

নিউইয়র্কের কারাগারের দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের কারাগারে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে। এরপর ৪২ টি স্টেটের কারাগারে বন্দিরাপত্তদের সব ধরনের পরিদর্শন বাতিল করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে আপস্টেট কারাগারে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার আগে কারাগারের রক্ষীদের ক্রমবর্ধমান ধর্মঘট এবং কয়েদি অস্থিরতার মুখে কারেকশন কর্মকর্তারা নিউইয়র্ক স্টেটের কারাগারগুলিতে বাইরের পরিদর্শন বন্ধ করে দিয়েছেন। ইউনিয়ন কর্মকর্তারা পরে টাইমস ইউনিয়নকে বলেন যে, রক্ষীরা তাদের অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে গেছে কারণ তারা তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিল। নিউইয়র্ক ডিপার্টমেন্ট অব কারেকশনস অ্যান্ড কমিউনিটি সুপারভিশনের এক মুখপাত্র এক ইমেইল বিবৃতিতে বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে রিভারভিউ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটিতে এই ঘটনা ঘটে। রক্ষিরা তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিল।
বিশৃঙ্খলার সময় দু'জন বন্দী আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে, তবে কর্তৃপক্ষ গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কারাগারটি বন্দিদের অবস্থান থেকে পুনরুদ্ধার করে। বৃহস্পতিবার এক সংক্ষিপ্ত বার্তায়, স্টেটের কারেকশান বিভাগ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কারাগার পরিদর্শন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা বন্দীদের নতুন বিদ্রোহ অগডেন্সবার্গের সেন্ট লরেন্স নদীর তীরে একটি মাঝারি-নিরাপত্তা সাইট রিভারভিউ কারেকশন সুবিধাকে আঘাত করে। বন্দী এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতের দিকে বিশৃঙ্খলার সময় কোনও কর্মী সেখানে আহত হননি বলে জানা যায়।
বন্দীদের বিদ্রোহের পর এরি কাউন্টির কলিন্স কারেকশন কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পর সর্বশেষ দাঙ্গাটি ঘটে। কারাগারের কর্মীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। পরে ১৫-২০ জন রাত্রিকালীন রক্ষী একটি প্রশাসনিক বিভাগে ফিরে যান। এ সময় বন্দিরা কাঁচ ভাঙে এবং আবর্জনা ফেলতে শুরু করে। সেখানে প্রায় ৫০০ জন বন্দী রয়েছে।

نسك
nusuk

إثراء الخير
ITHRAA ALKHAIR

ZAM ZAM
TRAVEL US

رواف منى لخدمات الحجاج
Rawaf Mina for Pilgrims Services

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

HAJJ REGISTRATION IS OPEN

FOR US PASSPORT AND GREENCARD HOLDERS

ZAM ZAM TRAVEL US in a Partnership with
ITHRAA ALKHAIR & RAWAF MINA

Our Services

- Flight Ticket
- Visa Processing
- Hajj & Umrah Service Provider

আমরা সারা বছর
আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী
উমরাহ প্যাকেজ করে থাকি

zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com

+1 (718) 395-9697 zamzamtravelus@gmail.com

37-15 73 Street (Suite-207), Jackson Heights, NY-11372

BEST TAX EXPRESS INC.

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

CPA / IRS Enrollment Agent / Tax Filling

এ দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ব্যক্তিদের আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হলো : বেতন $ 30/Hour

সপ্তাহে : Minimum-40 ঘণ্টা

যোগাযোগ:
929 -206-9520

Best Tax Express Inc.
Jamaica, NY
929 -206-9520
besttaxexpress@gmail.com

সিলেট ট্রাভেলস্ এন্ড ট্যুরস্
SYLHET TRAVELS & TOURS

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আপনি আপনার টিকেট সংগ্রহ করতে পারেন।

Emirates · QATAR AIRWAYS · ETIHAD AIRWAYS · SAUDIA · American Airlines

ওমরাহ্ ভিসা ও টিকেটের জন্য বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

আমেরিকার যেকোন জায়গায় ট্যুরের জন্য আপনার টিকেট সংগ্রহ করুনঃ
(৫০০ এর অধিক স্থানে)

১) নায়াগ্রা ফলস্ .... ২ দিন/৩ দিন/৫ দিন
২) ওয়াশিংটন ডিসি (চেরি ব্লুজম) .... ১ দিন
৩) পেনসিলভেনিয়া (আমিষ গ্রাম) .... ১ দিন
৪) নিউইয়র্ক সাইটসিং .... ১ দিন
৫) মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম .... ১ দিন

Call: 862-262-6116

জবহেল্প এন্ড এপ্লিকেশন প্রসেসিং সার্ভিসেস
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

জবহেল্প ট্রেনিং প্রোগ্রাম

পোস্টাল জব (USPS) একটি ফেডারেল জব
ট্রেনিংঃ রবিবার-বৃহস্পতিবারঃ সকাল ১০টা-বিকাল ৩টা

ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট (NYPD)
ট্রেনিংঃ প্রতি রবিবার, দুপুর ১২টা-বিকাল ২টা

৬ ঘন্টা ডি.ডি.সি ক্লাস (Defensive Driving Course)
ট্রেনিংঃ শনিবার-বৃহস্পতিবারঃ দুপুর ১২টা-সন্ধ্যা ৬টা

বেসিক কম্পিউটার কোর্স
প্রতি শনিবার বেলা ১:০০ থেকে ২:০০ পর্যন্ত

গ্রীষ্মকালীন ট্যুর / ট্রাভেলস ২০২৪
(১) ১ দিনের ট্যুর - ম্যানহাটন সিটিবাস (২) ফেলাডেলফিয়া চেরিব্লজম
(৩) ওয়াসিংটন ডিসি চেরিব্লজম (৪) নায়াগ্রাফলস / ওয়াসিংটন ডিসি ২ দিনের ট্যুর

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১. কাস্টমার সার্ভিস	১. নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২. অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশীপ
৩. সিভিল সার্ভিস জব	৩. ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩. পাসপোর্ট কারেকশন
৪. ইউ.এস.এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫. এম.টি.এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫. NYC হাউজিং/এফোর্ডেবল
৬. আই.টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. রেজুমি/কভার লেটার

MD. ALI B.Sc., LL.B.
Rtd. Govt. Officer Bangladesh

Cell: 917-500-3937 | Phone/Fax: 917-300-6160
148-45 Hillside Ave, Suite # 203A, Jamaica, NY 11435
'F' Train or Bus: Q20A, Q20B, Q40, Q43, Q44 to Sutphin Blvd

হারের পর জরিমানাও গুনলো পাকিস্তান

৫২ পৃষ্ঠার পর

রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট এই শাস্তি দেন পাকিস্তানকে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এক ওভার কম বোলিং করেছিল রিজওয়ানরা। আইসিসির আচরণবিধির ২.২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতি ওভার কম করার জন্য খেলোয়াড়দের ম্যাচ ফির ৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়।

পাকিস্তানের অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ান শাস্তি মেনে নিয়েছেন এবং দোষ স্বীকার করেছেন। ফলে আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি।

অনফিল্ড আম্পায়ার রিচার্ড কেটেলবোরো এবং শরফুদ্দৌলা সৈকত, তৃতীয় আম্পায়ার জোয়েল উইলসন এবং চতুর্থ আম্পায়ার অ্যালেক্স ওয়ার্ফ এই অভিযোগ আনেন।

আগামী ম্যাচগুলোতে অতিরিক্ত শাস্তি এড়াতে পাকিস্তানকে তাদের ওভার রেটের বিষয়ে আরও সতর্ক থাকতে হবে।

হার দিয়ে টাইগারদের মিশন শুরু

৫২ পৃষ্ঠার পর

শুরু করল বাংলাদেশ। ব্যাটিংয়ের ব্যর্থতা ও ফিল্ডিংয়ের ভুলের কারণে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি দল।

গিলের ব্যাটে ম্লান জাকেরের সেঞ্চুরি : ভারতের ইনিংসের মাঝের দিকে দ্রুত দুই উইকেট নিয়ে টানটান উত্তেজনা তৈরি করেছিল বাংলাদেশ। তবে শেষ পর্যন্ত ম্যান ইন ব্লুজদের বিপক্ষে লড়াইয়ে টিকে থাকতে পারেনি নাজমুল হোসেন শান্তর দল। রোহিত শর্মার দলের কাছে হেরেই চ্যাম্পিয়নস ট্রফির যাত্রা শুরু করতে হলো বাংলাদেশকে। শুভমান গিলের সেঞ্চুরিতে বাংলাদেশকে ৬ উইকেটে হারিয়ে উড়ন্ত যাত্রা শুরু করেছে ভারত।

বৃহস্পতিবার দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে তাওহিদ হৃদয়ের বীরোচিত সেঞ্চুরির পরও ২২৮ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। লক্ষ্য তাড়ায় শুভমান গিলের সেঞ্চুরিতে ভারত জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় ৬ উইকেট আর ২১ বল হাতে রেখে।

উদ্বোধনী জুটিতে ৬৯ রান তোলে ভারত। দশম ওভারে রোহিত শর্মাকে রিশাদ হোসেনের ক্যাচ বানিয়ে ব্রেকথ্রু এনে দেন তাসকিন আহমেদ। ৩৬ বলে ৪১ রানে ফেরেন রোহিত।

কোহলিকে বেশিদূর এগোতে দেননি রিশাদ। ৩৮ বলে ২২ রান করে সৌম্য সরকারের হাতে ক্যাচ হন কোহলি। শ্রেয়াস আইয়ারকে ১৭ বলে ১৫ রানে বেঁধে ফেলেন মোস্তাফিজুর রহমান। এরপর অক্ষর প্যাটেলকে (১২ বলে ৮) দ্রুত তুলে নেন রিশাদ। ১৪৪ রানে ভারত ৪ উইকেট হারিয়ে ফেললে ম্যাচ কিছুটা জমে ওঠে।

এরপর পঞ্চম উইকেটে ৮৭ রানের অপরাজিত জুটি করে দল জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন গিল ও লোকেশ রাহুল। ১২৯ বলে ১০১ রানে (৯ চার ২ ছক্কা) অপরাজিত থাকেন গিল। ৪৭ বলে ৪১ রান নিয়ে উইকেটে ছিলেন রাহুল।

এর আগে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুতেই চরম বিপর্যয়ে পড়ে বাংলাদেশ। ৩৫ রানেই ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে তারা। আসা-যাওয়ার মিছিলে যুক্ত হন ওপেনার সৌম্য সরকার, নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ, ওপেনার তানজিদ তামিম ও মুশফিকুর রহিম। পাওয়ার প্লেতে রান হয় মাত্র ৩৯।

৫ বল খেলে কোনো রান করে ইনিংসের প্রথম ওভারে মোহাম্মদ শামির বলে উইকেটের পেছনে লোকেশ রাহুলের হাতে ক্যাচ হন সৌম্য।

হর্ষিত রানার পরের ওভারে শর্ট কভারে কোহলিকে সহজ ক্যাচ দিয়ে ফেরেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। তিনিও রানের খাতা খুলতে পারেননি।

তৃতীয় উইকেটে মিরাজকে নিয়ে কিছুটা স্থির হওয়ার চেষ্টা করেন তানজিদ। কিন্তু ২৪ রানের জুটি ভাঙে মিরাজ ১০ বলে ৫ রান করে আউট হলে। শামির বলে শুভমান গিলের হাতে ক্যাচ হন মিরাজ।

নবম ওভারে টানা দুই বলে দুই উইকেট শিকার করেন অক্ষর প্যাটেল। দ্বিতীয় বলে তানজিদ ও তৃতীয় বলে নতুন ব্যাটার মুশফিককে তুলে নেন তিনি। ২৫ বলে ২৫ রান করে উইকেটের পেছনে ক্যাচ হন তানজিদ। আর গোল্ডেন ডাক (১ বলে ০) মারেন মুশফিক। তিনিও বিতর্কিত দ্য উইকেটে রাহুলের হাতে ধরা পড়েন।

এরপরই ষষ্ঠ উইকেটে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে রেকর্ড গড়া জুটি করেন জাকের ও হৃদয়। এই পজিশনে ২০০৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ব্যাটার মার্ক বোচার ও জাস্টিন কেম্পের ১৩১ রানের রেকর্ড ভেঙে ১৫৪ রানের জুটি করেন তারা। দুজনেই হাঁকান ফিফটি। ১১৪ বলে

৪৩তম ওভারে জাকের আউট হলে রেকর্ড গড়া জুটিটি ভাঙে। ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ শামিকে উড়িয়ে মারতে গিয়ে কোহলির হাতে ক্যাচ হন ডানহাতি টাইগার ব্যাটার। তার আগে ১১৪ বলে চার বাউন্ডারিতে ৬৮ রান করেন জাকের। ২টি ছক্কা হাঁকিয়ে রানের গতি বাড়িয়ে দেন রিশাদ হোসেন। ১২ বলে ১৮ রান করে হর্ষিতের বলে হার্দিক পান্ডিয়ার হাতে ক্যাচ হন তিনি।

লোওয়ার অর্ডারদের অপরপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে বীরের মতো লড়াই করে ওয়ানডে ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন হৃদয়। ১১৪ বলে তিন অংকের ম্যাজিক ফিগার স্পর্শ করেন তিনি। এরপর আরও ৪ বল খেললেও কোনো রান যোগ না করেই শামির বলে আউট হন আহত হৃদয়। অর্থাৎ ১১৮ বলে ১০০ রান করেন তিনি।

ভারতের হয়ে ৫৩ রানে ৫ উইকেট শিকার করেন মোহাম্মদ শামি। হর্ষিত রানা ৩১ বলে ৩ ও অক্ষর প্যাটেল ৪৩ রানে ২ উইকেট শিকার করেন। বাংলাদেশের হয়ে ৩৮ রানে ২ উইকেট দখল করেন রিশাদ হোসেন। ১টি করে উইকেট নেন তাসকিন ও মোস্তাফিজ।

কোহলি-সৌম্যদের দেখতে অনীহা!

৫২ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে দুবাই পছন্দ ছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের। সেই দাবি মেনে নিয়েছে আইসিসি। কিন্তু ভারতের পছন্দ করা মাঠেও দর্শক কম। ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচে দেখা গেল, গ্যালারির অনেক আসন ফাঁকা। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের দেখতেও কি অনীহা দর্শকদের? দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ২৫ হাজার দর্শক বসতে পারেন। ভারতের ম্যাচ থাকলে খেলা শুরুর আগেই গ্যালারি ভরে যায়। সাধারণত এই ছবিই দেখা যায়। কিন্তু দুবাইয়ে তা হয়নি। খেলা শুরুর পরেও দেখা যায়, অনেক আসন ফাঁকা ছিল। বিশেষ করে স্টেডিয়ামের যে দিকে গ্যালারিতে রোদ পড়েছে সেই দিকে দর্শক অনেক কম ছিল। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারতের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে অনেক আগে। আইসিসি জানিয়েছে, সব টিকিট শেষ হয়ে গিয়েছে। তার পরেও গ্যালারি কেন ফাঁকা। কারণ হিসেবে কয়েকটি কারণ উঠে আসছে। প্রথমত- দুবাইয়ে বৃহস্পতিবার ছুটির দিন নয়। ভারত সেখানকার দলও নয়। সেই কারণেই হয়তো কাজের দিন দুপুরে মাঠ ভরেনি। শুক্রবার হলে অনেক বেশি লোক আসতে পারতেন। দ্বিতীয়- ভারতের ব্যাটিং দেখার জন্যই দর্শকেরা অপেক্ষা করে থাকেন। বাংলাদেশের বিপক্ষে ভারত প্রথমে বল করছে। সেই কারণে শুরুতে লোক কম হয়েছে। পরে সন্ধ্যায় ভারত ব্যাট করবে। তখন হয়তো মাঠ ভরে যেতে পারে। দুপুরে দর্শক কম হওয়ার আরও একটা কারণ দুবাইয়ে গরম।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির প্রথম ম্যাচে করাচিতেও ফাঁকা গ্যালারি দেখা গিয়েছে। খেলা শুরুর সময় স্টেডিয়ামের বহু আসন খালি দেখে প্রশ্ন তুলেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভনও। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, পাকিস্তানের মাটিতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হতে দেখে খুব ভালো লাগছে। ১৯৯৬ সালের পর প্রথম কোনও বড় প্রতিযোগিতা হচ্ছে সেখানে। কিন্তু আয়োজকরা কি স্থানীয়দের কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছেন। মাঠে দর্শক কোথায়?

এই চাপ কীভাবে সামলাবে ভারত

১২ পৃষ্ঠার পর

হাসিনা কথা বলেই চলেছেন। ভারত সরকারের যদি সায় না থাকে, তাহলে শেখ হাসিনা কী করে নির্বিবাদে তার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন! শেখ হাসিনার কর্মকাণ্ড ভারত ও বাংলাদেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে বিষিয়ে তুলছে। যতদিন শেখ হাসিনা ভারতের আশ্রয়ে থেকে বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রাখবে, ততদিন দুই রাষ্ট্রের মধ্যকার অবনতিশীল সম্পর্ক উন্নতির পথ দেখবে না। জুলাই গণহত্যা নিয়ে জাতিসংঘের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের পর হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে ভারতের ওপর নতুন করে চাপ তৈরি হয়েছে। আগামী দিনে ভারতের ওপর এ চাপ অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকবে বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা। জাতিসংঘের তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর হাসিনা সমর্থকদের হাসিনাকে সমর্থন দেওয়ার সুযোগ অনেকটাই সংকীর্ণ হয়ে গেছে। শেখ হাসিনা সম্পর্কে এ রায় যদি বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে আসত, তাহলে বলার সুযোগ থাকত এই রায় বিদ্বেষ ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপ্রসূত। এখন জাতিসংঘের প্রতিবেদনের পর অন্য কিছু বলার সুযোগ নেই। শেখ হাসিনাকে বিশ্বস্বীকৃত সংস্থা জাতিসংঘ অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে এবং নিশ্চিতভাবেই কাজটি করেছে। শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ কর্তৃক খুনি হিসাবে চিহ্নিত করার পর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়ে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, 'আমরা শেখ হাসিনা এবং তার সহযোগীদের ফিরিয়ে এনে গণহত্যার দায়ে বিচার করব'। অর্থাৎ ভারতকে এখন বিচারের জন্য হাসিনাকে ফেরত পাঠাতে হবে।

জাতিসংঘের রিপোর্ট প্রকাশের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন করে বিচারের জন্য শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠাতে ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠান, গণহত্যার দায়ে তার বিচার হতে হবে। জাতিসংঘের পক্ষ থেকেও জুলাই গণহত্যার দায়ে অভিযুক্তদের বিচারের মুখোমুখি করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, জুলাই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতরা যেন কোনোক্রমেই দায়মুক্তি না পায়।

জুলাই অভ্যুত্থানে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জাতিসংঘ কর্তৃক গঠিত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট গত ১২ ফেব্রুয়ারি জেনেভায় জাতিসংঘ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে জুলাই হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা হিসাবে ভারতের আশ্রয়ে থাকা বিতাড়িত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দায়ী করে বলা হয়েছে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা, নির্দেশনা এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে জুলাই গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিক্ষোভ দমনে হত্যার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, বিক্ষোভকারী ছাত্রদের গুলি করে হত্যার পর তাদের লাশগুলো গুম করে ফেল। জুলাই অভ্যুত্থানে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে জাতিসংঘের প্রতিবেদনে। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী, কমপক্ষে ১ হাজার ৪০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ১৩ ভাগ শিশু। আহতের সংখ্যা হাজার হাজার। জাতিসংঘের এ রিপোর্টের পর হাসিনাকে ফেরত না দিলে জুলাই গণহত্যার নৈতিক দায় ভারতকে নিতে হবে, বলেছেন রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক জুলাই গণহত্যার তদন্তের জন্য গঠিত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশে জুলাই বিক্ষোভ দমনে যে ধরনের হত্যাকাণ্ড এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে, তা মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসাবে বিবেচিত। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সবাইকে আইনের মাধ্যমে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। কেউ যেন দায়মুক্তি না পায়। পরিশেষে বলতে হয়, বাংলাদেশে জুলাই গণহত্যা নিয়ে জাতিসংঘের রিপোর্ট প্রকাশের পর দেশের ভেতরে শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীদের গণহত্যার দায়ে বিচারের মুখোমুখি করা নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার পথ অনেকটা নিশ্চিত হয়েছে। একইসঙ্গে বলা যায়, ভারত শেষ পর্যন্ত বাধ্য হবে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে। বাংলাদেশের মাটিতে তার বিচার অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ।

786

শেফ আবশ্যক

Taste of Bengal

(Indian halal Cuisine)

Up state NY এ ইন্ডিয়ান হালাল রেষ্টুরেন্টে শেফ আবশ্যক,

ভালো বেতন ও থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে।

ঃ যোগাযোগ ঃ

মনির ঃ 929-206-9520

শফিক ঃ 646-684-0637

BUY - SALE - RENT
kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS REALTY
List your House with me
I will Sell within a short time
বাড়ী দ্রুত ক্রয়- বিক্রয় ও
ভাড়ার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন
REHENA AKTER
Licensed Real Estate Salesperson
(646) 724-5933
(347) 846-1200
MLS
akter@kw.com
akter.kw.com
75-35 31ST AVENUE, SUITE 202
JACKSON HEIGHTS, NY 11370
EACH OFFICE IS INDEPENDENTLY OWNED AND OPERATED

২০ অভিবাসন বিচারককে বরখাস্ত ট্রাম্প প্রশাসনের

৬২ পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ করা হয়েছে।

জানা গেছে, অভিবাসন আদালত ব্যাপকহারে অতিরিক্ত মামলার চাপে রয়েছে। সেখানে এখন ৩.৭ মিলিয়নেরও বেশি মামলা স্থগিত রয়েছে যা দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে আশ্রয় আবেদন নিষ্পত্তিতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে।

সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে অভিবাসন পর্যালোচনা কার্যনির্বাহী অফিসে বড় পরিবর্তন হয়েছে, যার মধ্যে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মেরি চেংয়ের পরিবর্তে নতুন পরিচালক হিসেবে সির্সে ওউয়েনের নিয়োগ অন্তর্ভুক্ত। সাবেক অভিবাসন বিচারক ওউয়েন অনেক নতুন নীতি প্রণয়ন করেছেন।

সম্প্রতি নিয়োগপ্রাপ্ত অভিবাসন বিচারক কেরি ডয়েল লিংকডইনে উল্লেখ করেছেন, তিনিসহ বাইডেন প্রশাসনের আমলে নিয়োগ পাওয়া অন্যান্য বিচারকদের গত শুক্রবার ই-মেইলের মাধ্যমে বরখাস্তের খবর জানানো হয়।

এ নিয়োগের আগে ডয়েল বাইডেন প্রশাসনের অধীনে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের ডেপুটি জেনারেল কাউন্সিলর পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি তার নিজের লিংকডইন পোস্টে উল্লেখ করেন, এই বরখাস্তের ঘটনা এমন সময় ঘটলো, যখন অভিবাসন আদালতে প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন মামলা স্থগিত রয়েছে। বিচার বিভাগের (ডিওজে) পক্ষ থেকে কংগ্রেসের কাছে ইওআইআর এতে আরো লোক নিয়োগের জন্য অতিরিক্ত বাজেট চাওয়া হয়েছে।

জায়মা যদি রাজনীতিতে আসেন

১০ পৃষ্ঠার পর

গান্ধীকে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী করা হয়। ১৯৬৬ সালে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে হঠাৎ মারা গেলে ইন্দিরা গান্ধী দেশটির প্রধানমন্ত্রী হন। এর পরের কাহিনি সবার জানা। ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনার পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে গেছেন। বিশেষত আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অবদান অনস্বীকার্য। ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশ সফর করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মমতার চিত্র তুলে ধরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা উপস্থাপন ও তার সপক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে তুলতে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছিলেন। লক্ষণীয় হলো, প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার আগে তিনি রাজনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন বাবা জওহরলাল নেহরুর বিশেষ সহকারী ও লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে কাজ করে। ওই সময় তিনি নিশ্চয়ই দুই প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন; যা তাকে রাজনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ করে তুলেছিল। আরেকটি বিষয় হলো, জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পরেই পারিবারিক উত্তরাধিকারের দাবিতে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর পদে বসেননি। সে সময় সরকার ও কংগ্রেসে সবচেয়ে যোগ্য নেতা লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে বসানো হয়েছিল। তার মৃত্যুর পর ইন্দিরা গান্ধীকে মোরারজি দেশাইয়ের সঙ্গে ভোটযুদ্ধ করেই রাজ্যসভার প্রধান হতে হয়েছিল। তবে ১৯৮৪ সালে নিজের দেহরক্ষীদের হাতে ইন্দিরা গান্ধী নিহত হওয়ার পর তার ছেলে রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ বিমানচালক রাজীব গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছিল।

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোও রাজনীতিতে এসেছিলেন বাবার উত্তরাধিকারসূত্রেই। তবে তার আগে বিভিন্ন সময়ে তিনি তার বাবা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর সঙ্গে কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। বেনজির ভুট্টোর আত্মজীবনী 'ডটার অব দ্য ইস্ট' গ্রন্থে তার সবিস্তার উল্লেখ আছে। তাতে দেখা যায়, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিশেষ দূত হিসেবে জুলফিকার আলি ভুট্টো যখন নিউইয়র্কে জাতিসংঘে তৎপরতা চালাচ্ছিলেন, তখন হার্ভার্ডের শিক্ষার্থী কন্যা বেনজিরকে সহকারীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এরপর ১৯৭২ সালের জুন মাসে ভারতের শিমলায় ইন্দিরা-ভুট্টো বৈঠকের সময়ও বেনজিরকে সঙ্গে রেখেছিলেন জুলফিকার আলি ভুট্টো। ওই সময়গুলোতে রাজনীতি ও কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন বেনজির ভুট্টো। বাবা ভুট্টো তাকে নানাভাবে শেখাতেন রাজনীতি ও কূটনীতির বিভিন্ন বিষয়। বেনজির লিখেছেন, বাবা ভুট্টো তাকে বলেছিলেন, 'কূটনীতির একটা মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে সংশয় তৈরি করা; তোমার হাতের সব কার্ড (তাস) টেবিলে রেখো না' (ডটার অব দ্য ইস্ট, পৃষ্ঠা: ৬৬)। অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে একটা ধোঁয়াশার মধ্যে রেখে নিজের পরিকল্পনামতো এগিয়ে যাওয়া। সফল রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিকরা এ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন।

উত্তরাধিকারের রাজনীতির আরেক উদাহরণ শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা। চন্দ্রিকার বাবা সলোমন বন্দরনায়েকে ছিলেন শ্রীলঙ্কার জাতীয়তাবাদী বামপন্থি রাজনৈতিক দল শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও দেশটির প্রধানমন্ত্রী। ১৯৫৯ সালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সোমারামা কর্তৃক তিনি নিহত হলে তার বিধবা পত্নী সিরিমাভো বন্দরনায়েকে স্থলাভিষিক্ত হন। সিরিমাভো ১৯৬০ সালে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী হন। তাদের কন্যা চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ১৯৯৪ সালে।

অনেকে রাজনীতিতে পারিবারিক উত্তরাধিকারের বিরোধী। তারা এটাকে আখ্যা দিয়েছেন 'পরিবারতন্ত্র'। রাজনীতির অন্যান্য তন্ত্রের সঙ্গে এ এক নবতর সংযোজন। এ তন্ত্রের যারা বিরোধী তাদের যুক্তি হলো-পরিবারতন্ত্রের কারণে দলে দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত নেতাকর্মীরা যথাযথ মূল্যায়ন পায় না। যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক, পূর্বসূরি নেতার স্থলাভিষিক্ত হন তদীয় স্ত্রী, পুত্র বা কন্যা। এটা যোগ্যতর নেতৃত্ব গড়ে ওঠা বা বিকাশের পথে অন্তরায়। তাই দেশের রাজনীতি থেকে পরিবারতন্ত্রের বিলোপের পক্ষে অনেকেই সোচ্চার। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে নেতার পারিবারিক উত্তরাধিকারকে রাজনীতিতে প্রবেশ ও নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হয় সময়ের চাহিদার কারণেই। আর সে চাহিদা দলের ঐক্য অক্ষুণ্ন রাখা ও নেতার অবর্তমানে দলের অভ্যন্তরে সৃষ্ট কোন্দল থামাচাপা দেওয়ার স্বার্থে। আমাদের দেশের রাজনীতিতে সাড়ে চার দশক দাপটের সঙ্গে দুই বৃহৎ দলের নেতৃত্বে ছিলেন যথাক্রমে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। দলের ঐক্য ধরে রাখা ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিরসনের জন্যই তাদের দলের শীর্ষ পদে বসানো হয়েছিল। একজন স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন স্বামীর, আরেকজন তার বাবার। বলা নিষ্প্রয়োজন, পারিবারিক উত্তরাধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের এ অধিষ্ঠান নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন তোলেনি। এর দুটি কারণ রয়েছে। এক. উদ্ভূত সংকটময় সময়ে দলের ঐক্য ধরে রাখার জন্য এর কোনো বিকল্প ছিল না। দুই. শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে তারা তাদের দলকে সুসংগঠিত ও রাষ্ট্রক্ষমতায় নিয়ে যেতে নেতৃত্বের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্য অনেক বিষয়ে তাদের সমালোচনা থাকলেও এ ক্ষেত্রে তারা যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই। সুতরাং পারিবারিক উত্তরাধিকারই কোনো একজন রাজনৈতিক নেতার যোগ্যতার মাপকাঠি নয়। নিজস্ব কর্মকুশলতা ও কর্মদক্ষতা দিয়েই তাকে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়।

ধমনিতে রাজনৈতিক রক্তপ্রবাহের কারণেই হয়তো তারেক-কন্যা জায়মা রহমান একসময় রাজনীতিতে পদার্পণ করবেন। তার আগে তাকে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হবে। আর সেটা সম্ভব বাবা তারেক রহমানের ছায়াসঙ্গী হয়ে।

লেখক: সাংবাদিক ও রাজনীতি বিশ্লেষক।

জান্নাতের নিয়ামতরাজি

২৫ পৃষ্ঠার পর

দুঃখ-দুর্দশায় পড়বে না। জান্নাতে গিয়ে মুমিনরা চিরকাল সুখী হবে। যেমন-আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'এখানে তারা কোনো ক্লান্তি অনুভব করবে না এবং তাদের কখনো এখান থেকে বের হতে হবে না' *(সূরা আল-হিজর : ৪৮)*। এ আয়াতে কারিমায় স্পষ্ট করে জানাচ্ছে যে, জান্নাতের বাসিন্দারা কোনো ধরনের শারীরিক বা মানসিক কষ্ট অনুভব করবেন না। তারা অনন্ত সুখে থাকবেন এবং কোনো ধরনের দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হবেন না।

খাদ্য এবং পানীয়

জান্নাতের নিয়ামতগুলোর মধ্যে খাদ্য এবং পানীয়ের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। হাদিস শরিফে এসেছে, 'জান্নাতের একটি ফলের মধ্যে যে রস রয়েছে, তা পৃথিবী ও আকাশের সব পানীয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ' *(সহিহ মুসলিম)*।

আল কুরআনেও জান্নাতে মুমিনদের জন্য বিশেষ ধরনের খাবার ও পানীয়ের কথা বলা হয়েছে। যেমন-সূরা আলে ইমরানে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, 'তাদের জন্য সেখানে এমন ফল থাকবে, যা তারা চাইবে এবং তাদের জন্য এমন মদ থাকবে যা তাদের মনোরঞ্জন করবে এবং সেখানে তাদের জন্য সবকিছু থাকবে যা তাদের প্রীত করবে' *(সূরা আলে ইমরান : ১৩৩)*। এখানে বিশেষভাবে বোঝানো হচ্ছে যে জান্নাতে মুমিনদের জন্য এমন সুস্বাদু খাবার এবং পানীয় থাকবে, যা পৃথিবীতে কখনো কেউ খায়নি।

সৌন্দর্য ও পরিবেশ

জান্নাতের সৌন্দর্য নিয়ে কুরআন এবং হাদিসে ব্যাপক বর্ণনা রয়েছে। জান্নাতের অদ্ভুত সৌন্দর্য এবং অপূর্ব দৃশ্যাবলি, যা পৃথিবীর সৌন্দর্য থেকে একদম আলাদা, তা কখনো বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কুরআনে জান্নাতের বাগান, নদী, সুবর্ণ রাজপ্রাসাদ এবং মূল্যবান রত্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-আল্লাহতায়ালা পবিত্র আল কুরআনে বলেন, 'তাদের জন্য সেখানে এমন বাগান থাকবে যার নিচে নদী প্রবাহিত হবে' *(সূরা মুহাম্মাদ : ১৫)*।

এখানে নদী ও বাগানের মাধ্যমে জান্নাতের অপূর্ব সৌন্দর্য বর্ণনা করা হয়েছে। যে স্থানটি শীতল, সুগন্ধিত, এবং প্রশান্তিতে পূর্ণ এমন এক পরিবেশ যেখানে মুমিনরা শান্তির পূর্ণতা লাভ করবে। জান্নাতে প্রবাহিত নদী এবং বৃক্ষগুলো তাদের জন্য বিশ্রামের এবং আনন্দের স্থান হবে। এতে জান্নাতের চিত্র উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে, যেখানে অগণিত নদী, বাগান এবং মূল্যবান রত্নরাশি থাকবে।

অফুরন্ত আনন্দ

জান্নাতে মানুষ একে অপরের সঙ্গে পরিপূর্ণ আনন্দের সময় কাটাবে, তারা কোনো কাজের চাপ অনুভব করবে না। একে অপরের সঙ্গে বসে সুস্বাদু খাবার উপভোগ করবে এবং আল্লাহর প্রশংসা করবে। হাদিসে এসেছে, 'জান্নাতের অধিবাসীরা একে অপরকে দেখতে পাবেন এবং তাদের মুখে এক ধরনের আনন্দ ফুটে উঠবে, তারা একে অপরকে সুসংবাদ দেবে' *(সহিহ বুখারি)*।

পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে মিলন

জান্নাতে মুমিনরা তাদের পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হবে, যারা সবাই একসঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পবিত্র আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'এবং যারা ইমান এনেছে এবং তাদের সন্তানদেরও ইমানের মধ্যে অনুসরণ করেছে, তাদেরকে আমরা তাদের সন্তানদের সঙ্গে মিলিত করব' *(সূরা আত-তুর : ২১)*। এটি প্রমাণ করে যে, জান্নাতে পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গও থাকবে এবং তারা একসঙ্গে সুখী জীবন কাটাবে।

আল্লাহর দর্শন

জান্নাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো আল্লাহর দর্শন। এটি এমন একটি পুরস্কার, যা পৃথিবীতে অর্জন করা সম্ভব নয়। হাদিসে এসেছে, 'যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে এবং এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম নিয়ামত হবে' *(সহিহ মুসলিম)*।

দেহের পূর্ণ সুস্থতা

জান্নাতে মানুষ চিরকাল থাকবে এবং তাদের দেহ থাকবে পূর্ণ সুস্থ, অপরিবর্তনীয় এবং চিরকালীন। তারা কখনো বৃদ্ধ, অসুস্থ বা দুর্বল হবে না। হাদিসে এসেছে, 'জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি একেবারে তাজা, যুবক এবং সুস্থ থাকবে' *(সহিহ বুখারি)*। এটি নির্দেশ করে যে, জান্নাতে শরীরের কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না এবং তারা সর্বদা তরুণ, সুস্থ এবং শক্তিশালী থাকবে। জান্নাতের অধিবাসীরা সর্বদা সুন্দর এবং আকর্ষণীয় অবস্থায় থাকবেন।

মানবিক প্রিয়াঙ্কা...

৪৬ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানও মিটে গেছে। এবার বাড়ি ফেরার পালা। তাই লস অ্যাঞ্জেলেসের উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) পাড়ি জমান প্রিয়াঙ্কা। সঙ্গে ছিল মেয়ে মালতি মেরি।

লস অ্যাঞ্জেলসের উদ্দেশ্যে বিমানে ওঠার আগে ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরায় ধরা পড়েন প্রিয়াঙ্কা ও তার মেয়ে মালতি। সেখান থেকেই কিছু ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মুম্বাইয়ের রাস্তায় ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ি আটকে থাকার সময়, এক শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সাহায্য করছেন বলিউডের 'দেশি গার্ল'।

ভিডিওটি বেশ সাড়া ফেলেছে। সবাই ধন্য ধন্য করছেন প্রিয়াঙ্কার নামে। তিনি যে কতটা মানবিক, সেই কথাই বারবার উল্লেখ করছেন তার ভক্ত-অনুরাগীরা।

অন্য আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, বিমানবন্দরে প্রিয়াঙ্কা মেয়ে মালতিকে কোলে নিয়ে হাঁটছেন। তবে মুখ যেন দেখা না যায়, সেজন্য নিজের হাত দিয়ে মেয়ের মুখের অংশবিশেষ ঢেকে রেখেছেন।

বলা প্রয়োজন, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া প্রায় এক মাস আগে ভারতে এসেছিলেন নির্মাতা এসএস রাজামৌলি এবং মহেশ বাবুর আসন্ন সিনেমার একটি অংশের শুটিংয়ের জন্য। এরমধ্যে তিনি ভাই সিদ্ধার্থ চোপড়ার বিয়েতেও যোগ দিয়েছিলেন। বিয়ের অনুষ্ঠানের পরপরই, পিসি আবার হায়দরাবাদে গিয়ে সিনেমার কাজ শুরু করেন। এরপর ১৮ ফেব্রুয়ারি তিনি মুম্বাই ফিরে আসেন। সূত্র: দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

MARRIAGE REGISTRY OFFICE
(Certified By City)
MUFTI ABDUL ALIM
Imam: Baitul Ahad Islamic Center Inc
We provide Marriage Services with Islamic Sariah and Issue Marriage Certificate According to New York's Law
107-58 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Contact: 917-463-6918

কাজী অফিস
(সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত)
মুফতি আব্দুল আলীম
ইমাম: বাইতুল আহাদ ইসলামিক সেন্টার ইনক
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়
১০৭-৫৮ সাটফিন বুলবার্ড, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৬৩-৬৯১৮

আপনি কি সহজে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে চান?

আমরা আপনাকে সহজে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আমাদের দক্ষ ছেলে / মেয়ে ইনস্ট্রাকটার আপনাকে যত্নসহকারে নিখুঁতভাবে তৈরী করবে।

BEGINNER'S DRIVING ACADEMY

Please Call

(929) 244 7730

129-20 Liberty Avenue
South Richmond Hill, NY 11419

71-16 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372

প্রবল বৃষ্টি ও বন্যায় যুক্তরাষ্ট্রে নিহত ১৪

৬২ পৃষ্ঠার পর

এবং ওহিও এলাকার বিস্তীর্ণ জনবসতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আটলান্টিকের কিছু এলাকায় পানির স্তর বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। উপকূল-থেকে-উপকূল শীতকালীন ঝড় দ্বারা প্লাবিত হয়েছে পুরো এলাকা।

যারা মারা গেছেন তারা হলেন- জর্জিয়ায় তীব্র বাতাসে একজন, পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় একজন এবং কেন্টাকিতে ১২ জন। যা এই অঞ্চলের ধ্বংসাত্মক বন্যার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। পশ্চিম ভার্জিনিয়ার গভর্নমেন্টে 'উল্লেখযোগ্য মাত্রার বন্যার' মধ্যে আরও বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন। গত মঙ্গলবার এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্যাট্রিক মরিসি এ কথা বলেন। এক মাসেরও বেশি বৃষ্টিপাতের ফলে ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ে কেন্টাকির বেশিরভাগ অংশ প্লাবিত হয় এবং মারাত্মক বন্যা শুরু হয়। কেন্টাকি গভর্নমেন্ট বলেন, আমরা সবেমাত্র আমাদের জীবদ্দশায় দেখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়েছি। সংবাদ সম্মেলনে অ্যান্ডি বেশিয়ার এ কথা বলেন। যদিও বৃষ্টি অনেক আগেই থেমে গিয়েছিল, তবুও জলপথ ফুলে ফেঁপে যাওয়ায় পরিস্থিতি এখনও সক্রিয় ছিল।

পানির স্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় পার্শ্ববর্তী মার্টিন কাউন্টির দুটি অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স থেকে হেলিকপ্টার ও নৌকায় কমপক্ষে ২৩৭ জনকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কেন্টাকি ন্যাশনাল গার্ড এবং কেন্টাকি স্টেট পুলিশের সাথে জরুরি কর্মীরা বন্যা শুরু হওয়ার পর থেকে এক হাজারেরও বেশি উদ্ধার কাজ করেছেন বলে বেশিয়ার জানিয়েছেন।

দুনিয়াটাই কি ট্রাম্পের খাসতালুক

৫ পৃষ্ঠার পর

দশকের নির্মাণযজ্ঞের পর আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯১৪ সালে শুরু হয় এই খাল ব্যবহারের কার্যক্রম।

তবে পানামা খালের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের এই খবরদারির বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছিল পানামায়। এরই ধারাবাহিকতায় খালে মার্কিন দখলদারত্বের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভে ফেটে পড়েন পানামাবাসী। রক্তক্ষয়ী এই বিক্ষোভে প্রাণ হারান প্রায় ২৮ জন মানুষ। পানামাবাসীর ক্ষোভের পাশাপাশি পানামা খাল পরিত্যাগ করতে আন্তর্জাতিক চাপ ক্রমেই বাড়ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি। চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত ১৯৭৭ সালে খালটি পানামার হাতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য দেশটির সরকারের সঙ্গে চুক্তি করেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার। এরপরও প্রায় দুই যুগের কাছাকাছি সময়ে যৌথ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত ১৯৯৯ সালে চূড়ান্তভাবে পানামা খালের নিয়ন্ত্রণ দেশটির হাতে তুলে দেয় ওয়াশিংটন। তবে শুধু বাণিজ্যিক কারণেই নয়, সামরিক দিক থেকেও যুক্তরাষ্ট্রের জন্য পানামা খাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই খালের মাধ্যমেই একই সঙ্গে আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য। পানামা খাল দিয়ে খুব সহজেই এক মহাসাগর থেকে আরেক মহাসাগর কিংবা নিজেদের এক উপকূল থেকে আরেক উপকূলে সব ধরনের যুদ্ধজাহাজ ও সামরিক সরঞ্জাম স্থানান্তর করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র।

তবে পানামা খাল ব্যবহারের জন্য শুল্ক দিতে হয় প্রতিটি জাহাজকে। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পরিবহন হয় এই খাল দিয়ে, সে হিসাবে সবচেয়ে বেশি শুল্ক দিতে হয় যুক্তরাষ্ট্রকে। আর এতেই ক্ষুব্ধ ট্রাম্প। তাঁর মতে, এসব শুল্ক অতিরিক্ত।

২০২৩ সালে ব্যাপক খরার কারণে প্রায় মরেই যেতে বসেছিল পানামা খাল। দৈনিক এই খাল ব্যবহার করে জাহাজ পারাপারের সংখ্যা নেমে এসেছিল মাত্র ২২টিতে। সে সময় পানামা খালের দুই প্রান্তে তৈরি হয়েছিল বিশাল জাহাজজটের। খালটি পাড়ি দিতে অনেক ক্ষেত্রে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে জাহাজগুলোকে। অবশ্য পরে এই খাল দিয়ে জাহাজ চলাচল ফের স্বাভাবিক হলেও এই খাল ব্যবহারে জাহাজের শুল্ক ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন কিছুদিন আগে পানামার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া ডানপন্থী ও জাতীয়তাবাদী নেতা হোসে রাউল মুলিনো। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রই এই খালের প্রধান ব্যবহারকারী, তাই তারা বৃদ্ধির মাশুল তাদেরই বহন করতে হবে সবচেয়ে বেশি। আর তাই মুলিনোর এই শুল্ক বাড়ানোর সিদ্ধান্তেই চটেছেন ট্রাম্প।

এ ছাড়া পানামা খাল নিয়ে ট্রাম্পের এই হুমকির পেছনে রয়েছে চীনের ব্যাপারে তার উদ্বেগের বিষয়টিও। ট্রাম্পসহ যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীল মহলের অনেকেরই ধারণা, ওয়াশিংটনকে চাপে রাখতে পানামার দিকে চোখ দিয়েছে বেইজিং। এর অংশ হিসেবে পানামার আশপাশে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে প্রভাব বাড়ানোর কাজ শুরু করেছে তারা। হংকংভিত্তিক একটি কোম্পানি পানামা খালসংলগ্ন পাঁচটি বন্দরের মধ্যে দুটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। এই বন্দর দুটি পানামা খালের দুই প্রান্তে অবস্থিত। এতে যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা হয়েছে, ভবিষ্যতে পানামাকে কেন্দ্র করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়ানোর পাঁয়তারা করছে চীন, যা হুমকিতে ফেলবে পানামাকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ও সামরিক স্বার্থকে। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের এই উদ্বেগ সম্পর্কে সতর্ক রয়েছে পানামাও। ট্রাম্পের উদ্বেগ প্রকাশের প্রতিক্রিয়ায় পানামার প্রেসিডেন্ট মুলিনো বলেছেন, পানামা খাল এবং সংলগ্ন অঞ্চলের প্রতিটি ইঞ্চি পানামার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা একইভাবে নিয়ন্ত্রণে থাকবে। একই সঙ্গে পানামা খালে চীন কিংবা অন্য কোনো রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টাকেও তিনি অস্বীকার করেন।

আসলে ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে ভূরাজনৈতিক কাঠামো তৈরি এবং প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন। তবে ট্রাম্পের এ ধরনের মনোভাব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হতে পারে। ফলে সংঘাত বৃদ্ধি এবং বিশ্বের অন্য দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কে তিক্ততা তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে, গ্রিনল্যান্ডের মতো একটি ভূখণ্ড দখল করার উদ্যোগ আমেরিকার সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ও সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এ ধরনের পদক্ষেপগুলো অনেক ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কূটনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে, যা কোনো ভালো ফল বয়ে আনবে না।

এমবাপ্পের কাছে ব্যালন ডি'অর কিছুই না, যদি না...

৫২ পৃষ্ঠার পর

আমি ৫০ গোলের বেশি করতে পারি। তবে তা অবশ্যই করব।'

পিএসজি ছেড়ে রিয়ালে আসা এমবাপে এখন পর্যন্ত মৌসুমে ২৭ গোল করেছেন। ৩৭ ম্যাচে আছে ৩টি অ্যাসিস্ট। লা লিগা মৌসুমেও সেরা খেলোয়াড়ের দৌড়ে আছেন ফ্রেঞ্চ তারকা। পারফর্মের ধারাবাহিকতা ধরে রাখলে হয়ত ব্যালন ডি'অরটাও এবার উঁচিয়ে ধরতে পারেন এমবাপ্পে।

রাজনীতির অনিশ্চয়তা এখন কতটা গভীর

৭ পৃষ্ঠার পর

চান না। সংস্কার ছাড়া নির্বাচন হলে দেশে আবার আগের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ফিরে আসবে, সেই ভয় ছাত্রদের রয়েছে। নব্বইয়ের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিলে ছাত্রদের এই আশঙ্কা ফেলে দেওয়া যায় না। কোনো রাজনৈতিক দল তিন জোটের রূপরেখা বাস্তবায়নের পথ ধরেনি। ছাত্রদের ১০ দফার কথাও কেউ মনে রাখেনি। ছাত্ররা তাই বিএনপির মতো দ্রুত নির্বাচনের দাবিতে সরব নন। তাঁরা চান এমন মাত্রার সংস্কার, যাতে ভবিষ্যতে কেউ আর হাসিনার মতো স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে না পারে।

অন্যদিকে অন্তর্বর্তী সরকারে ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব থাকায় তা এক অর্থে ছাত্রদের সরকারও। তাদের দল গঠনের উদ্যোগকে তাই 'কিংস পার্টি' হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ রয়েছে। সরকারের একজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করে নতুন দলের নেতৃত্ব দেবেন, তবে আরও দুজন ছাত্র প্রতিনিধি কিন্তু সরকারে থেকে যাচ্ছেন। ফলে সরকার ও ছাত্রদের নতুন দলের মধ্যে একটি যোগসূত্র থাকছেই। এসব কারণে নতুন দল গঠনে সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সহযোগিতা বা প্রভাব এবং অর্থের উৎস নিয়ে একধরনের অস্বচ্ছতা ও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

ছাত্ররা চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছে- এই সত্য নিয়ে কারও মধ্যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু এটাও মনে রাখা জরুরি যে বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গত ১৬ বছর ধরে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন জারি রেখেছিল। এসব রাজনৈতিক দলের অনেক নেতা-কর্মী প্রাণ দিয়েছেন, জেল-জুলুম ও গুমসহ নানা নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। কোনো কিছুর একক কৃতিত্ব দাবি করার প্রবণতা আখেরে ভালো ফল দেয় না। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আওয়ামী লীগ এই কাজ করেছে, এর ফল এখন তারা ভোগ করছে।

৩.

অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রদের সঙ্গে নানা ইস্যুতে বিএনপির বিরোধ বেশ আগেই শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রপতির অপসারণ, জুলাই অভ্যুত্থানের ঘোষণা ইত্যাদি প্রশ্নে দুই পক্ষের অবস্থান ছিল ভিন্ন। বিএনপির কারণে ছাত্রদের পিছিয়ে আসতে হয়েছে। আবার ছাত্রদের নানা তৎপরতা নিয়েও বিএনপির মধ্যে অস্বস্তি রয়েছে। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর ভেঙে ফেলাকে বিএনপি ভালোভাবে নেয়নি বলেই জানা যায়।

ছাত্র-তরুণদের দল গঠনের উদ্যোগকে বিএনপি স্বাগত জানিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ছাত্রদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা বা দল গঠন নিয়ে তাদের মধ্যে একধরনের অস্বস্তি, সন্দেহ ও অবিশ্বাস রয়েছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ভাষায়, রাজনৈতিক দল গঠন করতে গিয়ে কেউ যদি রাষ্ট্রীয় কিংবা প্রশাসনিক সহায়তা নেন, সেটি জনগণকে হতাশ করবে। তা ছাড়া মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে বিএনপি যে লিখিত বক্তব্য দিয়েছে, সেখানেও একই উদ্বেগ তুলে ধরা হয়েছে।

গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের পতনের পর বিএনপিই দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক শক্তি। আগের হিসাব-নিকাশে আওয়ামী লীগের বিদায় মানেই বিএনপির ফিরে আসা। কিন্তু এখন দিন যত যাচ্ছে, তাদের মনে সন্দেহ বাড়ছে। বিএনপি মনে করছে, তারা যাতে ক্ষমতায় আসতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে চাইছে কোনো কোনো পক্ষ। তারেক রহমান সেদিনও বলেছেন, ষড়যন্ত্র চলছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এমন কিছু কি সত্যিই ঘটছে? এর জবাবে বলা যায়, রাজনীতির অন্দরমহলে কী ঘটে বা ঘটছে, তা আঁচ করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই বিএনপির মতো দলের আছে।

বিএনপি মনে করে, দল গঠনের সুবিধার জন্যই ছাত্ররা নির্বাচন পেছানোর পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। অন্যদিকে বিএনপি সম্ভবত এটা জানে যে নির্বাচনের যত বিলম্ব হবে, দলটি তত বিপদে পড়বে। আওয়ামী লীগের পতনের পর বিএনপি ক্ষমতায় এসে গেছে মনে করে দলটির স্থানীয় পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা তৎপর হয়েছেন। দখল, নিয়ন্ত্রণ ও চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে পড়েছেন অনেকে। দেশজুড়েই এসব ঘটনা ঘটছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কঠোর অবস্থানের ঘোষণা বা বহিষ্কারের মতো পদক্ষেপও তাঁদের থামাতে পারছে না। এসব ঘটনা নিশ্চিতভাবেই বিএনপির জনপ্রিয়তা ও ভোট কমাবে।

গণ-অভ্যুত্থান নতুন রাজনীতির আশা জাগিয়েছে। দেশের মানুষ আর পুরোনো রাজনীতিতে ফিরতে চায় না। বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব যদি তা বুঝেও থাকেন, স্থানীয় পর্যায়ে বা সাধারণ কর্মী-সমর্থকেরা যে তা আমলে নিচ্ছেন না তা তাদের কর্মকাণ্ডেই স্পষ্ট। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, দ্রুত নির্বাচন এবং ক্ষমতায় এসে বিএনপি কি তার দলের নিয়ন্ত্রণহীন এসব নেতা-কর্মীদের সামলাতে পারবে? নাকি আগের পুরোনো ধারায় আওয়ামী লীগের বদলে বিএনপি- এই রাজনীতিই ফিরে আসবে? সাধারণ মানুষের মনে কিন্তু এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এবং পুরোনো রাজনীতি ফিরে আসা নিয়ে তাদের মধ্যে ভয় আছে।

৪.

দেশের বর্তমান রাজনীতিতে বেশ কিছু পক্ষের ভূমিকা থাকলেও গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রসমাজ ও সবচেয়ে বড় সম্ভাব্য রাজনৈতিক শক্তি বিএনপিকে কেন্দ্র করেই বাকি পক্ষগুলোর হিসাব-নিকাশ চলবে। ছাত্রনেতাদের সঙ্গে বিএনপির যেকোনো বিরোধ, মুখ-দেখাদেখি বা সন্দেহ-অবিশ্বাস তাই দেশের রাজনীতিকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিতে পারে। তার কিছু লক্ষণ এরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে। দুই পক্ষের মধ্যে মৌলিক ও ন্যূনতম কিছু ইস্যুতে মতৈক্য আনার কোনো বিকল্প নেই। তা না হলে গণ-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

লেখক: প্রথম আলোর উপসম্পাদক।

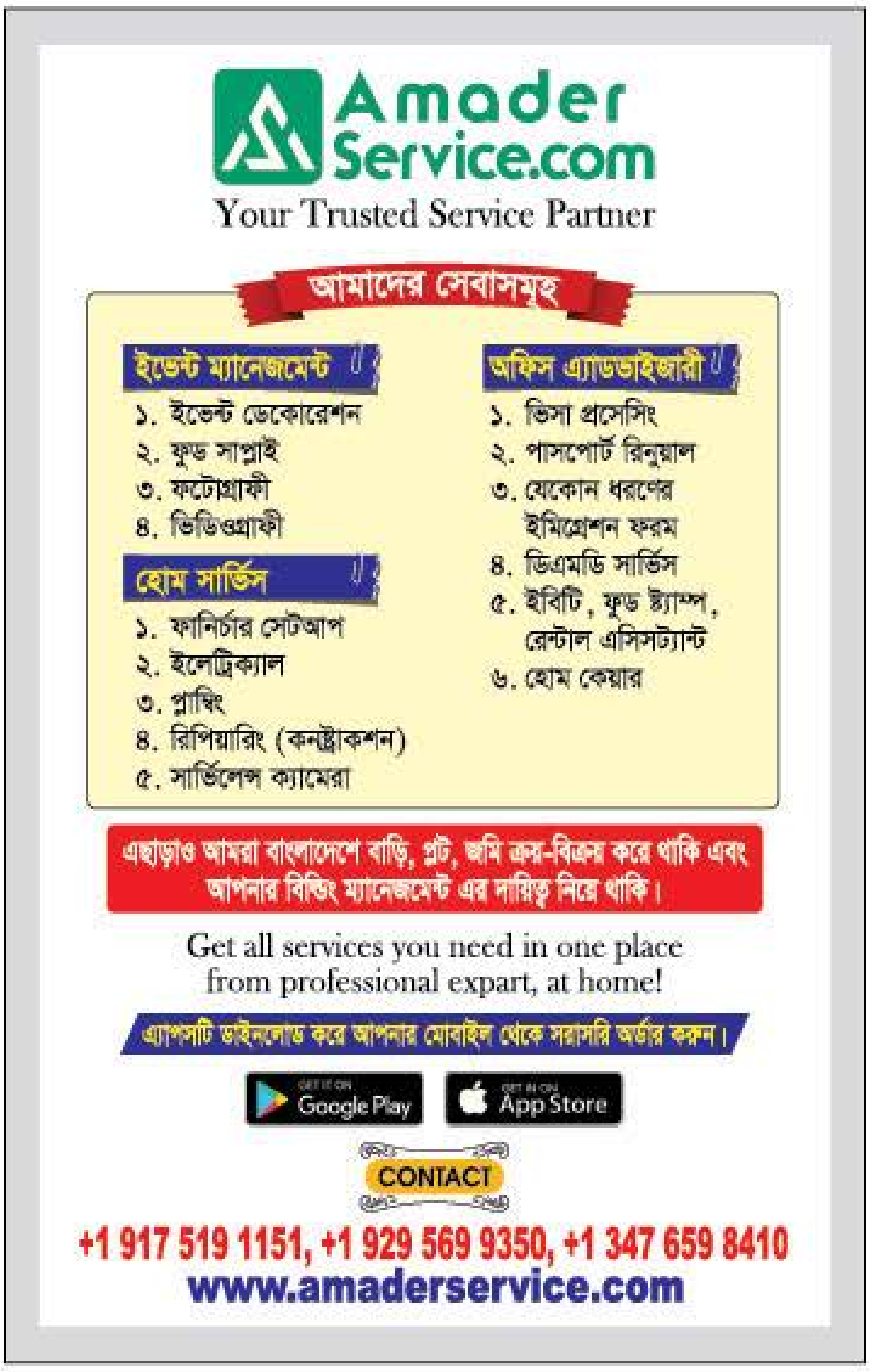

Amader Service.com
Your Trusted Service Partner
আমাদের সেবাসমূহ
ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী
হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেক্ট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা
অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ডিএমভি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড ষ্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিসট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার
এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।
Get all services you need in one place from professional expart, at home!
এ্যাপসটি ডাউনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।
Google Play
App Store
CONTACT
+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410
www.amaderservice.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া
kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY
লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।
বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।
Md. Alamgir Hossain
Associate Broker
75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com
মোঃ আলমগীর হোসেন
লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার
যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন
STAR
Photography
শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার
হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান
Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling
NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

REAL ESTATE, DIVORCE,
IMMIGRATION & SMALL BUSINESS
বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা, ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয় অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যুগাযুগ করুন
নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি
Hasan Malik, Esq.
718-433-9243
37-13 74TH ST, FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
ATTORNEY ADVERTISING

বাংলায় উসমান গাজীর ৩ সিনেমা

আজকাল বিনোদন

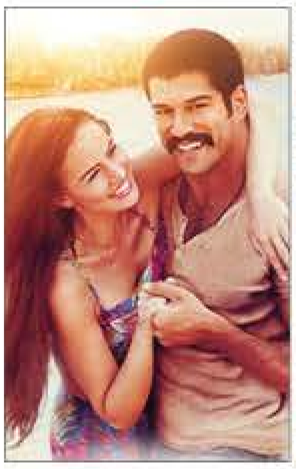

তুরস্কের অভিনেতা বুরাক অ্যাজিভিটি। বিশ্বজুড়ে তিনি উসমান গাজী নামেই পরিচিত। তুরস্কের জনপ্রিয় টিভি সিরিজ 'কুরুলুস উসমান'- এ তিনি উসমান গাজীর চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের মন জয় করেছেন। বাংলাদেশেও তুমুল জনপ্রিয় এই অভিনেতা।

সেই জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই দেশীয় ওটিটি প্লাটফর্ম দীপ্ত প্লে নিয়ে এলো বুরাক অ্যাজিভিটি অভিনীত তিনটি সিনেমা। ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকেই সিনেমাগুলো দেখা যাচ্ছে বাংলায়। ছবি তিনটি হলো 'লাভ লাইক ইউ', 'টু ফর ভাই' এবং 'মাই ব্রাদার'।

তুর্কি সিনেমাগুলোর বাংলা ডাবিংয়ে ছিলেন দীপ্ত'র নিজস্ব কণ্ঠাভিনয় টিম ও দীপ্ত টিভির নিজস্ব সংলাপ রচয়িতার দল। প্রযোজনা করেছেন মাসুদ মিয়া।

লাভ লাইক ইউ

আলী সমুদ্রতীরবর্তী গ্রামের একজন জেলে। সে মাছ ধরে আর তার বন্ধুর সাথে সমুদ্রতীরে পারিবারিক রেস্তোরাঁ চালায়। একদিন দেনিয নামের সুন্দরী আর রহস্যময় এক মেয়ে গ্রামে আসে। কে সে? কী তার পরিচয়? কেন সে ওই গ্রামে এসেছে? তা কেউ জানে না। দেনিযকে দেখে আলী মুগ্ধ হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে তারা ভালোবাসার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। বেশ হাসি-আনন্দেই দু'জনের দিন কাটছিল। হঠাৎ তাদের জীবনে দুর্বিষহ এক অতীত হানা দেয়। এমনই এক নির্খাদ প্রেমের গল্পের ছবি 'আশক সানা বেনযার', যার ইংরেজি নাম 'লাভ লাইক ইউ'। সিনেমাটিতে আলী চরিত্রে দেখা যাবে বুরাক

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

মানবিক প্রিয়াঙ্কা...

আজকাল বিনোদন

আমেরিকায় থিতু হলেও প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে ভারতে আসতেই হয় নিজের কাজ ও পরিবারের জন্য। এই যেমন এবার বেশ লম্বা সময় ভারতে কাটিয়ে গেলেন পিসি।

সিনেমার কাজ ও ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে প্রায় এক মাস আগে ভারতে আসেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। শুটিং শেষ করেছেন মাত্রই। এদিকে ভাইয়ের বিয়ের

এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

পরিচালনায় কেট উইন্সলেট

আজকাল বিনোদন

নেটফ্লিক্সের ফ্যামিলি ড্রামা 'গুডবাই জুন'-এর মাধ্যমে সিনেমার নির্মাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন কেট উইন্সলেট। অস্কার বিজয়ী এই অভিনেত্রী সিনেমাটি প্রযোজনা এবং অভিনয়ও করবেন। এখানে আরও অভিনয় করবেন টনি কোলেট, জনি ফ্লিন, আন্দ্রেয়া রাইজবরো, টিমোথি স্পাল এবং হেলেন মিরেন।

প্রাক্তন স্বামী স্যাম মেন্ডেসের সাথে উইন্সলেটের ছেলে জো অ্যান্ডার্স যৌথভাবে সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন। এটি যৌথভাবে প্রযোজনা করছেন উইন্সলেট ও কেট সলোমন।

সলোমন, উইন্সলেটের 'লি' সিনেমাটিও প্রযোজনা করেছিলেন। ভোগের ফটোগ্রাফার লি মিলারের বায়োপিক 'লি'তে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কেট উইন্সলেট। এই সিনেমার জন্য উইন্সলেট গোল্ডেন গ্লোব মনোনয়ন পেয়েছিলেন। সিনেমা 'লি' বছরের সেরা ব্রিটিশ সিনেমার জন্য বাফটা'র জন্যও মনোনীত হয়েছিলো।

এদিকে নেটফ্লিক্স 'গুডবাই জুন' কে একটি স্পর্শকাতর কিন্তু হাস্যরসে পূর্ন সিনেমা হিসেবে বর্ণনা করেছে। এই সিনেমায়, হঠাৎ করেই এক কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়। এ অবস্থায় একটা পরিবারের ভাই-বোনরা সবাই ভেঙে পড়ে। সমস্যা সমাধানের জন্য তারা সবাই একত্রিত হয়।

জানা যায়, খুব শিগগিরই যুক্তরাজ্যে 'গুডবাই জুন'-এর শুটিং শুরু হবে। এর আগে

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

শাহরুখ-সালমানদের পথেই কি হাঁটছেন রণবীর সিং

আজকাল বিনোদন

শাহরুখ খান ও সালমান খানদের পথ ধরে হাঁটছেন রণবীর সিং এমন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। ঘটনাটি একটু খুলেই বলা যাক। বলিউড তারকাদের অনেকেরই প্রযোজনা সংস্থা রয়েছে। এ তালিকায় শাহরুখ, সালমান, অজয় দেবগণ, ফারহান আখতার, প্রিয়াঙ্কা চোপড়াসহ আরও অনেকেই রয়েছেন।

এবার জল্পনা-কল্পনা শোনা যাচ্ছে রণবীর সিংও নাকি প্রযোজনা সংস্থা খুলতে যাচ্ছেন। বিগত কয়েক বছর ধরে রণবীরের চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারে ভাটা পড়েছে। বলিউডে টিকে থাকতেই কি মনে হয় প্রযোজনা সংস্থা খুলছেন এবার রণবীর- এমন প্রশ্ন তুলছেন কেউ কেউ।

করোনা মহামারির সময় থেকেই রণবীরের চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারে খানিক ভাটা পড়েছে বললে বাড়িয়ে বলা হবে না! '৮৩', 'সার্কাস', 'জয়েশভাই জোরদার' কোনো সিনেমাই তার দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ২০২৩ সালে 'রকি অউর রানি' ভালো আয় করলেও 'পাঠান', 'জওয়ান', 'গদর ২' কিংবা 'অ্যানিম্যাল'সিনেমার ব্যবসার ধারে কাছেও ছিল না রণবীরের সিনেমা। গত বছর রোহিত শেঠির 'সিংহাম এগেইন'র বিরাট বিরাট তারকাদের কাস্টিংয়ে রণবীর সিং থাকলেও, কেন্দ্রীয় চরিত্রে থাকা অজয় দেবগণ, কারিনা কাপুরই লাইমলাইটে ছিলেন। এদিকে 'ডন ৩'সিনেমার কাজ

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

আবারও ঘর ভেঙেছে হৃদয় খানের

আজকাল বিনোদন

শ্রোতাপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী হৃদয় খানের আবারও ঘর ভেঙেছে। জানা গেছে, তৃতীয় স্ত্রী হুমায়রা এ শিল্পীকে ডিভোর্স দিয়েছেন। গণমাধ্যমকে হৃদয়ের সাবেক স্ত্রী জানিয়েছেন, বিয়ের কয়েক বছর সংসার করলেও হৃদয় খানের আচরণ ও জীবনযাপনে অতিষ্ঠ হয়ে হুমায়রা নিজেই তাকে ডিভোর্স দিয়েছেন।

আরও জানা গেছে, অনেক আগেই হৃদয় খান ও হুমায়রার ডিভোর্স হয়েছে। হৃদয়ের ওপর বিভিন্ন কারণে বিরক্ত হয়ে হুমায়রা ডিভোর্স লেটার পাঠিয়েছেন। হৃদয় ও তার পরিবার ডিভোর্সের বিষয়টি গোপন রেখেছেন।

হৃদয় খান ও তার সাবেক স্ত্রী হুমায়রা। ছবি: সংগৃহীত

এ প্রসঙ্গে হৃদয় খান গণমাধ্যমকে বলেন, 'এ বিষয়টি খুব স্পর্শকাতর, ফলে এটি নিয়ে এখন কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না।'

হৃদয় খান নিজের চেয়ে বয়সে বড় দেশের জনপ্রিয় মডেল অভিনেত্রী সুজানাকে বিয়ে করে আলোচনায় এসেছিলেন। ২০১৫ সালের ১ আগস্ট সুজানাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। এরপর ২০১৬ সালের ৬ এপ্রিল তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।

২০১৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর পারিবারিক আয়োজনে হুমায়রার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন হৃদয় খান। কয়েক মাস পর রাজধানী একটি পাঁচ তারকা হোটেলে হৃদয় খান-হুমায়রার বিবাহোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল হৃদয় খানের তৃতীয় বিয়ে। এর আগেও পূর্ণিমা আকতার নামের একজনকে বিয়ে করেছিলেন এ কণ্ঠশিল্পী।

কাজের চাপে বিয়ে করতে পারছেন না নায়িকা

আজকাল বিনোদন

বলিউডের ভেতরে-বাইরে জল্পনা-কল্পনা শোনা যাচ্ছে, কৃতি স্যানন নাকি খুব শিগগিরি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন। তার হবু বর লন্ডনের কোটিপতি। নাম কবীর বাহিয়া। পাত্রের মা-বাবা দিল্লিতেই থাকেন। বিয়ের কথা দুই পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে চূড়ান্ত হলেও চলতি বছর বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারবেন না কৃতি।

চলতি বছর কৃতির বিয়ে কেনো হচ্ছে না- এ নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। বলিউড সূত্রে জানা গেছে, এবছর

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

CDPAP সার্ভিস নিয়ে
কোন চিন্তা করবেন না।

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত **FACILATOR** হিসেবে CDPAP সার্ভিস **TRANSFER** এ সহযোগিতা দিতে পারি।

আমরা বাংলায় কথা বলি

আজ এই যোগাযোগ করুন - (516) 731-7808

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইনস্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই একই বাসা থেকে আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে **CDPAP** থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

Syed Alamin
Administrator

Bestcare Corporate
3000 Hempstead Turnpike, Suite 205, Levittown, New York 11756

Email: cdpap@bestcare.com

Nassau	Queens	Bronx	Staten Island	Suffolk	Manhattan	Brooklyn
50 Clinton Street Suite 201 Hempstead, NY 11550	70-50 Austin Street Lower Level 130 Forest Hills, NY 11375	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	60 Bay Street Suite 506 Staten Island, NY 10301	97 West Main Street Bayshore, NY 11706	260 W 36th ST Suit 400, New York, NY 10018	1781 Flatbush Ave 2nd Floor Brooklyn, NY 11210

জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে

বাংলাদেশী ডাক্তার

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Internal Medicine

Geriatric Medicine

শামীম আহমেদ এম, ডি

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

35-30 , 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)

TEL: 718-205-6561

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার হিলসাইডে অভিজ্ঞ ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান

IRS e-file

নুসরাত জেরিন

CALL: 917-436-0954

- সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্ন
- কম সময় এবং নূন্যতম ফি
- ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন
- কন্সালটেশন, নোটারী পাবলিক
- নির্ভুল, ঝামেলামুক্ত ও সঠিক ট্যাক্স ফাইলিংসহ যাবতীয় কাজ এর জন্য যোগাযোগ করুন।

168-47 Hillside Avenue (FL2)
Suite B, Jamaica, NY 11432
718-480-6904, 917-436-0954
Email: globalnusrat@gmail.com

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 [LIMITED TIME OFFER]

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

Zillur Tax Accounting and Insurance

Accounting, Tax Filling, Audit, Insurance and Real State

Zillur Rahim

IRS Enrolled Agent, MBA

646-322-3254

Our Services:

- Personal tax filling
- Business tax filling
- New Business Set-up
- Immigration
- Insurance and all kind of form fill up
- Notary

IRS e-file

We help Buying, Selling and Renting

Zillur Rahim
Exit Realty Prime

88-11A, 169th St. (2nd floor) Jamaica NY-11432

646-322-3254, 718-374-3110

Email : zillurincometaxnyc@gmail.com

Zillurtaxandinsurance.com

بسم الله الرحمن الرحيم

গত শুক্রবারের খুৎবা

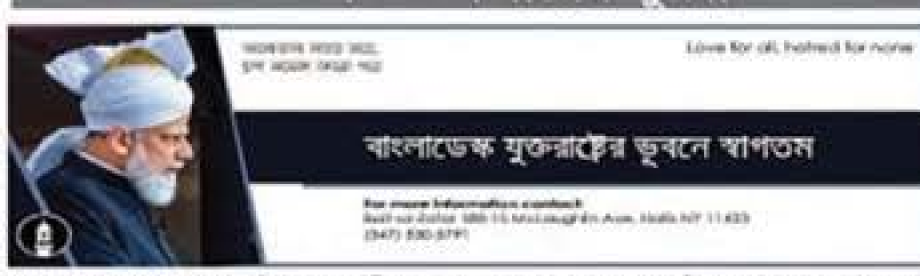

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৬শে জুলাই, ২০২৪ তারিখে হাদীকাতুল মাহ্দীর জলসা গাহে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় যুক্তরাজ্যের ৫৮তম বার্ষিক জলসা উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবী কর্মী ও আগত অতিথিদের করণীয় ও অন্যান্য দায়িত্বাদি সম্পর্কে মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং জলসা'র সফলতার জন্য দোয়ার আহ্বান করেন।

তাশাহহুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় **আজ যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা শুরু হচ্ছে এবং এখানে হাজার হাজার লোক ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে এসেছে।** এ দিনগুলোতে হাদীকাতুল মাহ্দীতে একটি অস্থায়ী শহর বানানো হয়েছে যেন এ পরিবেশে পার্থিব আমোদমুক্ত হয়ে আমরা নিজেদের ধর্মীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থাকে উন্নত করতে পারি। তাই এ সময়টিতে জাগতিক চাহিদার প্রতি মনোযোগী হওয়ার পরিবর্তে আধ্যাত্মিকভাবে সর্বোচ্চ লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। কিছু মানবীয় প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা থেকেই যায় যা পূরণের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা সামর্থ্যানুযায়ী চেষ্টা করে থাকে, শত শত কর্মী স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে উপস্থাপন করে থাকে।

এ ধারাবাহিকতায় প্রথমে আমি সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আপনারা নিজেদের দায়দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করার চেষ্টা করুন। জলসার অতিথিদেরকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথি মনে করে সেবা করুন। আপনাদের ধারণানুযায়ী যদি কোন অতিথি কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেও ফেলে তা উপেক্ষা করুন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন প্রতিটি দেশে অতিথিপরায়ণতা এবং উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ জামাতে আহমদীয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **অতিথিদের হৃদয় কাঁচের ন্যায় হয়ে থাকে;** স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। তাই খুব ভালভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত যেন তারা কোনভাবে কষ্ট না পায়। জলসায় অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই তো আহমদী আর তারা এ বিষয়টি অবগত হয়েই আসে যে কষ্ট সহ্য করতে হবে, কিন্তু যারা আহমদী নয় কিংবা নবদীক্ষিত আহমদী যারা উত্তম তরবিয়ত পায়নি তাদের কথা স্মরণ রেখে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত। ট্রাফিক, গাড়ি পার্কিং, পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা, পানি সরবরাহ, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপোর্ট যে বিভাগেরই দায়িত্বে থেকে না কেন অতিথিদের সহজতার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন এবং তাদের যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয় সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখুন।

এরপর অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, **আপনারা এখানে পুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জলসায় অংশগ্রহণ করতে এসেছেন।** পার্থিব সম্মান এবং সেবা লাভের প্রতি মনোযোগ দেয়ার পরিবর্তে সেই সমস্ত উন্নত চরিত্র গঠনের প্রতি আরো সচেষ্ট হোন যা একজন প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে। খোদা তা'লার পথে ভ্রমণকারীদের পার্থিব আরাম আয়েশের প্রতি মনোযোগ খুব কমই থাকে। অনেক সময় ব্যবস্থাপকদের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু এসকল বিষয় উপেক্ষা করা উচিত। যদি প্রত্যেক আগত অতিথির হৃদয়ে এটি বিরাজ করে যে, আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক খোরাক অর্জন তাহলে অতিথি এবং আপ্যায়নকারীদের পারস্পরিক ভালবাসা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে এ দিনগুলো অতিবাহিত হবে। ব্যবস্থাপকদের প্রচেষ্টা সর্বদা এটিই থাকে যেন সমস্ত অতিথির সাথে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করা হয়, তথাপি কখনো কখনো কমবেশি হয়ে যায় যা অতিথিদের উপেক্ষা করা উচিত। তদুপরি আমি স্বেচ্ছাসেবকদের বলে দিতে চাই, অতিথিদের মাঝে বৈষম্য করা উচিত নয়। শ্রেণিভেদে সকল অতিথির আরামের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজে অতিথিদের সম্মান করতেন এবং সেবা করতেন। জলসার বিষয়ে তিনি (আ.) বলতেন, **সকলের জন্য অভিন্ন ব্যবস্থাপনা থাকবে।** একইসাথে তিনি অতিথিদের হৃদয়ে এটি প্রথিত করতেন যে, **আপনাদের এখানে আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, ধর্ম শেখা, নিজেদের হৃদয়মস্তিষ্ককে পবিত্র করা এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা।** সুতরাং এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে আপনারা এখানে একত্রিত হয়েছেন। হুযূর বলেন, জলসায় আসন গ্রহণ করে জলসার প্রোগ্রাম ও বক্তৃতাসমূহে মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং এথেকে উপকৃত হোন। প্রত্যেক মু'মিনের তার সময়ের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী।

জলসায় দূর দূরান্ত থেকে আগমনকারীরা পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করে থাকে। এর মাধ্যমে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের সদস্যরা দেশ-জাতি ও গোত্রীয় বিভক্তি ভুলে এক অসাধারণ ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং এটিও জলসার একটি উদ্দেশ্য। এ সুযোগকে কাজে লাগানো উচিত, কিন্তু অনেক সময় এভাবে পারস্পরিক আলোচনা ও গল্পগুজবে মত্ত থাকার কারণে গভীর রাত হয়ে যায় আর তাহাজ্জুদ তো দূরের কথা, ফজরে উঠতেই কষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া অনেক সময় খাবারের পর ডাইনিংয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করতে থাকে আর এর ফলে ব্যবস্থাপকদের কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়; এটি সমীচীন নয়। মহানবী (সা.)-এর কাছে আগমনকারী অতিথিদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **তোমরা খাবার খাওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ বসে গল্পগুজবে মত্ত থেকো না।**

হুযূর (আই.) বলেন, এত বড় সমাবেশে অনেক সময় পারস্পরিক বাকবিতণ্ডা হয়ে যায়। প্রকৃত মু'মিন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **সে তার ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে।** সুতরাং জলসার পরিবেশের পবিত্রতাকে দৃষ্টিপটে রেখে একে অপরের দোষত্রুটি উপেক্ষা করুন। যদি কোন কর্মীর পক্ষ থেকে কোন ভুল হয়েও যায় তখন এটিকে খারাপভাবে নেয়ার পরিবর্তে তাকে সাহস প্রদান করুন এবং ধৈর্য ও মার্জনার আচরণ প্রদর্শন করুন। অতিথিদের অহেতুক বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় আবার কর্মীদেরও অতিথিদের বাড়াবাড়ি দেখে নীরবতা অবলম্বন করা উচিত। মহানবী (সা.)-এর একটি নির্দেশনা হল, **যে তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছিন্ন করে তার সাথেও তুমি উত্তম আচরণ করো।** অর্থাৎ, যদি কেউ কঠোরতা করেও ফেলে তাকে তিক্ত জবাব দেয়ার পরিবর্তে তার সাথে উত্তম আচরণ করো। স্মরণ রাখতে হবে, আমরা যদি উত্তম আচরণ করি তাহলে এটি এক নীরব তবলীগের কাজ হবে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমরা যেন কথা, লেখনী ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, পরস্পরের মাঝে সালাম প্রদানের প্রচলন করুন, অধিক হারে সালাম আদান-প্রদান করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমন এক পবিত্র দোয়া শিখিয়েছেন যা পরস্পরের মাঝে ভালবাসা ও সৌহার্দ্য ছড়িয়ে দেয় এবং উভয়ের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। মহানবী (সা.) বলেন, **কাউকে চেন বা না চেন সালাম প্রদান করো।** সুতরাং এ সালামের প্রচলন হলে অ-আহমদী ও নবদীক্ষিত আহমদীদের হৃদয়েও ভাল প্রভাব পড়বে এবং তারা ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার প্রশংসাকারী হবে। অনুরূপভাবে প্রতিটি বিষয়ে আমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীদের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। কুরআন করীমের নির্দেশ হল, **কোন ব্যক্তি যদি অতিথিকে বলে যে, তুমি ফিরে যাও। তাহলে খুশিমনে ফেরত চলে আসা উচিত।** এক সাহাবী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মানুষের বাড়িতে গিয়ে অনেক চেষ্টা করেছেন যেন কেউ তাকে ফেরত যেতে বলে আর তিনি কুরআনের নির্দেশ মান্য করে খুশিমনে ফেরত চলে আসতে পারেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি মুকদ্দমায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে সাহাবীরা একদিন অতিথিদের আধিক্যের কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য খাবার রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর তিনি যখন খাবারের কথা জিজ্ঞেস করেন তখন সবাই অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে যায়। তিনি (আ.) এটি দেখে বলেন, এত চিন্তার কী আছে? দস্তরখানে দেখ। সেখানে যা আছে তাই নিয়ে আস। **টেবিলে শুধুমাত্র কিছু রুটির টুকরো পড়ে ছিল, তরকারি অবশিষ্ট ছিল না। তথাপি তিনি বলেন, আমার জন্য এটিই যথেষ্ট।** অতঃপর তিনি তাই খেয়ে নেন। সুতরাং আমরা যারা তাঁর জামাতের অনুসারী হওয়ার দাবি করি আমাদেরও সর্বদা এরূপ ধৈর্য, সাহস এবং কৃতজ্ঞতাবোধ প্রদর্শন করা উচিত।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, এ দিনগুলোতে বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। **হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র ইউরোপ সফরের শতবর্ষ পূর্ণ, রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স, মাখজানে তাসাভীর** প্রভৃতির প্রদর্শনী হয়েছে। অবসর সময়ে সময় নষ্ট না করে এসব প্রদর্শনী থেকে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হোন। পরিশেষে হুযূর বলেন, ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে কভিডের আক্রমণ বাড়ছে। এ কারণে প্রবেশপথগুলোতে প্রতিরোধস্বরূপ হোমিও ওষুধ প্রদান করা হচ্ছে; এগুলো সেবন করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সবধরনের ব্যাধি থেকে নিরাপদ রাখুন। সিকিউরিটি বা নিরাপত্তার বিষয়ে মনোযোগী হোন। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজেদের আশেপাশে ও ডানেবামে লক্ষ রাখুন। এটি সবচেয়ে বড় নিরাপত্তার মাধ্যম। কোন অস্বাভাবিক বস্তু বা কারো অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করলে ব্যবস্থাপকদের জানান, কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল দোয়া। বিশেষভাবে এ দিনগুলোতে দোয়া এবং যিকরে এলাহীতে রত থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা এ জলসাকে প্রত্যেকের জন্য কল্যাণমণ্ডিত করুন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাদেশ দফতরের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)

প্রবাসীদের দেশে বিনিয়োগের আহ্বান

৩ পৃষ্ঠার পর

থাকা, সম্পদের অপর্যাপ্ততা এবং দুর্নীতি। তবে এ সরকার এসব চ্যালেঞ্জ উত্তরণে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশেষ করে দেশি বা বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ডকুমেন্টেশন অনুমোদনে একই প্ল্যাটফর্মে আনা হচ্ছে। পুরো অনুষ্ঠান প্রাঞ্জলভাবে সঞ্চালনা করেন ফার্স্ট সেক্রেটারি ইশরাত জাহান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মুনশিম চৌধুরী বলেন, বাণিজ্য-বিনিয়োগসহ সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণে সকলকে নিয়ে কাজ করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আশাবাদী। প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগে নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকার বিনিয়োগ সংক্রান্ত সব বিষয় এক ছাতার নিচে আনতে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে। তাছাড়া বর্তমান এআই এর যুগে যাতে অটোমেশনের মাধ্যমে থেকে মানুষের উপস্থিতি কমিয়ে আনা যায় সে চেষ্টা করা হচ্ছে। যাতে ব্যবসায়ীদের অভিযোগের লাল ফিতার বিড়ম্বনা আর না থাকে। তাই প্রবাসীদের বাংলাদেশে বেশী বেশী করে বিনিয়োগ করা উচিত। বিশেষ করে অপার সম্ভাবনা থাকায় দেশের এ-আই খাতে প্রবাসী তরুণ প্রজন্ম বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে পারে। কারণ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ। উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে বিনিয়োগের রিটার্ন উন্নত অর্থনীতির তুলনায় অনেক বেশি। তাছাড়া আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রেমিট্যান্সের গুরুত্ব অপরিসীম। রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্ব-বাস্তবতার সব দেশের ন্যায় বাংলাদেশও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। তিনি সহজতর এবং বিনিয়োগ বান্ধব প্রক্রিয়া চালু করার বিষয়ে সবাইকে আশ্বস্ত করেন। একই সাথে বৈদেশিক বিনিয়োগের পাশাপাশি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সোনালী ব্যাংক সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা করবে।

কনসাল জেনারেল মো. নাজমুল হুদা তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশকে ব্যবসা-বিনিয়োগের এক অপার সম্ভাবনার দেশ হিসেবে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের ক্রম-বর্ধমান অর্থনীতি, দ্রুত বিকাশমান শিল্প ও সেবাখাত, তরুণ জনগোষ্ঠী, পরিশ্রমী এবং মেধাবী শ্রমের সহজলভ্যতা, দ্রুত-প্রসারমান প্রযুক্তি-সামর্থ্যসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো উল্লেখ করে তিনি সবাইকে বাংলাদেশের আকর্ষণীয় বিনিয়োগ সুবিধাসমূহ গ্রহণ করার আহ্বান জানান। অধিকতর ক্রয়-ক্ষমতা সম্পন্ন একটি উদীয়মান মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীসহ বাংলাদেশকে তিনি একটি বড় সম্ভাবনাময় বাজার হিসেবেও চিহ্নিত করেন। ২০২৪ পরবর্তী বদলে যাওয়া বাংলাদেশ সংস্কার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী অর্থনীতির গণতান্ত্রিক দেশে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

নিউইয়র্কের সোনালী এক্সচেঞ্জের সিইও মহসিন কবির তার বক্তব্যে প্রচলিত বিনিয়োগের পাশাপাশি স্টক ও বন্ডে বিনিয়োগের সুবিধাসমূহের ওপর প্রবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে সরকারী প্রণোদনার সুবিধা গ্রহণ করে সকলকে বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রেরণের আহ্বান জানান তিনি।

ইমাম কাউন্সিল অব ব্রঙ্কস'র সেমিনার

৩ পৃষ্ঠার পর

সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাবাজার জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইয়াহইয়া। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা আব্দুল হাদী জালালী।

বিষয়ভিত্তিক প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন হাফিজ মাওলানা ওয়াহিদ আহমেদ চৌধুরী, মাওলানা হামিদুর রহমান, মাওলানা রশিদ জামিল, মাওলানা আব্দুল লতিফ এবং মাওলানা আব্দুল হাদী জালালী। এ সময় আলোচকরা দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন প্যানেল। অনুষ্ঠানে আলোচকরা পবিত্র কুরআন হাদিসের আলোকে মাহে রমজানের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফজিলাত বর্ণনা করেন। রমজানে ইফতার, সেহেরী, তারাবীর ফজিলতসহ সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলেন। মাহে রমজানকে সু-স্বাগত জানিয়ে রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের এই মাস পালনের ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী মুসলমানরা। তাই রমজানকে সামনে রেখে প্রবাসী বাংলাদেশী মুসলমানদের ব্যাপক প্রস্তুতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় এ সেমিনারে। আলোচকরা বলেন, রমজান মুসলমানের জন্য আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের এক সুবর্ণ সুযোগ। এজন্য প্রয়োজন পূর্বপ্রস্তুতি। সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ। রমজানকে কীভাবে নিষ্ঠা ও ইখলাসের সঙ্গে আমল ও ইবাদতের মাধ্যমে কাটানো যায়- সে চিন্তা করা। শারীরিক-মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। রমজানে যেন জীবনের গতিপথ বদলে যায় নিজের আমলের মাধ্যমে এমন সংকল্প নেয়া। চারিত্রিক উৎকর্ষতা ও আত্মিক পরিশুদ্ধি সর্বক্ষেত্রেই যেন রমজানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মানুষের মাঝে ইসলামের সঠিক ধারণা ছড়িয়ে দিতে হবে। নতুন প্রজন্মদের মসজিদমুখি শিক্ষার কথাও বলেন বক্তারা। এছাড়া অনুষ্ঠানে দেশ, জাতি, মুসলিম উম্মাহ ও বিশ্ব মানবতার জন্য আল্লাহর রহমত কামনায় মোনাজাত ও দোয়া করা হয়।

লাখ লাখ মৃতদের সোস্যাল অর্থ আত্মসাৎ!

৬২ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে তৈরি জনপ্রিয় চলচ্চিত্র) বাজন, আর অনেক ভ্যাম্পায়ার সোশ্যাল সিকিউরিটি সুবিধা পাচ্ছে। তবে তিনি হয়তো একেবারে ভুল বলছেন না। কারণ সোশ্যাল সিকিউরিটি রেকর্ডে এমন একজন ব্যক্তির নাম রয়েছে, যার বয়স ২৪০ থেকে ২৪৯ বছরের মধ্যে এবং আরেকজনের বয়স ৩৬০ থেকে ৩৬৯ বছরের মধ্যে। নতুন ভারপ্রাপ্ত এসএসএ কমিশনার লি ডুডেক, যিনি ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বারা নিযুক্ত হয়েছেন। ট্রাম্প এবং তাঁর বিলিয়নিয়ার উপদেষ্টা ইলন মাস্ক সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং প্রেস ব্রিফিংয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে ১০০, ২০০ এমনকি ৩০০ বছর বয়সী লোকেরা নিয়মিতভাবে আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, যদিও এটি সত্য যে মৃত ব্যক্তিদের কিছুসংখ্যক অনুপযুক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে, ট্রাম্প এবং মাস্ক দ্বারা ঘোষিত সংখ্যাগুলি অতিরঞ্জিত এবং সামাজিক সুরক্ষা তথ্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ফ্লোরিডায় এক সংবাদ সম্মেলনে মঙ্গলবার ট্রাম্প বলেন, 'আমাদের ১০০ বছরের বেশি বয়সী লক্ষ লক্ষ মানুষ সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা পাচ্ছেন। তারা অবশ্যই প্রতারক বা অযোগ্য।'

তিনি বলেন, 'আপনি যদি এই লক্ষ লক্ষ মানুষকে সোস্যাল সিকিউরিটি থেকে সরিয়ে দেন, তাহলে হঠাৎ করে অনেক উদ্বৃত্ত দেখা দিতে পারে। তিনি আরও বলেন যে ৩৬০ বছর বয়সী হিসাবে তালিকাভুক্ত একজন ব্যক্তি রয়েছেন।

মাস্কের সরকারী দক্ষতা বিভাগ জালিয়াতি, অপচয় এবং অপব্যবহার নির্মূল করতে চাইছে। তার সোস্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ বেশ কয়েকটি পোস্ট করেছেন। তাতে তিনি বলেন, সম্ভবত প্রচুর ভ্যাম্পায়ার সামাজিক সুরক্ষা সংগ্রহ করছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তায় জীবিত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যখন তারা অবশ্যই মারা গিয়েছেন- তখন এটি একটি বিশাল সমস্যাই বটে। মার্চ ২০২৩ এবং জুলাই ২০২৪ সালে সোস্যাল সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ইন্সপেক্টর জেনারেলের একাধিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সংস্থাটি তার ডাটাবেসে মৃত্যুর তথ্য সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেনি। যার মধ্যে ১৯২০ সালে বা তার আগে জন্মগ্রহণকারী প্রায় ১৮.৯ মিলিয়ন সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর অন্তর্ভুক্ত ছিল তবে তাদেরকে মৃত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়নি। এর অর্থ এই নয় যে, এই ব্যক্তিরা সুবিধা গ্রহণ করছিলেন। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে সামাজিক নিরাপত্তা ও. আই. জি-র একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, প্রতিবেদনে আলোচিত সংখ্যাধারীদের মধ্যে প্রায় কেউই বর্তমানে এস. এস. এ-এর অর্থ গ্রহণ করেন না এবং ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, সংস্থাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১১৫ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদের অর্থ প্রদান বন্ধ করে দেয়।

মিশেল কিংয়ের পদত্যাগের পর সামাজিক নিরাপত্তা প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসাবে নিযুক্ত ডুডেক বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্বচ্ছতার প্রতি সংস্থার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। নোটের শেষ লাইনটি ১০০ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদের সংস্থার কাছ থেকে সুবিধা পাওয়ার বিষয়ে সাম্প্রতিক প্রতিবেদনের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে ডাটাবেসে ডিফল্ট সেটিংসের কারণে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে।

মনির হায়দারকে নিউইয়র্কে উষ্ণ শুভেচ্ছা

৩ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশক ও সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, ভয়েজ অব আমেরিকার সাবেক সংবাদদাতা, সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরন, ফটো সাংবাদিক ও বাংলাভিশন নর্থ আমেরিকার বিশেষ প্রতিনিধি নিহার সিদ্দিকী, বিশিষ্ট আইনজীবী বাচ্চু মহাজনসহ অন্যান্যরা।

সম্পাদক শাহ নেওয়াজ বলেন, মনির হায়দারের মতো সাহসী এবং সজ্জন ব্যক্তি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ভালো কাজের জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন। এতে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা আরো বাড়বে।

আকবর হায়দার কিরন বলেন, দেশের জন্য ভালোবাসা থেকে তিনি প্রবাস ত্যাগ করছেন এবং দেশের জন্য ভালো কাজ করবেন, এটা সবার প্রত্যাশা।

রাজনৈতিক আধ্যকার এবং নাগরিক অধিকার কর্মী হিসেবে দেশে এবং প্রবাসে অত্যন্ত সুপরিচিত মনির হায়দার। বিশেষ সহকারী হিসাবে তিনি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষে জাতীয় ঐক্যমত গঠনের লক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও শক্তির সংগে লিয়াজোঁ এবং যোগাযোগ রক্ষায় ভূমিকা পালন করবেন বলে জানা গেছে।

বগুড়া সমিতির কার্যকরী কমিটি গঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

ইউসুফ আলী, সহ-সাধারন সম্পাদক রানা আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ মো. ওয়ালিউল্লাহ, দপ্তর সম্পাদক মো. মাহবুবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মমিনুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রানা কবির, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক হুমায়ুন কবির, সহ- ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সোবহান আলী, আপ্যায়ন সম্পাদক আকতারোজা বেগম শেলী, সহ- আপ্যায়ন সম্পাদক নুর-ই-জান্নাত মুন্নী, প্রচার সম্পাদক হুমায়ুন সরকার, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সুফিনাজ ঝর্ণা, সহ- মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নাসরিনা আখতার লোপা, কার্যকরী সদস্য (৫জন) মোহাম্মদ এস মন্ডল কানন, আগা ই জলিল সুমিন, রেজাউদ্দৌলা এ্যাপোলো, আলতাব হোসেন সবুজ ও আতাউর রহমান লিটন।

উপদেষ্টারা হলেন- প্রকৌশলী মার্ক ফারুকী, এ্যাড. মাহবুবুর রহমান বকুল, মোস্তফা আলমগীর, জুরুন চন্দনা, আব্দুল কাদির, বিধান চন্দ্র পাল, জাহাংগীর আলম, মো. রুহুল আমিন, নাজনীরা খাতুন, এ্যাড. এম. জুয়েল।

নির্বাচনী সভার সভাপতিত্ব করেন পূর্ববর্তী কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ এস মন্ডল কানন এবং সভা পরিচালনা করেন এ্যাড. মাহবুবুর রহমান বকুল। সভায় সমিতির সাবেক সহ-সভাপতি এবং সাধারন সম্পাদক আশরাফ হোসেন রতন এবং নির্বাচিত সভাপতির পিতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

নতুন সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সংগঠনকে এগিয়ে নিতে, কার্যক্রমকে গতিশীল করতে সকলের সহযোগীতা কামনা করেন।

অবৈধ অভিবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়ায় মামলা

৬২ পৃষ্ঠার পর

অবৈধ অভিবাসীরা সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর ছাড়াই ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারেন। তারা পাসপোর্ট বা অন্য কোনো দেশের ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহার করে পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেন, তবে ড্রাইভিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। মামলাটিতে দাবি করা হয়েছে নিউইয়র্কের আইনটি ফেডারেল অভিবাসন আইন ও ফেডারেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ। বিশেষত, আইনের এমন একটি ধারা রয়েছে যেখানে রাজ্যের মোটরযান বিভাগের কমিশনারকে অবৈধ অভিবাসীদের তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য করা হয়েছে, যদি কোনো ফেডারেল সংস্থা তাদের তথ্য চেয়ে অনুরোধ করে।

অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি অভিযোগ করেছেন যে নিউইয়র্ক অবৈধ অভিবাসীদের আমেরিকান নাগরিকদের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসনের এই আইনি পদক্ষেপ অনেকের মতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিশেষত যখন নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দেওয়ানি জালিয়াতির মামলা দায়ের করেছেন, যার ফলে ট্রাম্পের প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হতে পারে। নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল এই মামলাকে রাজনৈতিক চমক হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, এ আইনটি বারবার আদালতে বৈধ প্রমাণিত হয়েছে।

মোদিকে স্বাগত জানিয়ে বিপাকে যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগ

৬২ পৃষ্ঠার পর

হোয়াইট হাউসের সামনে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। এসময় সমাবেশে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উভয় গ্রুপ এবং অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের নেতৃত্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে স্লোগান দিতে দেখা যায়। তারা বলতে থাকেন- 'ওয়েল কাম, ওয়েল কাম মোদিজি, উই সাপোর্ট, উই সাপোর্ট- মোদিজি মোদিজি...।' এই ঘটনার পর হতভম্ব হয়ে যান পুরো বাংলাদেশি কমিউনিটির মানুষ। এই ঘটনার পর এক টিভি টকশোতে ড. সিদ্দিকুর রহমান অংশগ্রহণ করে বলেন, 'আমি বাংলাদেশের নাগরিক নই'। তাতে নতুন বিতর্কের জন্ম হয়। বাংলাদেশে গত ৫ আগস্টের ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের পর শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে এখন ভারতে আশ্রিত অবস্থায় রয়েছেন। সে কারণেই যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা মোদিকে স্বাগত জানিয়ে স্লোগান দিয়ে তাঁকে খুশি করার চেষ্টা করেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে সাধারণ মানুষ নানা প্রশ্ন উত্থাপন করছেন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে। অনেকেই প্রশ্ন করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ কি ভারতের বিজেপির শাখায় পরিণত হয়েছে? মোদি কী আওয়ামী লীগের শীর্ষনেতায় অভিষিক্ত হয়েছেন?

এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, 'আমরা যখন প্রতিবাদ সমাবেশ করছিলাম, তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দেখতে পাই। তাই আমরা তাকে স্বাগত জানিয়ে স্লোগান দেই। তারা আমার নেত্রী শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের শীর্ষনেতাদের তাদের দেশে স্থান দিয়েছেন। তাই স্লোগান দেয়া হয়। এটাতে তো আমি দোষের কিছু দেখি না। আমাকে যখন দেশদ্রোহী বলা হয়, তখন আমি বলেছিলাম, আমি বাংলাদেশি নই। এমনকি আমি ডুয়েল সিটিজেনও নই। আর আমি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নই। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শাখা নয়।' আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি বাংলাদেশকে তালেবানি রাষ্ট্র বলিনি, 'অন্য কেউ হয়তো বলতে থাকতে পারে'।

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
PRABASHI SHERPUR ZELLA SOMITY USA INC. EST-2002
প্রবাসী শেরপুর জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক
নব-নির্বাচিত কার্যকরী কমিটি (২০২৫-২০২৬)
অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
স্থানঃ আল আকসা পার্টি হল (তাজমহল পার্টি সেন্টার), ১৪৮-০১ হিলসাইড এভিনিউ, নিউইয়র্ক-১১৪৩৫
তারিখঃ ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২৫, শনিবার, সময়ঃ বিকাল ৫:০০ ঘটিকা
সভাপতি
ইঞ্জিঃ প্রদোষ চক্রবর্তী
সাধারণ সম্পাদক
মোঃ ছামেদুল হক ঝন্টু
সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ আক্তারুজ্জামান
সিনিয়র সহ-সভাপতি সাবেরা জামান চৌধুরী
সহ-সভাপতি মোঃ আল আমিন
সহ-সভাপতি এস এম আসাদুজ্জামান (সেলিম)
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাইছ চৌধুরী
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লিটন জামান
কোষাধ্যক্ষ মোঃ রাকিবুল ইসলাম (রাসেল)
সাংগঠনিক সম্পাদক খন্দকার মেহেদী হাসান
সমাজকল্যাণ সম্পাদক মোছাঃ সাবিনা ইয়াসমিন
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শিহাব আহমেদ কিবরিয়া
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ শফিউল আলম (সোহাগ)
কার্যকরী সদস্য নাহিদ রায়হান লিখন
কার্যকরী সদস্য মোঃ মাসুদ পারভেজ (মুক্তা)
কার্যকরী সদস্য মোঃ সিরাজুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য মোস্তফা সাদী
কার্যকরী সদস্য মোঃ শহিদুল আলম (শাহীন)
কার্যকরী সদস্য রেখা জামান চৌধুরী
কার্যকরী সদস্য মোঃ শফিকুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য গৌতম চক্রবর্তী (মিন্টু)
কার্যকরী সদস্য মোজ্জারীন আক্তার (লিমু)
কার্যকরী সদস্য বদিউজ্জামান মিয়া (শিমুল)
সুধী, আসসালামু আলাইকুম, আসছে ২২ শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ শনিবার বিকাল ৫:০০ ঘটিকায় আল-আকসা রেস্টুরেন্ট ও পার্টি হল (তাজ মহল পার্টি সেন্টার) ১৪৮-০১ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকায় প্রবাসী শেরপুর জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক এর নব-নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির অভিষেক ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত
সংগীত পরিবেশনায়ঃ
প্রধান অতিথি ঃ এইচ. এম. জামিল, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বেঙ্গল হোম কেয়ার
গেষ্ট অব অনার ঃ আতাউর রহমান সেলিম, সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি
বিশেষ অতিথি ঃ মোঃ ডিউক খান, সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ সোসাইটি
সভাপতি ঃ নাহিদ রায়হান লিখন
রুকসানা মির্জা এবং শাহ্ মাহবুব
আমন্ত্রণে
আহবায়ক: মোঃ রাকিবুল ইসলাম (৩৪৭)৬৫৭-৪২৪৪
প্রধান সমন্বয়কারী: সাংবাদিক মোঃ আবুল কাশেম (প্রধান উপদেষ্টা) (৩৪৭) ২৩০-৩৫৭৮
সদস্য সচিব: মোঃ নাইছ চৌধুরী (৩৪৭)৮৩৩-৯২২৩
যুগ্ম আহবায়ক গৌতম চক্রবর্তী মিন্টু (৩৪৭)৫৫২-৬৬২২
সদস্য মোঃ লিটন জামান (৯২৯)৬৩১-৮০১৭
সদস্য খন্দকার মেহেদী হাসান (৩৪৭)২৫৭-৭০৭০
ধন্যবাদান্তে
নাহিদ রায়হান লিখন সভাপতি (৯১৭) ৪৯৬-৬৯২৬
মোঃ সিরাজুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক (৬৪৬) ৩৩৯-৩৫১৫

হার দিয়ে টাইগারদের মিশন শুরু

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি : গিলের ব্যাটে ম্লান হৃদয়ের সেঞ্চুরি

আজকাল স্পোর্টস

টুর্নামেন্ট শুরুর আগে বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত জানিয়েছিলেন, শিরোপা জিততেই দেশ ছাড়ছে তার দল। তবে সে মিশনে শুরুটা ভালো হলো না দলের। ৬ উইকেটে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু করল বাংলাদেশ। শুভমান গিলের দুর্দান্ত সেঞ্চুরির ওপর ভর করে ভারত ২১ বল হাতে রেখেই ৬ উইকেটের জয় তুলে নেয়।

দুবাইয়ে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে বাংলাদেশ। শুরুতেই ৩৫ রানে পাঁচ উইকেট হারিয়ে বসেন শান্তরা। তখন দুই অঙ্কে অলআউটের শঙ্কাও মাথাচাড়া দিচ্ছিল বেশ করে।

তবে এরপর তাওহীদ হৃদয় ও জাকের আলির ব্যাটে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ায় দল। ষষ্ঠ উইকেটে তারা যোগ করেন ১৫৪ রান, যা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাসে ষষ্ঠ উইকেটে সর্বোচ্চ পার্টনারশিপ। বাংলাদেশের ইতিহাসেরও সর্বোচ্চ ষষ্ঠ উইকেট জুটি এটা।

তাওহীদ হৃদয় দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরি তুলে নেন, শেষ পর্যন্ত ১০০ রান করে বিদায় নেন তিনি। জাকের আলিও গুরুত্বপূর্ণ ৬৮ রান করেন। তবে এই দুই ব্যাটার ছাড়া কেউই দলকে ভরসা দিতে পারেননি। ৪৯.৪ ওভারে ২২৮ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশের ইনিংস।

জয়ের জন্য ২২৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারতের শুরুটা ছিল ঝোড়ো। রোহিত শর্মা ও শুভমান গিল প্রথম ১০ ওভারের মধ্যেই ৬৯ রান তুলে ফেলেন। এরপর তাসকিন আহমেদ রোহিতকে ফেরান, কিন্তু গিল থামেননি। ১২৫ বলে সেঞ্চুরি করেন এই ডানহাতি ব্যাটার।

তাকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গ দেন লোকেশ রাহুল। যদিও রাহুল একবার ক্যাচ তুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু জাকের আলির হাত ফসকে বেরিয়ে যায় বল। সেই সুযোগের পুরোপুরি ফায়দা নিয়ে ভারত সহজেই ম্যাচ জিতে নেয়।

বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল ছিলেন রিশাদ হোসেন, যিনি বিরাট কোহলি ও অক্ষর প্যাটেলকে ফিরিয়ে বাংলাদেশকে ম্যাচে ফেরানোর চেষ্টা করেছিলেন। মুস্তাফিজুর রহমানও গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়েছেন। তবে ভারতের ব্যাটিং লাইনআপের সামনে তা যথেষ্ট ছিল না। শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেটের হার দিয়ে আসর এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

কোহলি-সৌম্যদের দেখতে অনীহা!

আজকাল স্পোর্টস

আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম দুটি ম্যাচে দর্শক প্রত্যাশিত হারে ছিল না। পাকিস্তানের পর ভারতের ম্যাচেও গ্যালারি ছিল ফাঁকা। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের দেখতেও কি অনীহা দর্শকদের?

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের সব ম্যাচ হচ্ছে দুবাইয়ে। ভারত আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, পাকিস্তানে খেলতে যাবে না। নিরপেক্ষ দেশ এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

এমবাপ্পের কাছে ব্যালন ডি'অর কিছুই না, যদি না...

আজকাল স্পোর্টস

এক শতাংশেরও কম সুযোগ দেখেছিলেন পেপ গার্দিওলা। ম্যানচেস্টার সিটিকে সত্যিই সুযোগের ছিটেফোঁটা দেননি কিলিয়ান এমবাপ্পে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলো নিশ্চিতের লড়াইয়ে পুরো আলো নিজের দিকে কেড়ে নেন। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ফ্রেঞ্চম্যান গড়েছেন দুর্দান্ত এক হ্যাটট্রিক। তাতে মন ভরেনি মাদ্রিদ তারকার, তার চাওয়া আরও গোল।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়ালের মাটিতে নাকানিচুবানি খেয়েছে সিটি। নকআউট প্লে-অফের দ্বিতীয় লেগে ৩-১ গোলে হেরেছে। তার আগে ইতিহাদে ইতিহাস গড়ে ফিরেছিল রিয়াল। দুই লেগ মিলিয়ে ৬-৩ গোল ব্যবধানে শেষ ষোলোতে এসেছে ১৫ বারের চ্যাম্পিয়নরা। এরপরই স্বপ্ন এবং বাস্তবতার কথা বলেছেন এমবাপে। ক্লাব এবং অর্জনের পার্থক্যও শুনিয়েছেন।

ফ্রেঞ্চ তারকার কাছে গোল, হ্যাটট্রিক কিংবা আরাধ্য ব্যালন ডি'অর কিছুই না। যদি না তিনি রিয়ালের সাদা জার্সিতে খেলতে পারেন। ম্যাচ শেষে এল চিরিনগুইতো টিভিকে এমবাপ্পে বলেছেন, 'ব্যালন ডি'অর জেতার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ রিয়ালে খেলা।'

মাদ্রিদ এক্সক্লুসিভে বরাতে জানা গেছে, একজন সাংবাদিক এমবাপ্পেকে প্রশ্ন করেছেন, ৫০ গোলের স্বপ্নের পথে? রিয়াল ফরোয়ার্ড পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়েছেন, '৫০ গোল চান? আমার কোনো লিমিট নাই। যদি এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

অবশেষে এবার নিষিদ্ধই হলেন বেলিংহাম

আজকাল স্পোর্টস

ওসাসুনার বিপক্ষে লাল কার্ড দেখার পর থেকে নতুন করে আলোচনায় আছেন রিয়াল মাদ্রিদের মিডফিল্ডার জুড বেলিংহাম। এবার তার ওপর নেমে এল নিষেধাজ্ঞার খড়্গ। দুই ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হলেন তিনি। যদিও রিয়াল মাদ্রিদ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তার এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপিল করবে ক্লাবটি।

গত শনিবার এল সাদারে মাদ্রিদের ১-১ ড্র হওয়া ম্যাচে রেফারি হোসে লুইস মুনুয়েরা মনতেরোর উদ্দেশ্যে অশালীন ভাষা ব্যবহারের অভিযোগে বেলিংহামকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়। স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছে, ইংল্যান্ডের এই মিডফিল্ডার 'রেফারি, কর্মকর্তা বা ক্রীড়া কর্তৃপক্ষের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বা অসম্মানজনক আচরণ' করেছেন, যার ফলে তাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রিয়াল মাদ্রিদ এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপিল করার পরিকল্পনা করছে।

রেফারির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বেলিংহাম তাকে অশ্লীল ভাষায় একটি বাক্য বলেছেন। তবে বেলিংহাম দাবি করেছেন, এটি একটি ভুল বোঝাবুঝি এবং তিনি রেফারিকে অপমান করার কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু বলেননি।

ম্যাচের পর তিনি বলেন, 'কোনো অপমানজনক কিছু বলিনি। ভিডিওতে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। ঘটনাটি আমি খুব ভালোভাবে মনে করতে পারছি। এটি আমার নিজের জন্য একটি অভিব্যক্তি ছিল, রেফারির উদ্দেশ্যে নয়। তবে স্পষ্টতই তিনি ভুল বুঝেছেন এবং ভেবেছেন আমি তার প্রতি কিছু বলেছি। এটি মোটেও অপমানজনক কিছু ছিল না।'

বেলিংহাম আরও বলেন, 'আমি এই পরিস্থিতিতে বেশ শান্ত আছি, কারণ এটি এমন একটি অভিব্যক্তি যা আমি ১৬-১৭ বছর বয়স থেকেই বলে আসছি।'

বেলিংহামের এই লাল কার্ড এমন এক সময়ে এসেছে যখন রিয়াল মাদ্রিদ এবং স্পেনের রেফারি এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

সাফজয়ীদের হাতে উঠল মর্যাদার একুশে পদক

আজকাল স্পোর্টস

টানা দ্বিতীয়বারের মতো ফুটবলে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা দল বাংলাদেশ। যাদের হাত ধরে এসেছে এই গৌরব। এবার তাদের হাতে উঠল দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার একুশে পদক। যেই পুরস্কার পায়নি কোনো ক্রীড়া দল।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছ থেকে দলের পক্ষে মর্যাদার এই পদক গ্রহণ করেন সাফজয়ী দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন ও সহ-অধিনায়ক মারিয়া মান্দা। এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সাফজয়ী দলের অন্য ফুটবলাররাও। এর আগে, একুশে পদক ঘোষণার সময় সাফজয়ী ১১ ফুটবলারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। কিন্তু কোন ১১ জন যাবেন সেই পুরস্কার গ্রহণ করতে যা নিয়ে দেখা দেয় সমস্যা। পরে ফেডারেশন দলের ৩২ সদস্যকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করে। যা আমলে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ২৩ ফুটবলারের পাশাপাশি কোচ-কর্মকর্তাসহ আরও ৯ জনকে আমন্ত্রণ জানায় মন্ত্রণালয়। উল্লেখ্য, নেপালকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়া বাংলাদেশ দলের অংশ ছিলেন- রূপনা চাকমা, ইয়ারজান বেগম, মিলি আক্তার, মাসুরা পারভীন, কোহাতি কিসকু, আফিদা খন্দকার, নিলুফা ইয়াসমিন, শামসুন্নাহার সিনিয়র, শিউলি আজিম, মনিকা চাকমা, মারিয়া মান্ডা, মুনকি আক্তার, স্বপ্না রানী, আইমিন আক্তার, মাতসুশিমা সুমাইয়া, শাহেদা আক্তার রিপা, ঋতুপর্ণা চাকমা, তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র, সাবিনা খাতুন, কৃষ্ণা রানী সরকার, সানজিদা আক্তার ও মোসাম্মাৎ সাগরিকা।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

হারের পর জরিমানাও গুনলো পাকিস্তান

আজকাল স্পোর্টস

লক্ষ্য শিরোপা ধরে রাখার। কিন্তু শুরুতেই হোঁচট খেতে হলো পাকিস্তানকে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৬০ রানে হেরে গেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা।

হতাশাজনক হারের এবার জরিমানা গুনলো পাকিস্তান। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে স্লো ওভার রেটের কারণে মোহাম্মদ রিজওয়ানের দলকে ম্যাচ ফি'র ৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। বুধবারের ম্যাচের পর আমিরাতের আইসিসি এলিট প্যানেলের ম্যাচ এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

কাজের চাপে বিয়ে করতে পারছেন না নায়িকা

৪৬ পৃষ্ঠার পর

বেশ কয়েকটা কাজ রয়েছে এ নায়িকার হাতে। সিরিয়ালে রয়েছে একের পর এক কাজ। বর্তমানে আনন্দ এল রাইয়ের 'তেরে ইশক ম্যায়' সিনেমার শুটিংয়ে ব্যস্ত কৃতি স্যানন। আর সেই সিনেমার কাজ সেরেই 'ককটেল ২'র সিক্যুয়ালের প্রস্তুতি শুরু করবেন এ নায়িকা। যদিও ২০১২ সালের সুপারহিট সিনেমার এ সিক্যুয়ালে কেমন চরিত্রে ধরা দেবেন কৃতি, সেটা নিয়ে এখনো নির্মাতা কোনো কথা জানাননি। তবে অভিনেত্রী যে এবছর বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারবেন না, কৃতির ঘনিষ্ঠ সূত্রে সেকথা নিশ্চিত করা হয়েছে।

কৃতির এক ঘনিষ্ঠজনের কাছ থেকে জানা গেছে, 'চলতি বছরে তার সময়টা কোথায় বিয়ে করার? কৃতি এখন সিনিয়রেতে। পুরোদমে আনন্দ এল রাইয়ের সিনেমা শুটিং করছে। আগামী কয়েক মাস পর্যন্ত সেটা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। মুক্তির চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে ভীষণ পরিশ্রম করতে হচ্ছে নায়িকাকে। আর 'তেরে ইশক ম্যায়' সিনেমার কাজ শেষ হয়ে গেলেই 'ককটেল ২'র শুটিং শুরু করবে। মাঝখানে বিরতিও নেই। পুরো ২০২৫ সালটাই কাজ নিয়ে এতো ব্যস্ত থাকবে কৃতি যে বিয়ের প্রস্তুতি তো দূরের কথা, নিশ্বাসই তো ফেলতে পারবেন না।'

গত বছর থেকেই বলিউডের আকাশে-বাতাসে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, কৃতি স্যানন নাকি প্রেম করছেন। তাও আবার কম বয়সী ছেলের সঙ্গে। জানা গেছে, প্রেমিকের সঙ্গে কৃতির বয়সের পার্থক্য ৯ বছরের। মাঝেমধ্যেই কৃতি এবং তার প্রেমিককে বিভিন্ন স্থানে দেখা যাচ্ছে।

লন্ডনের ব্যবসায়ী কবীর বাহিয়ার প্রেমেই হাবুডুবু খাচ্ছেন কৃতি স্যানন। এই কবীরের সঙ্গে দেখা করতে নাকি মাঝেমধ্যেই লন্ডনে যান নায়িকা। বোন নূপুর স্যাননের হাত ধরেই কবীরের সঙ্গে তার পরিচয়। তারপর বন্ধুত্ব থেকে প্রেম শুরু হয়।

এই কবীর বাহিয়া ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনি ও হার্দিক পান্ডিয়ার খুব কাছের বন্ধু। আর শৈশব থেকে ক্রিকেট খেলাতেও পারদর্শী কবীর। গতবছর কবীরের সঙ্গেই হোলি কাটিয়েছিলেন কৃতি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেই ছবি শেয়ারও করেন এ নায়িকা। তারপর থেকেই গুঞ্জনের পালে হাওয়া লাগে।

বাংলায় উসমান গাজীর ৩ সিনেমা

৪৬ পৃষ্ঠার পর

অ্যাক্তিভিটকে।

টু ভাই ফল

তুর্কি সীমান্ত ঘেঁষা সিরিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে দীর্ঘদিন ধরে গৃহযুদ্ধ চলছে। সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা উগ্রপন্থীরা তুর্কি সীমান্তেও ঘাঁটি বানিয়েছে। সীমান্ত এলাকা থেকে উগ্রপন্থীদের উৎখাত করে সেনাবাহিনী ঢোকার পথ তৈরি করে দিতে ক্যাপ্টেন আস্লানের নেতৃত্বে স্পেশাল ফোর্সের একটা দলকে অভিযানে পাঠানো হয়। তারা লড়াই করতে করতে সন্ত্রাসীদের তীব্র আক্রমণে এক পর্যায়ে বেঁচে থাকার আশা হারিয়ে ফেলে।

ঠিক এমন সময় বিমান থেকে সেখানে বোমা বর্ষণের জন্য তাদের সাথে যোগ দেয় পাইলট ক্যাপ্টেন ওজুর কেনদিল। সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিতে পারলেও তাদের ছোঁড়া একটি রকেটের আঘাতে বিমান বিধ্বস্ত হয়। ক্যাপ্টেন আস্লান সিদ্ধান্ত নেয় সেখানেই থেকে তারা ক্যাপ্টেন ওজুরকে উদ্ধার করবে। শুরু হয় নতুন অভিযান। দেশপ্রেম আর মানবতার গল্প তুলে ধরা হয়েছে 'জান কিলা' নামের ছবিটিতে। এর ইংরেজি নামকরণ করা হয়েছে 'টু ফর ভাই'। এতে ক্যাপ্টেন আস্লানের চরিত্রে অভিনয় করেছেন বুরাক আক্তিভিট।

মাই ব্রাদার

হাকান আর ওযান দুই ভাই তুরস্কের বিখ্যাত দুই সংগীতশিল্পী। সম্পর্কের টানাপোড়েনে অনেক দিন ধরে তাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল। তবে বাবা মারা যাওয়ার পর জানাযায় আসতে বাধ্য হয় তারা। সেসময় বাবার একটি ভিডিও রেকর্ড দেখে দুজনে। সেই ভিডিও রেকর্ডে বাবা তার রেখে যাওয়া একটি পুরনো ভাঙা গাড়ি দুই ভাইয়ের মাঝে ভাগ করে দেন। তাদের আবার একত্রিত করার প্রয়াসে এক ভাইয়ের কাছে গাড়ি আর অন্য ভাইয়ের কাছে গাড়ির চাবি তুলে দেন। এছাড়া শেষ অনুরোধ হিসেবে দুই ভাইকে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে একসাথে গান গাইতে বলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবার শেষ অনুরোধ রাখার জন্য ওরা সেই ভাঙা গাড়ি নিয়ে বিয়ে বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করে।

পথে মেইলেপ নামের এক মেয়ের গাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তারা তাকে সাহায্য করে এবং নিজেদের গাড়িতে তুলে নেয়। দুই ভাইয়ের সম্পর্ক যখন স্বাভাবিক হয়ে আসে ঠিক তখনই তারা এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। এমনই এক পারিবারিক গল্পের ছবি 'কারদেশিম বেনিম'। ইংরেজিতে ছবিটির নাম রাখা হয়েছে 'মাই ব্রাদার'। ছবিতে বড় ভাই হাকান চরিত্রে অভিনয় করেছেন বুরাক আক্তিভিট।

পরিচালনায় কেট উইন্সলেট

৪৬ পৃষ্ঠার পর

এলিজাবেথ ডের সঙ্গে 'হাউ টু ফেইল পডকাস্টে' 'লি'র প্রচারণার সময়, উইন্সলেট ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, যদিও তিনি আগে পরিচালনা করতে চাননি তবে সময়ের পরিক্রমায় তিনি এখন পরিচালনা করতে প্রস্তুত।

তিনি এটাও বলেছিলেন, হলিউডের অভিনেত্রীদের জন্য দায়িত্ববোধ থেকে হলেও তার ক্যামেরার পেছনে কাজ করা উচিত।

কেট বলেন, 'অনেক মানুষ আমাকে বলেছে, কেন আমি পরিচালনায় আসছি না। আর আমি বলেছি, না আমি এটা করবো না। কিন্তু সংস্কৃতি ও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হচ্ছে অন্য নারীদের জন্য হলেও আমার পরিচালনায় আসা উচিত। এবং এটা আমি বেশ জোরেশোরেই অনুভব করছি। আমার মনে হয় আমরা যতবেশি মেয়েরা নির্মাণে আসবো, অন্য মেয়েরা তত অনুপ্রেরণা পাবেন।'

বলা প্রয়োজন, 'লি' ছাড়াও উইন্সলেট সম্প্রতি এইচবিও লিমিটেড সিরিজ 'দ্য রেজিম'-এ অভিনয় করেন, যার জন্য তিনি গোল্ডেন গ্লোব মনোনয়নও পেয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, কেট উইন্সলেট ২০০৯ সালে 'দ্য রিডার' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেত্রীর অস্কার জিতেছিলেন। সূত্র: দ্য হলিউড রিপোর্টার

শাহরুখ-সালমানদের পথেই কি হাঁটছেন রণবীর সিং

৪৬ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে কোনো তথ্য নেই।

রণবীর সিং-ও প্রযোজনা সংস্থা খুলতে যাচ্ছেন এমন জল্পনার মাঝেই মুখ খুলেছে তার টিম। টিমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এমনকি ভবিষ্যতেও তিনি এ কাজ করবেন না। তিনি বর্তমানে নিজের পরবর্তী প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন।'

রণবীর সিং বর্তমানে আদিত্য ধরের পরিচালনায় 'ধুরন্ধর' সিনেমার শুটিং করছেন। এ সিনেমায় সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, অক্ষয় খান্না, আর মাধবনসহ অনেক বড় বড় তারকা তারকাদের অভিনয় করতে দেখা যাবে।

কে নিষিদ্ধ হবে-হাসিনা নাকি আওয়ামী লীগ?

১০ পৃষ্ঠার পর

কোনো রাজনৈতিক দলকেই নিষিদ্ধ করা ঠিক হবে না। সরকার নিজেও একাধিকবার বলেছে যে, তারা কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করতে চায় না।

এরকম পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের সুযোগ থাকবে আবার রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মানতে হবে, যদি তারা আবার দেশের রাজনীতিতে ফিরতে চায়, সম্ভবত তাদেরকে হাসিনাকে বাদ দিয়েই চিন্তা করতে হবে। কেবল শেখ হাসিনাই নয়, সেই সঙ্গে চিন্তার বাইরে রাখতে হবে পুরো শেখ পরিবার, হাসিনার মন্ত্রিসভার সদস্য, এমপি, এমপি প্রার্থী, কেন্দ্রীয় ও জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ, অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী, ইত্যাদি সকলকেই। সুষ্ঠু রাজনীতিতে ফিরতে হলে তাদের নতুন নেতৃত্ব নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। অনেকের কাছে বিষয়টি কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু আমার বিবেচনায় সেটাই হবে সহজতর। বরং হাসিনাকে নিয়ে অগ্রসর হতে চাইলেই বরং বিষয়টা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। শেখ হাসিনা এখন আওয়ামী লীগের জন্য অনেকটা সেই হাতল ভাঙা স্যুটকেসের মতো, বয়েও নেয়া যায় না, ফেলেও রেখে যাওয়া যায় না।

UCS Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR

ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহ:

পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।

(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite # 5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)

www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

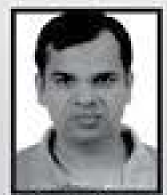

RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।

ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

ডাঃ গোবিন্দ পাল

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician Wyckoff Heights Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.

Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.

An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার

NAEEMA BHUIYA, D.D.S

নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস

Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: **718-206-0601**, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

USR BROKERAGE CORP.

USR BROKERAGE

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি

★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION

MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES
FROM MULTIPLE CARRIERS.

MD ABDUR ROUF
President
Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker

+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334
usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com
37- 21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL

NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন
বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন +1 (929) 393-8620

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office: 37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office: 167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্লান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

জব জব হেল্প জব

Job Help Application Processing Service

917-500-3937

* পোষ্টাল জব
* ফেডারেল জব
* স্টেট জব
* এম. টি. এ জব
* সিটি জব
* রেজুমী তৈরী
* কভার লেটার
* সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
* নিউ পাসপোর্ট/রিনুয়েল
* ডুয়েল সিটিজেনশীপ
* ফুড স্ট্যাম্প
* ডিজএবিলিটি (SSI)
* সসিয়াল সিকিউরিটি (SS)
* রিটারম্যান্ট বেনিফিড

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 203 (A)
Jamica, NY 11435

Phone/Fax: 917-300-6160

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল

কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

- আমাদের ফি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমান যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্য্যবান।
- আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি দশজনের আটজন আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন

অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রতারনার বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ ডীলে একই মুল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না।

৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন

- ★ ৫টি রোড লেসন,
- ★ রোড টেষ্টের দিন গাড়ী
- ★ পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
- ★ অতি অল্প মুল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
- ★ নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ

- অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
- আপনার সময়ই আমাদের সময়

যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353

Full Insured & Licensed by New York State

PUPIL DRIVING SCHOOL

37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন

আমাদের সার্ভিস

নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত

২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত

স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি

বিয়ে, জন্মদিন, বিজিনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়

যোগাযোগঃ আমাদের সার্ভিস

+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১

amader.services@gmail.com

ড্রাইভার চাই

Brand New Rave4 ইয়েলো ট্যাক্সির জন্য ড্রাইভার চাই, ফুল টাইম (দিনের সিফ্ট) পার্ট টাইম বা ডাবল যে কোন সিফ্ট

347 544 5309

ভাড়া হবে

TLC প্লেট ভাড়া দেওয়া হবে।

যোগাযোগ

646-436-2817

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।

Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।

GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়

সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile · simple mobile · h2o · T-Mobile · univision mobile · Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733

37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

FAMOUS DRIVING SCHOOL

73-16 Roosevelt Ave., 2nd FL, Jackson Heights, NY 11372

Between 74 Street & 73 Street

Tel: 718-424-8890 /347-497-8544

(Full Insured & Licenced by New York State, DMV)

1 5 Lesson Package Include

- 5 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class
- Easy Way to Teach: Paralal Park, Broken U Turn & Everything

We Provide Individual Lesson Also

2 10 Lesson Package Include

- 10 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class

We provide Defensive Class (DDC) for TLC, Insurance & 4 points

Please Call Now

---

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাকটরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন

স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল

ঃ সেবা সমূহ ঃ

- * রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
- * DMV Quick রোড টেস্ট
- * 5 Hour (Per- License Class) Certificate
- * 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
- * High Way Lesson
- * Available Schedule
- * DMV Service

মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।

যোগাযোগ

Swadesh Driving School

37-13 74th ST. FL-2

Jackson Heights NY-11372

Phone: 718 255 1231

Cell: 929 670 2871

E-mail: swadeshdrv@gmail.com

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

* INCOME TAX (ALL STATES)
* BUSINESS TAX
* INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
* OPEN NEW BUSINESS
* IMMIGRATION HELP
* NOTARY AND MANY MORE

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors) M.S.S (Economics)
Dhaka University, Bangladesh.

IRS ACCEPTANCE AGENT
IRS E-FILE PROVIDER

168-25 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্টে-এর উপরে)

Cell: 718 -736- 4095

Email: rashidtax2@gmail.com

Magical Natural & Homeophathy Inc

25 Years of Experience and Reliable in NM

মোঃ সালাহউদ্দিন
আমেরিকায় গ্রীণ মেডিসিন সনদপ্রাপ্ত
Email: magicalhomeo2016@gmail.com

চিকিৎসা-

কোভিড, যৌন, কিডনি, ক্যান্সার, পেইন, পাইলস, মেয়েলি কিংবা জটিল রোগে ভুগছেন। বারবার চিকিৎসা করেও ভালো হচ্ছেন না? ন্যাচেরাল মেডিসিনে ফ্রি পরামর্শ ও ঔষধ পেতে (যে কোন ষ্টাট) আজই মেসেজ অথবা কল করুন।
By Appointment only or Call : +1-917-470-6395

JK Gain Multi

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

J. K. GAIN MULTISERVICES
জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার এক্সট্রার ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

Authorized IRS e-file Provider

- *TAX SERVICES*
- *INSURANCE*
  - *Life Insurance* MassMutual
  - *Health • Auto • TLC*
  - *Home • Business*
- *Immigration Services*
- *DDC. (6 Hrs. Defensive Class)*
- *Private Service Bureau (DMV Approved)*

Jaydeb Gain

Tel: 347-536-5107
Office: 917.396.4509
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal
৭ দিনই খোলা
Hajj & Umrah Specialist

Emirates · Biman Bangladesh Airlines · EgyptAir · Qatar · Etihad · Kuwait Airways · Saudi Arabia

IATA Accredited Agent

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

Placid Express · small world · ria Money Transfer

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple
Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

718-775-8509
212-464-8620

khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE
71-16 35th Ave
Jackson Heights
NY 11372.

বাসা ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় ১০৫ এভিনিউ ও ১৭৩ স্ট্রিটে ১ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে; ভাড়া ১৬০০ ডলার। জ্যামাইকায় ই ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে ৪ বেডরুম, ভাড়া ৩২০০ ডলার; জ্যামাইকায় ৩ বেডরুম ও ৩ বাথরুমের বাসা, ভাড়া ৩৫০০ ডলার। কি লাগবে।
আমরা CityPHEPS, Section-8 প্রোগ্রাম গ্রহণ করি।
যোগাযোগ : ৩৪৭-৪৬৫-৩২২০
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর
আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি
(০১/১০/০০/০৭/সি)

বাসা ভাড়া

ফরেস্ট পার্কের কাছে উডহেভেনে ডাইনিং স্পেসসহ তিন বেডরুমের বেসমেন্ট ১লা মার্চ থেকে ভাড়া হবে। জে ট্রেনের কাছে অবস্থিত। যোগাযোগ করুন : ৬৪৬-২৬২-৩৭৯৪
(০২/২১/২৮/০১)

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে ২১৮ প্লেস ও ৯২ এভিনিউতে দুই রুমের একটি বেজমেন্ট ২ জনের কাছে ১ মার্চ থেকে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন : ৩৪৭-৫৫৩-৬১২৭
(০২/২১/০০/০২)

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া দেওয়া হইবে, সেমি বেইসমেন্ট, 212 Street Queens Village.
Phone number- 646-314-3498, 929-400-1149
(০২/২১/২৮/০৬)

বাসা ভাড়া

লং আইল্যান্ডের এলমন্ট এলাকায় ২ বেডরুমের একটি সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। এলমন্ট ইসলামিক সেন্টার, এন-৬ বাস এবং শপিং মল এর খুবই নিকটে। ফোন : ৩৪৭-৩৩৬-৭৯৫১, ৩৪৭-৫১০-২০৫১
(০২/২১/০০/১০)

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন উডসাইডে ৬৯ স্ট্রিট ও ৫০ এভিনিউর কর্ণারে প্রাইভেট হাউজে ৩ বেডরুমের বাসা ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। ৭ ট্রেনের সাবওয়ের কাছে।
ফোন : ৬৪৬-৪৭৯-২০৬৮, ৩৪৭-৩৬৯-৯২৬২
(০২/২১/০০/১৮)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ড ও লেকউড এভিনিউয়ে ইয়ার্টেস রোডে তিন বেডরুম ও ১ বাথরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। জে ও জেড ট্রেন এবং কিউ-৬, কিউ-৬০, কিউ-৪০ বাসের কাছে। ভাড়া ২৭৫০ ডলার।
ফোন : ৬৪৬-৬৩৩-২৩২৩
(০২/২১/২৮/১৬)

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকাতে, তিন বেডরুম, দুই বাথরুমের একটি বড় বাড়িতে, বাথরুমসহ একটি বেডরুম, অথবা দুইটি বেডরুম ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৯২৯-৫৭১-৪৭৫৭
(০২/১৪/২১/০৮)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ ও ১৭৫ স্ট্রিট সংলগ্ন রেনোভেটেড এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ২ বেডরুম, দুই বাথরুম কিচেন ও লিভিং-রুমসহ বাসা আগামী ১ মার্চ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৯১৭-৬৯০-১১৪৮
(০২/১৪/২১/২৮/১১)

বাড়ি ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে আকর্ষণীয় লোকেশনের বাড়ি ভাড়া হবে। ১ম তলা : ২ বেড + ১টি লিভিং রুম + ১টি বাথরুম + রান্নাঘর = ৳২৫০০; ২য় তলা : ২ বেড + ১টি লিভিং রুম + ১টি বাথরুম + রান্নাঘর + ১টি বড় বেড সহ অ্যাটিক = ৳৩২০০
ঠিকানা: 88-38 Ashford Street, Queens Village, NY 11427
স্কুল, বাস, গ্রোসারি, ব্যাংক সবকিছুই কাছাকাছি। ভাড়াটে হিটিং এবং রান্নার গ্যাস + বিদ্যুৎ বিল নিজেদের আলাদা পেমেন্ট করতে হবে। আয়ের প্রমাণ, W2, ভালো ক্রেডিট রিপোর্টের প্রমাণ দেখাতে হবে।
ফোন : ৩৪৭-২১৭-৫১৯৬, অথবা ৬৪৬-৫৪৯-২৪৯১
(০২/১৪/২১/০৩)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১৭৭ স্ট্রিট ১০৬ রসকো স্ট্রিটের উপরে তিন বেডরুম দুই বাথরুম লিভিং ও ডাইনিং মসজিদ সাবওয়ে ও স্কুল চলাচলের দূরত্বে রয়েছে।
ফোন : ৯১৭-৫৯২-৬২৫৫
(০২/১৪/২১/১৪)

বাসা ভাড়া

ওজোন পার্ক ৮৮-০৮ লিবার্টি এভিনিউ এ ট্রেনের সাবওয়ে স্টেশন এবং বায়তুন নূর মসজিদ সংলগ্ন কিচেন ও বাথসহ সহ ২ বেড রুম এবং তিন বেড রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬
(০২/২১/২৮/১৪)

House for Rent

3 bedrooms in East Elmhurst $3400, Two bedrooms in Jamaica Estate 3,000.Two bedrooms in Queens Village $2500, Four bedrooms in South Jamaica $3,500,Two bedrooms in Woodhaven $3,000, One bedroom in Parkchester Condo ,Bronx $2,100 One bedroom basement in Valley Stream $1,800,One bedroom basement in Jamaica $1,600, One bedroom basement in Freeport $1600.
We accept CityPHEPS, PHEPS, Section 8 programs.
Call:347-465-3220
Kamruz Zaman Baccu
Island Advantage Realty

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

১৬৪ স্ট্রিট ও ৭৬ এভিনিউতে ফ্রেশমিডো এলাকায় বড় ১ বেডরুম, কিচেন, বড় লিভিংরুম, ফুলবাথসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৭১৮-৬১৪-১৯৫৪
(০২/২১/২৮/১২)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা বেইজলি পন্ড পার্ক এলাকায় নিরিবিলি পরিবেশে দুই রুম, বৃহৎ ড্রয়িং রুমসহ একটি সেমি-বেজমেন্ট ছোট পরিবারের নিকট আগামী/ চলতি মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। বসার কাছেই

বাসা ভাড়া

পার্ক, কিউ-৬, কিউ-৭, কিউ-১১১, আরো অনেক বাস, গোসারী, মসজিদ ১ ব্লকের মধ্যে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। জেএফকে এয়ারপোর্টে কাজ করেন, তাদের জন্য সুবিধা জনক। ফোন : ৩৪৭-৫৩৬-০১০৯, ৯১৭-৩৮৭-৮৪০২
(০২/০৭/১৪/০৩)

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে হলিস এভিনিউতে প্রাইভেট হাউজে রেনোভেটেড এক বেডরুমের বেসমেন্ট মার্চ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। শুধুমাত্র ফ্যামিলি। কিউ ২ বাস ও কিউ ৭৭ বাস এক ব্লকের মধ্যে।
ফোন : ৩৪৭-২৪৮-০৭৭৯, ৩৪৭-২৪৭-৯২০৭
(০২/২১-০৩/১৩/০৮)

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন ৮৫ স্ট্রিট জে ট্রেনের সাবওয়ের নিকট বেসমেন্টের একটি রুম একজন ধূমপায়ী কর্মজীবি পুরুষ ব্যাচেলর অথবা স্টুডেন্ট অগ্রাধিকার দিয়ে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন : ৫১৬-৯৬১-০৭১৯, ৬৪৬-২৪৯-২০৪৬
(০২/১৪/২১/১৫)

এটিক ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইডে পারসন বুলেভার্ড এফ ট্রেনের সাবওয়ের কাছে ছোট ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য ছোট বাথরুমসহ এটিক ভাড়া হবে। রান্নাঘর শেয়ার করতে হবে।
ফোন : ৫১৬-৮৭০-৮৬৫৮
(০২/২১/০০/০৪)

রুম ভাড়া

৪৮ এভিনিউ ও ৪৬ স্ট্রিট উডসাইডে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে এক রুম ভাড়া দেয়া হবে। পুরুষ/মহিলা। ৭ ট্রেন পাশেই।
ফোন : ৩৪৭-৫৩৬-৬১৬৯, ৯২৯-৭৫৬-২৪৫২
(০২/২১/২৮/০৩)

রুম ভাড়া

৭ ট্রেন রুজভেল্ট এভিনিউর পাশে ৪০-৩৫ হ্যামটন স্ট্রিটে মনোরম পরিবেশে এপার্টমেন্টের ১ রুম স্বামী-স্ত্রী (অধূমপায়ী) অথবা দুইজন মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৯২৯-৬৬৯-১৭৭৩
(০২/২১/২৮/০৪)

রুম ভাড়া

সানিসাইড ৪০ স্ট্রিট অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত একটি রুম ভাড়া দেয়া হবে। মাসিক ভাড়া ৮০০ ডলার। বাসা থেকে সেভেন ট্রেনের দূরত্ব মাত্র এক মিনিট। মসজিদের দূরত্বও একই। যোগাযোগ ৯১৭-৪৪২-৭১৫১
(০২/০৭/১৪/১৫)

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্র ৭০ স্ট্রিটে ১ মার্চ থেকে বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
৯১৭-২০৯-৮১৯১

House for Rent

Corner of Hillside Ave & 138th St, Jamaica. Just one block from 'E/F' train, jamaica Hospital and close to bangladeshi grocery. Huge Living room, 3 bedroom, dinning room, Big Bathroom , Kitchen and walk in closet.
Call : 347-257-6214
(02/14/21/13)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা পারসন বুলেভার্ডে সম্পূর্ণ নতুন রেনোভেটেড ১ বেডরুম সেমিবেজমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। বাসার নিকটে এফ ট্রেন রয়েছে।
ফোন : ৩৪৭-৫৩৬-৯৪৩৫, ৩৪৭-২৮৫-৪৮৪১
(০২/১৪/২১/১০)

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়া ৩৭ এভিনিউ ও ৩০ স্ট্রিটে কাছে এক রুম ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া ৮০০ ডলার। ব্যাচেলর থাকা যাবে।
ফোন : ৯২৯-২৮২-৯২১৪ (বিকাল)
(০২/২১/২৮/০৯)

রুম ভাড়া

জ্যামাইকার ভালো লোকেশনে রুম ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন বাথরুম শেয়ার। একজন/দুইজন ব্যাচেলর অথবা স্টুডেন্ট।
ফোন : ৬৪৬-৪০৯-৫৯০১, ৬৩১-৮০৫-৮৮০৯
(০২/২১/২৮/১১)

রুম ভাড়া

আগামী ১ মার্চ হতে ১৬১ এবং ৮৪ রোড জামাইকা এ ১ জন / ২ জন পুরুষ ব্যাচেলার এর নিকট ১ রুম ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন - ৩৪৭-৩০২-৬১৫১
(০২/১৪/০০/০০/১২)

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

ড্রাইভিং শিখুন

বিশ্বাসযোগ্য ড্রাইভিং স্কুলে ড্রাইভিং শিখুন। অভিজ্ঞ মহিলা ইনস্ট্রাক্টর দ্বারা মহিলাদের যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়।

যোগাযোগ

৯২৯ ৩৮৬ ৯৩০৫

ব্রডওয়ে ড্রাইভিং স্কুল

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

রুমমেট আবশ্যক

উডসাইডে ৬৯ স্ট্রিট ও রুজভেল্ট এভিনিউতে একটি প্রাইভেট হাউজে একজন পুরুষ রুমমেট আব্যশক। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন : ৬৪৬-৯৯৬-৪৩৩৩
(০২/১৪/০০/০০/০৩)

ঢাকার বসুন্ধরায় জায়গা বিক্রি

ঢাকায় বসুন্ধরায় এম ব্লকে এখনই বাড়ি করার উপযোগী দক্ষিণমুখী প্লটে ১০ কাঠা জায়গা বিক্রি হবে। যুক্তরাষ্ট্রে পেমেন্ট করলে ভালো হয়।

ফোন : 917-324-6582

Business for Sale

Business for sale in Manhattan Midtown. Running Pizza shop in busy area. Pleace

347-761-2642

রুমমেট আবশ্যক

রুজভেল্ট এভিনিউ ও ৮৩ স্ট্রিটের কর্ণারে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একজন রুমমেট আবশ্যক। অবশ্যই অধুমপায়ী হতে হবে। ৭ ট্রেনের স্টেশন পাশেই।
ফোন : ৯২৯-৮৩২-৭৩৬৩ (3pm-7pm), ৬৪৬-৮৯৮-৭০৭৩
(০২/১৪/২১/০৭)

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটস এলাকায় নিরিবিলি পরিবেশে রুমমেট আবশ্যক।
ফোন : ৬৪৬-৫১৫-২০৯৪
(০২/১৪/২১/১৬)

আজকালে বিজ্ঞাপন দিতে আজই কল করুন 646-267-7751। ফোনেও বিজ্ঞাপন নেয়া হয়। চাইলে এই নাম্বারে টেক্সট ম্যাসেজ করতে পারেন। একই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপেও বিজ্ঞাপন দেয়া যায়। এছাড়া ইমেইলেও বিজ্ঞাপন পাঠানো যায়।
ajkalnews@gmail.com

FLAT FOR SALE IN GULSHAN

'Flat for sale in Gulshan. Never rented or lived in 3700 sq ft modern flat in Gulshan 2, near united hospital for sale. 2 car parking. Modern amenities in the building with low hoa. Price is US dollar 675,000. Negotiable depending on payment terms. Only serious buyers, contact

508-472-1257 (Khan)

Office Space for Rent

SMALL OFFICE SPACE FOR RENT AT PRIME LOCATION OF OZONE PARK.
STOREFRONT RETAIL SPACE AVAILABLE
STORAGE UNITE FOR RENT
CLASS ROOM, CONFERENCE ROOM WITH BACKYARD BBQ PARTY SPACE
718-908-2545,929-433-5611

বাড়ি-কন্ডো-হাউজ বিক্রি

বাড়ি বিক্রি

জ্যামাইকার ইয়র্ক কলেজের পেছনে ১০৪-৮১ ১৬৫ স্ট্রিটে ১ ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে। মূল্য ৫২৫,০০০ ডলার। বাড়িতে কাজ লাগবে। ওজোন পার্কে ৫৪৭ এলডার্ট লেনে দুই ফ্যামিলি, ওয়াকিং বেজমেন্ট, গ্যারেজ, ব্যাকইয়ার্ডসহ বাড়ি বিক্রি হবে। মূল্য ১,৩০০,০০০ ডলার। ওজোন পার্কে দুই ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে, মূল্য ৮২৫,০০০ ডলার।
এছাড়া ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন ও লং আইল্যান্ডে শতাধিক রেগুলার ও ব্যাংকের বাড়ি বিক্রি হবে।
ফোন : ৩৪৭-৪৬৫-৩২২০
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর আইল্যান্ড অ্যাডভান্টেজ রিয়েলটি।

ওজোন পার্কে বাড়ি বিক্রি

সাউথ জ্যামাইকাতে ১৫৩ স্ট্রিটে ৫ বেডরুমের বড় ১ ফ্যামিলি হাউজ ভাড়া হবে। লট সাইজ ৫০/১০০। যোগাযোগ : রিয়েলটর সাইদ, ৫১৬-৯৩৭-৮৩৩৬

House for Sale

Hollis, House for sale in Prime location. Big One Family House, 4 bed room, 3 Full bathroom, Full base-ment, Detached Garage.
Call: SAYED, 646-302-2153, 646-291-9845, Remax

কন্ডো বিক্রি

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারের প্রাইম লোকেশনে ফুললি রেনোভেটেড কন্ডো এপার্টমেন্ট বিক্রি হবে। ২ বেডরুম, বড় লিভিং উইথ ডাইনিং, ১ বাথরুম, ৪ ক্লজিট। এখনই থাকার উপযোগী। স্টারলিং এভিনিউ বাংলা বাজারের পাশেই। এছাড়া কাছেই মার্শাল, মেসি, সাবওয়ে, গ্রোসরি, রেস্টুরেন্ট, মসজিদ রয়েছে।

House for Sale

Elmhurst, In Good location 1100 SQ Feet Big Three bed With living-Dinning-Bath-Kitchen Condo for Sale. Good Price.
Call now : SAYED, 646-302-2153, 646-291-9845, Remax

কুইন্সে বাড়ি বিক্রি

ওজন পার্কে ১০৬ স্ট্রিটে দুই ফ্যামিলি হাউজ ফর সেল। রেন্টাল ইনকাম ১০,০০০ হাজার ডলার।
যোগাযোগ : রিয়েলটর সাইদ, ৫১৬-৯৩৭-৮৩৩৬

কুইন্সে বাড়ি বিক্রি

কুইন্স ভিলেজে ২২০ স্ট্রিটে ভালো লোকেশনে ব্রান্ড নিউ টু ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে।
যোগাযোগ : রিয়েলটর সাইদ, ৫১৬-৯৩৭-৮৩৩৬

বাড়ি বিক্রি

৯১-২০ ১৩৯ স্ট্রিট জ্যামাইকায় এক ফ্যামিলি হাউজ, ২ ফ্যামিলি সেটআপ, ৫ বেডরুম, ৩ বাথরুম, ২ বেডরুমের ফিনিশড বেসমেন্ট সহ প্রাইভেট হাউজ বিক্রি হবে। সাবওয়ের কাছেই। মূল্য ৬,৯৯০০০ ডলার। এছাড়া আরো তিনটি বাড়ি আছে।
ফোন : আবদুস সালাম ৯১৭-৪১৫-৮৪৭৫
(০১/১৭/২৪/০৮)

House for Sale

Hollis, Nice Two Family house for sale, 189 St & 104 Ave. 4 bedroom, 2 bath room. Full Finished basement, Detached Garage. Good price
Call :SAYED, 646-302-2153, 646-291-9845, Remax

House for Sale

Jamaica, One Family House for sale in prime location, 109 Ave & 153 St. Bank Property, Good price, $589K only. 3 Bed Duplex.
Call now : SAYED, 646-302-2153, 646-291-9845, Remax

House for Sale

Flushing, big 2 bed, 1400 SQ Feet Apartment (Co-Op) for Sale. 2 Full Bath With Big Balcony, Corner View, 34 Ave & Parson Blvd.
Call now : SAYED, 646-302-2153, 646-291-9845, Remax

গাড়ি ভাড়া-বিক্রি/ ড্রাইভার

টিএলসি কার ভাড়া

RAV-4, ২০২৩ হাইব্রিড ইয়েলো ক্যাব এর জন্য ফুল টাইম ড্রাইভার আবশ্যক।
ফোন : ৬৪৬-২৫৫-৬৫১৪
(০২/১৪/২১/০৩)

CAR Rent

The car for rent, will be a regular plate hybrid CRV Touring fully loaded. Weekly rental $500, one week in advance and one week deposit.
Contact number 646-314-3498.
(02/21/28/07)

টিএলসি গাড়ি ভাড়া

১৬৩ স্ট্রিট হিলসাইড এভিনিউ জ্যামাইকাতে TLC TESLA Y MODEL / BLACK CAR (2023 মডেল) এর জন্য একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার দরকার। মার্চের ১২ তারিখ থেকে জুলাইয়ের ২০ তারিখ পর্যন্ত। ফুল টাইম চালাতে হবে।
ফোন : ৯১৭-৫৪৫-৬৫৪৩, ৯১৭-৪৭০-৭৭৮৬
(০২/১৪/০০/০২)

ড্রাইভার আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটস এলকায় RAV-4 2024 Hybrid Yellow Cab এর জন্য রাতের শিফটে কাজ করতে আগ্রহী একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক। লিজ আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
ফোন : ৯২৯-৬০৪-৫৬২৫ (3pm to 12 am)
(০২/২১/২৮/১৩)

ড্রাইভার আবশ্যক

উবার লিফটের জন্য রেডি TLC Plate সহ Honda CRV 2023 Hybride গাড়ি ভাড়া দেয়া হবে। ভালো ড্রাইভিং রেকর্ড আবশ্যক।
ফোন : ৯২৯-৭৫৫-২৭০৭
(০২/০৭/১৪/০৯)

টিএলসি গাড়ি ভাড়া

নিশান লিফ-২০২৩ সালের লো-মাইলেজ ইলেকট্রিক টিএলসি কার উবার / লিফটের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে। উইকলি ভাড়া ৩৭৫ ডলার।
ফোন : ৯২৯-২৪২-৫১৬৬
(০১/০৭/১৪/০১)

আজকাল বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

বাসা ভাড়া/রুম ভাড়া/রুমমেট চাই: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ২৫ ডলার
পাত্র/ পাত্রী চাই: এক সপ্তাহ ২০ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩৫ ডলার
লোক আবশ্যক: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
বেবি সিটার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
ড্রাইভার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার

আপনি আমাদের অফিসে এসে বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন। আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা ফোন, ইমেইল, ফ্যাক্সেও বিজ্ঞাপন নেই। ফোন-ইমেইল-ফ্যাক্সে বিজ্ঞাপন দিলে আপনার ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার এবং এক্সপাইরেশন ডেট দিতে হবে। আমাদের পেপার শুক্রবারে ছাপা হয়। আমরা সারা সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞাপন নেই। আমাদেরকে বিজ্ঞাপন দেবার শেষ সময় বৃহস্পতিবার রাত ১০টা।

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন >> ৬৪৬-২৬৭-৭৭৫১ | ৯১৭-৫১৯-১১৫১

Email: ajkalnews@gmail.com

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

লোক আবশ্যক

উডসাইড এলাকায় একটি পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক

347-683-6382

হেল্পিং হ্যান্ড আবশ্যক

নিউজার্সির ওয়েস্ট প্যাটারসন এলাকায় বাসার কাজে হেল্প করার জন্য একজন হেল্পিং হ্যান্ড আবশ্যক। অন্য স্টেটের হলে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

ফোন : ৯৭৩-৩৪২-৮২৪২

হাউজ কিপার আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের কাছে ৩৭ এভিনিউ ও ৭২ স্ট্রিটের মাঝে সপ্তাহে তিনদিন বাসার কাজে হেল্প করার জন্য একজন মহিলা হাউজকিপার আবশ্যক।

৯২৯-৫৪৩-৭৮৮৮, ৬৪৬-৪১৮-৬৯৬৬

লোক আবশ্যক

ব্রুকলিনে ফটোফ্রেমিং স্টোরে কাজের জন্য একজন ইংরেজি জানা লোক আবশ্যক। কাজ শিখিয়ে দেয়া হবে। বয়স ৪৫ বছরের কম হতে হবে।

-যোগাযোগ (10am to 7pm)-

646-287-8203

Employee Needed

Experience employee are needed for Subway restaurant. Food production ID will be priority

347-369-1066

লোক আবশ্যক

জরুরি ভিত্তিতে নিউজার্সিতে এডিসন এলাকায় একটি বাঙ্গালি রেস্টুরেন্টে একজন বাংলাদেশি শেফ আবশ্যক। হ্যান্ডস্যাম স্যালারি দেয়া হবে।

917-833-6016

পাত্র /পাত্রী চাই

পাত্রী চাই : আমেরিকান সিটিজেন, শিক্ষিত, চাকরিরত, অবিবাহিত (৪০+) পাত্রের জন্য একজন পাত্রী চাই।
ফোন : ৬৩১-৯৩৩-৯১৩৩
(০২/২১/০০/১৪)

পাত্রী চাই : একজন সিঙ্গেল সিনিয়র সিটিজেন পাত্রের জন্য ঝামেলা মুক্ত, বয়স্কা ও অল্প স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত এমন একজন পাত্রীকে লাইফ পার্টনারের জন্য খুঁজছি। পাত্রীকে অবশ্যই আমেরিকায় থাকার বৈধতা থাকতে হবে। পাত্রীর সরাসরি যোগাযোগকে প্রাধান্য দেয়া হবে। সব গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।
ফোন : ৯২৯-৭০৩-৬১৭৭
(০২/০৭/১৪/০৪)

পাত্র চাই : বাংলাদেশে বসবাসরত ২৫ বছর বয়সী, ৫"-১', আইনে স্নাতক মুসলিম নামাজী পাত্রীর জন্য ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী নামাজী পাত্র চাই।
ফোন : ৬৪৬-৪০৭-৬২২৬
(০৯/০৬/১৩/২০/২৭/০৪/০০)

পাত্র চাই : পরিবারের সাথে বসবাসরত US Cityzen, NY City তে কর্মরত মুসলিম সুশ্রী অবিবাহিত (৩২বছর) 5'-4" পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই।
ফোন : ৯২৯-৩৪৬-৯৪৫৫, ৯২৯-৬১৫-৮৪৫৮
(০১/০৩-৩১/০১/

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী, ডিভোর্সড, আমেরিকান সিটিজেন, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। ঘটক বা সরাসরি যোগাযোগ করুন।

hmurshedmd@gmail.com

850-866-9012

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর বয়সী, (উচ্চতা 5'6") বাংলাদেশি পাত্রের জন্য ভদ্র ও নামাজী সিটিজেন পাত্রী চাই।

929-407-7375

পাত্রী চাই

২৪ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। শুধুমাত্র আমেরিকাতে বসবাসরত পাত্ররা যোগাযোগ করুন।

ফোন: 929-235-2412(Nasrin)

পাত্রী চাই

৩৪ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন উচ্চতা ৫'-৮", ফর্সা, সুদর্শন, অবিবাহিত, নিউইয়র্ক সিটিতে স্কুল শিক্ষক হিসাবে কর্মরত বাংলাদেশী মুসলিম পাত্রের জন্য আমেরিকায় অবস্থানরত শিক্ষিতা, মুসলিম, অবিবাহিতা, সুন্দরী পাত্রী চাই।

347-653-9383

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন ডাক্তার পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। পাত্র অবিবাহিত, সিটিজেন।

347-615-6567

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurrance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাকটার

হাইওয়ে Individual
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: **646-991-9653**

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়

* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate

যোগাযোগঃ

914-343-2629 (Nuri)

BEST TAX EXPRESS INC

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

অফিস সহকারী পদে পরিশ্রমী প্রার্থী আবশ্যক। ভালো বেতন ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা আছে। ট্যাক্স ফাইলিং কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের নিম্নবর্তী ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানা: **929-206-9520**

BEST TAX EXPRESS INC
159-06 Hillside Avenue Jamaica NY 11432.
besttaxexpress@gmail.com

Carpet World

উত্তর আমেরিকায় কার্পেটের একমাত্র বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Free Shop at Home Service

আপনি কি সুলভমূল্যে কার্পেট কেনার কথা ভাবছেন?
তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

69-01A Northern Blvd, Woodside, NY 11377
Email: carpetdeco@yahoo.com, www.carpetdeco.com

Tel : 718.429.1920 Fax : 718.429.3739

Rtv
আজ ও আগামীর

"Quran for a Beautiful Life"

Under this title, The Holy Quran Tilawat competition "RTV Alokito Quran USA Season 2" is going to start on RTV with those living in North America.

TITLE SPONSOR
GOLDEN AGE HOME CARE আজকাল

Rtv
Alokito Quran USA SEASON 2
2025

POWERED BY
rivertel

Watch on RTV From
1st Ramadan to 27th Ramadan
just before Iftar

$5000
1st Prize

$3000
2nd Prize

$2000
3rd Prize

Grand Finale
27th Ramadan

PLATINUM SPONSOR
Washington University of Science and Technology
BACDYS

GOLD SPONSOR
GFB GROUP OF INDUSTRIES
Moin Choudhury Attorney at Law
Khalil's Food
B & R PERFUME & COLOGNE

SILVER SPONSOR
Hasanuzzaman Malik Attoney at Law
SOHID - NESA HOME CARE, LLC

SUPPORTED BY
FAISAL AHAMED
KAKATUA
TANSAR
ELITE SYNERGY REALTY
GoRascal Faheem & Syed Team

GIFT VOUCHER COURTESY OF
Premium Sweets

Only On Rtv
Organize By: ভিয়েত্রী
Event Partner: MEDSYS MANAGEMENT

সাপ্তাহিক আজকাল
PAGE 62 Friday, 21 February 2025, Issue 858, www.ajkalnewyork.com

মাসুদ কামাল-এর লেখা কে নিষিদ্ধ হবে-হাসিনা নাকি আওয়ামী লীগ?
১০ পৃষ্ঠায়

একেএম শামসুদ্দিন-এর লেখা মুক্তিযুদ্ধ বাদ দিয়ে বাংলাদেশে রাজনীতি করা সম্ভব নয়
০৬ পৃষ্ঠায়

মহিউদ্দীন খান মোহন-এর লেখা জায়মা যদি রাজনীতিতে আসেন
১০ পৃষ্ঠায়

ইলান মাস্ক দুর্নীতির বিষয়ে সোচ্চার

লাখ লাখ মৃতদের সোস্যাল অর্থ আত্মসাৎ!

আজকাল রিপোর্ট

লাখ লাখ মৃত ব্যক্তিদের জীবিত দেখিয়ে শত বছরের বেশি বয়স হলেও তাদের সোস্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট সুবিধার বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছে। এসএসএ-এর প্রশাসনের নতুন প্রধান বলেছেন যে, মৃত শতবর্ষীদের আর্থিক সুবিধা ভোগ করছেন অনেকে। ১০০ বছরের বেশি বয়সী লক্ষ লক্ষ মৃত মানুষকে জীবিত দেখিয়ে সোস্যাল থেকে আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন তারা। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নয়া দফতরের প্রধান হিসেবে ইলন মাস্ক 'সোস্যাল সিকিউরিটি' ডিপার্টমেন্টে ভয়ংকর দুর্নীতি আর অব্যবস্থাপনার চাঞ্চল্যকর এসব তথ্য উদঘাটন করেছেন। অপচয়, জালিয়াতি এবং দুর্নীতির চিহ্ন খুঁজে বের করে ফেডারেল সরকারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার আহবান জানানো হয়েছে।

ইলন মাস্ক নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্স'-এ গত ১৬ ফেব্রুয়ারি পোস্ট করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে শতাধিক বছরের মানুষ রয়েছেন ২০ মিলিয়নেরও অধিক। বেশ কিছু আছেন যাদের বয়স ৩৬৯ বছরের বেশি। অর্থাৎ এসব মৃত ব্যক্তিকে জীবিত দেখিয়ে বছরের পর বছর যাবত 'সোস্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট' নেয়া হচ্ছে। ইলন মাস্কের মতে, 'সম্ভবত টোয়াইলাইট (ভ্যাম্পায়ারদের এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

২০ অভিবাসন বিচারককে বরখাস্ত ট্রাম্প প্রশাসনের

আজকাল রিপোর্ট

ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের ২০ জন অভিবাসন বিচারককে বরখাস্ত করেছে। বিচারকদের বরখাস্তের আগে তাঁদেরকে পূর্ব সতর্কতা জানানো হয়নি বলে প্রকাশ। আন্তর্জাতিক ফেডারেশন অব প্রফেশনাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্সের সভাপতি ম্যাথিউ বিগস (যিনি অভিবাসন বিচারকদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি ইউনিয়নের প্রতিনিধি) বলেছেন, ১৩ জন বিচারককে বরখাস্ত করা হয়েছে, যারা এখনো শপথ নেননি। এছাড়াও পাঁচ সহকারী প্রধান অভিবাসন বিচারককে গত শুক্রবার কোনো পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই বরখাস্ত করা হয়েছে। একইভাবে আরো দুই বিচারককে গত সপ্তাহে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এতে ফেডারেল সরকারের আকার কমানোর প্রচেষ্টার কথা এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

প্রবল বৃষ্টি ও বন্যায় যুক্তরাষ্ট্রে নিহত ১৪

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবল বৃষ্টির জেরে সৃষ্ট বন্যায় নিহত হওয়ার পাশাপাশি দেশটির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কিছু অংশ প্লাবিত হয়েছে। ডুবে গেছে রাস্তা ও ঘরবাড়ি। এছাড়া বৈরি আবহাওয়ার জেরে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছেন প্রায় ৪ লাখ মানুষ। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সিএনএন, বিবিসি। বহু রাজ্যে বন্যায় কমপক্ষে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, নদীগুলি উত্তাল হবার কারণে উদ্ধার কাজ অব্যাহত রয়েছে। কেনটাকি এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের ডেল্টা এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট উল্টে আহত ১৯

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টার জর্জিয়া বেইজড অন্যতম ডেল্টা এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট কানাডার ব্যস্ততম পিয়ারসন বিমানবন্দরে অবতরণ করতে গিয়ে উল্টে যায়। অবতরণকালিন সময়ে এতে আগুন ধরে যায়। এতে এক শিশুসহ ১৯ জন আহত হয়েছেন। তবে কোন প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। এ এরপর ৩৭ পৃষ্ঠায়

মোদিকে স্বাগত জানিয়ে বিপাকে যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগ

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরের সময় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুক্তরাষ্ট্র শাখার পক্ষ থেকে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করা হয়েছে ওয়াশিংটন। মোদির আগমন উপলক্ষ্যে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ব্যানার, প্লেকার্ড হাতে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা 'ওয়েলকাম মোদিজি' বলে মুখরিত ছিলেন। এমন দৃশ্য প্রকাশ্যে এবারই প্রথম বলে অনেক আওয়ামী লীগ নেতারা জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে মোদিও বৈঠকের সময় এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্ক সিটির চার ডেপুটি মেয়রের পদত্যাগ

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামসের চার ডেপুটি মেয়র ও শীর্ষ উপদেষ্টারা পদত্যাগ করেছেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে মেয়রের সহযোগিতার কারণে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করেছেন। মেয়রের বিরুদ্ধে দায়ের করা ঘুষ গ্রহণের মামলা ট্রাম্প প্রশাসনের বিচার বিভাগ থেকে এরপর ৩৭ পৃষ্ঠায়

অবৈধ অভিবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়ায় মামলা

আজকাল রিপোর্ট

অবৈধ অভিবাসীদের সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর এবং ওয়ার্ক পারমিট ছাড়াই ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু করা বন্ধ এবং ইতোমধ্যে ইস্যুকৃত ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল করতে নিউইয়র্ক স্টেটের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ফেডারেল আদালতে মামলা করে ট্রাম্প প্রশাসন। নিউইয়র্ক স্টেটের 'গ্রিণ লাইট আইন' বাতিল করতে এই মামলা দায়ের করেন ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট অব নিউইয়র্ক বাফেলোতে। গ্রিণ লাইট আইনের আওতায় এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

BANQUET HALL!

The Royal Palm

BANQUET & CATERERS

The Royal Palm
2143 Boundary Ave
Farmingdale
NY 11735

Info@royalpalmny.com
www.royalpalmny.com

লং আইল্যান্ডের মনোরম পরিবেশে
মনোমুগ্ধকর সাজসজ্জা
সুস্বাদু খাবার ও আন্তরিক পরিবেশনায়
বাঙালী মালিকানাধীন একমাত্র ব্যাঙ্কুইট হল

The Royal Palm

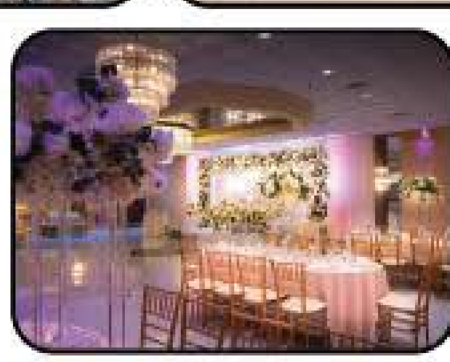

- Outdoor Ceremony & Cocktail Area
- Deshi DJ Entertainment
- Private Bridal Suite
- Stage Decoration
- Photography
- Free Parking

حلال
Halal

Full Package এ
এখন চলছে
30% discount
নির্দিষ্ট ও সীমিত সময়ের জন্য

আপনার পরবর্তী অনুষ্ঠান বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন

(516) 845 1151

সাপ্তাহিক আজকাল
The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 858 | 21 February 2025

সাহিত্য পাতায় এইচ বি রিতা-এর কবিতা 'তার' একুশ
>> ১৬ পাতায়

দ্য ডিপ্লোম্যাটের প্রতিবেদন

হাসিনাকে আগে গ্রেপ্তার পরে ফেরত

হাসান মাহমুদ

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালিন সরকার ভারতে পালিয়ে থাকা শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে ভারত সরকারকে নোট ভারবালের মাধ্যমে বার্তা দিয়েছে। শেখ হাসিনাকে ফেরত দেয়ার আনুষ্ঠানিক অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ। তারপর থেকে ভারত চুপচাপ। শেখ হাসিনাকে ভারত আশ্রয় দেবার পর চলতি সপ্তাহের শুরুতে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্করের সঙ্গে ওমানের মাস্কাটে সাইড লাইনে বৈঠক করলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো: তৌহিদ হোসেন। তবে উভয়ের মধ্যে হাসিনাকে ফেরত দেয়ার বা না দেয়ার বিষয়টি নিয়ে কোন আলোচনা তারা শুরু করতে পারেননি। বাংলাদেশে বিচারের জন্য ভারত সরকার শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠাতে চাইলে সে দেশে তাকে আদালতের নির্দেশে গ্রেপ্তার করতে হবে।

দ্য ডিপ্লোম্যাটে ভারতের সহকারী প্রফেসর ড. সংগীতা তাক বলেন, বিচার ও নির্বাহি বিভাগ আদালতের নির্দেশনা মেনে বন্দিবিনিময় চুক্তির ভিত্তিতে ভারত সরকার তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে ফেরত পাঠাতে পারে। রাষ্ট্রীয় সকল বিধি মেনে এবং তার নিরাপত্তা ও যাচাই বাছাই শেষে শেখ হাসিনাকে ভারতের হেফাজত থেকে বাংলাদেশিদের কাছে তুলে দেয়া হবে। ভারতের সঙ্গে এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

উনবাঙালের একুশে বইমেলা আজ

আজকাল রিপোর্ট

'পৃথিবী জুড়ে বাঙালি, বাঙালির পৃথিবী' এই স্লোগান সামনে রেখে নিউইয়র্কে প্রথম বারের মতো অমর একুশে বইমেলা আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন উনবাঙাল। আজ ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের ইলহাম একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হবে তিন দিনের এই বইমেলা। এরপর ৩১ পৃষ্ঠায়

বিয়ানীবাজার সমিতির পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

বাংলা সংস্কৃতি ও কৃষ্টি ও হরেক স্বাদের খাবারের সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দিতে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি বুধবার নিউইয়র্কে বাংলাদেশি অধ্যুষিত ওজনপার্ক মদিনা হলে পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দেশের নানা জনপদের মুখরোচক ও পছন্দের নানা পিঠা নিয়ে এ আয়োজন করে বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনক।

উৎসবের পাশাপাশি বিদেশে দেশি স্বাদের পিঠা নিয়ে প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। বিচারকমণ্ডলী রায়ে সেরা সাত পিঠা কারিগরকে পুরস্কৃত করা হয়। বাকিদের হাতেও তুলে দেয়া সান্ত্বনা পুরস্কার।

সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম অপুর সঞ্চালনা ও আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে পিঠা উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সিনিয়র সহ-সভাপতি এরপর ৩১ পৃষ্ঠায়

উপদেষ্টা পরিষদে রদবদলের আভাস

আজকাল রিপোর্ট

'উপদেষ্টা পরিষদে রদবদলের আভাস'-এটি দৈনিক আজকের পত্রিকার প্রথম পাতার খবর। প্রতিবেদনে বলা হয়, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে আগামী সপ্তাহে রদবদল আসতে পারে। এতে অন্তত দুজন উপদেষ্টার দপ্তর বদল হতে পারে। সরকারের ঘনিষ্ঠ একাধিক সূত্র সম্ভাব্য এই রদবদলের কথা জানিয়েছে। জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিদের নিয়ে আগামী সপ্তাহে নতুন রাজনৈতিক দল ঘোষণা আসতে পারে। নতুন এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে অথবা আগামী সপ্তাহের শুরুতে সরকার থেকে বের হয়ে যেতে পারেন তথ্য ও সম্প্রচার এবং ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। নাহিদ ইসলামের পদত্যাগের পর উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠন করা হবে বলে সরকারে আলোচনা রয়েছে। নাহিদ ইসলাম পদত্যাগ করার পর এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

আব্দুল্লাহ সুইটসের নব যাত্রা

আজকাল রিপোর্ট

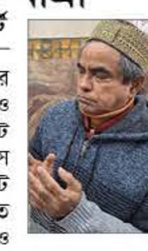

নিউইয়র্কের সবার পরিচিত ও জনপ্রিয় রেস্টুরেন্ট আব্দুল্লাহ সুইটস এন্ড রেস্টুরেন্ট গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদান ও খাদ্যের মান আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে নতুন রূপে উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের এরপর ৩৭ পৃষ্ঠায়

ভারতীয় বংশোদ্ভুত কাশ প্যাটেল এফবিআই প্রধান

আজকাল রিপোর্ট

কাশ প্যাটেলকে এফবিআইয়ের প্রধান হিসাবে গত বৃহস্পতিবার সিনেটের ভোটে নিয়োগ পেলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

জেএমসিতে ইমিগ্রেশন নিয়ে সেমিনার

আজকাল রিপোর্ট

ট্রাম্প প্রশাসনের আনডকুমেনেন্টেড অভিবাসীদের গণ গ্রেফতার ও ডিপোর্ট কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে এবং উদ্ভুত পরিস্থিতিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের করণীয় সম্পর্কে সেমিনার আয়োজন করে জ্যামাইকা মুসলিম এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

আলমগীর খান আলমের মায়ের ইন্তেকাল

আজকাল ডেস্ক

নিউইয়র্কের শোটাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলমের প্রিয়তমা মা গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় গত মঙ্গলবার ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার বয়স হয়েছিল ৭৫ এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com